নির্বাচিত মহাপুরাণের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজার দায়িত্ব

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

এম.ফিল. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা প্রবন্ধ

গবেষক

সমিত দাস

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা – **MPSA194011**

বিশ্ববিদ্যালয় নিবন্ধন ক্রম – **১৪২৩৪৪ (২০১৭-১৮)**

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৭-২০১৯

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

২০১৯

Certified that the thesis entitled **নির্বাচিত মহাপুরাণের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজার দায়িত্ব** submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in **SANSKRIT** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is being carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar organized by the Department of Sanskrit of Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M. Phil. Regulation (2017) of Jadavpur University.

NAME: **SAMIT DAS**
ROLL NO: **MPSA 194011**
REGISTRATION NO: **142344 of 2017-18**

SIGNATURE OF STUDENT

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **SAMIT DAS** entitled **নির্বাচিত মহাপুরাণের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজার দায়িত্ব** is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **SANSKRIT** Of Jadavpur University.

Head Department of Sanskrit	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC

প্রাককথন

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে পৌরাণিক সাহিত্য তথা পুরাণগুলির ভূমিকা অনন্য। পৌরাণিক সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। যদিও পুরাণগুলিতে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ (ঋষি ও রাজা),মন্বন্তর, দান, ইষ্টাপূর্ত, দেবপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে, তথাপি কিছু পুরাণে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিন্নতর উপাদানও পাওয়া যায়, যার অন্যতম হল প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসন। পৃথিবীর অন্য বহু দেশের মতো প্রাচীন ভারতেও রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।পুরাণে বর্ণিত তথ্যের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার উদ্দেশেই **নির্বাচিত মহাপুরাণের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজার দায়িত্ব** - এই বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে।

এই কার্যটি যাঁদের মূল্যবান উপদেশ ও সাহায্য ছাড়া অসমাপ্ত থেকে যেত,তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও বরিষ্ঠ অধ্যাপক ডঃ তপন শংকর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ অশোক কুমার মাহাতো মহাশয়ের নাম। তাঁদের উভয়কেই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।গবেষণাকার্যের রীতিনীতি-বিষয়ক নানা মূল্যবান উপদেশ দানে যিনি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন সেই মাননীয়া ডঃ রত্না বসু মহোদয়ার কাছেও চিরকৃতজ্ঞ থাকব এবং তাঁকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এছাড়াও বিভাগীয় সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদেরও কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানাই, চলার পথে তাঁদের অকৃপণ সহযোগিতার জন্য। সর্বোপরি তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় অধ্যাপিকা ডঃ পিয়ালী প্রহরাজ এবং সহ-তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় অধ্যাপক ডঃ দেবদাস মণ্ডল মহাশয়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাঁদের কাছে আমি আজীবন ঋণী থাকব।এছাড়াও শ্রীমতি প্রতিমা গিরি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় আমায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এছাড়াও যাদের সহযোগিতা ছাড়া একাজ সম্ভব হত না,তাঁরা হলেন আমাদের বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক শ্রুতি দি ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মহাশয় এবং এই সমগ্র গবেষণা নিবন্ধের মুদ্রাক্ষরিক শ্রী সুভাশিষ দাস অধিকারী।তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সূচীপত্র

বিষয়সূচী	পৃষ্ঠা নং
প্রাককথন	
শব্দসংকেত	৪
ভূমিকা	৫-১০
• **প্রথম অধ্যায় : রাজাঃ অভিষেক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষাদি প্রসঙ্গ**	**১১ – ৩০**
• সপ্তাঙ্গ রাজ্য ও রাজা	১১
• রাজাভিষেক বৃত্তান্ত	১২ – ১৩
• রাজার অভিষেক বিধি ও পুরোহিতের কার্যাবলী	১৩
• অভিষেককালে অমাত্যবর্গের কার্যাবলী	১৩ – ১৪
• অভিষেককালে ব্রাহ্মণগণের কার্যাবলী	১৪
• অভিষেককালীন স্নান	১৪
• অভিষেক মন্ত্রসমূহ	১৪ – ১৫
• অভিষেককালে শুভাশুভ অগ্নি	১৫
• দিনলিপি	১৫ – ১৬
• রাজার বিশেষ সুরক্ষা	১৬ – ১৭
• রাজার আত্মরক্ষা	১৭ – ১৮
• রাজার আহার্য্য	১৮
• খাদ্য পরীক্ষা বিধি	১৮ – ২০
• বিষমিশ্রিত খাদ্যের লক্ষণ	২০
• শত্রু বা বিষদাতা নির্ণয়	২০
• অন্যান্য দ্রব্য	২০
• বিষপানকারী ব্যক্তি চেনার উপায়	২১
• শিক্ষা	২১
• ইন্দ্রিয় সংযম	২১ – ২২
• রাজার বাসস্থান	২২
• দুর্গ নির্মাণ	২৩ – ২৪
• দুর্গে সঞ্চিত বস্তু সমূহ	২৪
• দুর্গ থেকে বর্জনীয় বস্তুসমূহ	২৪ – ২৫
• রাজপুরের আকৃতি	২৫
• রাজপুরে সঞ্চিত বস্তুসমূহ	২৫ – ২৬
• রাজপুত্রের রক্ষা	২৬ – ২৭
• রাজান্তঃপুরে স্ত্রীরক্ষণ	২৮
• প্রশাসকরূপে রাজার দায়িত্ব	২৮
• দণ্ড	২৮ – ২৯

- রাজার ত্যাজ্য বিষয় ও কার্যসমূহ ২৯ - ৩০
- কর্তব্যহীন রাজার নিন্দা ৩০
- **দ্বিতীয় অধ্যায় : আন্তঃরাজ্য প্রশাসন ও রাজার দায়িত্ব ৩১ - ৫৬**
- প্রজাদের প্রতি আচরণ ৩১ – ৩২
- করসংগ্রহ ৩২ – ৩৪
- সহায় ৩৫
- সহায় নিযুক্তির কারণ ৩৫
- সহায় নিয়োগ বিষয়ে রাজার কর্তব্য ৩৫ – ৩৭
- সেনাপতি ৩৭
- প্রতিহার ৩৭
- দূত ও চর ৩৮ – ৩৯
- চর ৩৯
- সান্ধিবিগ্রহিক ৪০
- ধর্মাধিকারী ৪০
- কোষাধ্যক্ষ ৪০
- লেখক ৪০ – ৪১
- দেহরক্ষী ও অনান্য ৪১
- বৈদ্য ৪১
- দৌবারিক ৪২
- তাম্বুলধারী ৪২
- পাকাধ্যক্ষ ৪২
- সারথি ৪২
- অশ্বাধ্যক্ষ/গজাধ্যক্ষ ৪২ – ৪৩
- অন্তঃপুরাধ্যক্ষ ৪৩
- অস্ত্রাচার্য্য ৪৩
- পুরোহিত ৪৩ – ৪৪
- অনুজীবী ৪৪ – ৪৬
- বিরক্ত ও অনুরক্ত রাজার লক্ষণ ৪৬ – ৪৭
- মন্ত্রণা ৪৭
- মন্ত্রণার স্থান ৪৭ – ৪৮
- মন্ত্রণাকালে গ্রহণীয় সাবধানতা ৪৮
- প্রশাসকরূপে রাজা ৪৮ – ৫০
- রাজশক্তির সহায়রূপ দণ্ড ৫০ – ৫১
- বিচার ব্যবস্থা ৫১ – ৫৪
- ব্রাহ্মণদের প্রতি অপরাধে প্রযুক্ত দণ্ড ৫৪ – ৫৫
- পশুপক্ষীদের উপর অপরাধে প্রযুক্ত দণ্ড ৫৫
- জাতীয় সম্পদহানিতে প্রযুক্ত দণ্ড ৫৫

- দণ্ডের সুপ্রয়োগ ও অপ্রয়োগের ফল ৫৫ – ৫৬
- **তৃতীয় অধ্যায় : পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণে রাজার ভূমিকা** **৫৭ – ৮১**
- ষাড়গুণ্য বর্ণনা ৫৮ – ৬৩
- সন্ধি ৫৮ – ৫৯
- কাদের সাথে সন্ধি নিষিদ্ধ ৫৯ – ৬০
- শত্রুর সাথে সন্ধি ৬০
- বিগ্রহ ৬০ – ৬১
- বিগ্রহের প্রকারভেদ ৬১
- যান ৬১
- আসন ৬১ – ৬২
- দ্বৈধী ভাব ৬২
- সংশ্রয় ৬২ – ৬৩
- কাদের উপর ষাড়গুণ্যপ্রয়োগ করবেন ৬৩ – ৬৪
- উপায়সমূহ ৬৪ – ৭১
- সাম ৬৪ – ৬৫
- দান ৬৫ – ৬৬
- ভেদ ৬৬ – ৬৮
- দণ্ড ৬৮ – ৬৯
- বধদণ্ড ৬৯ – ৭০
- উপেক্ষা ৭০
- মায়া ৭০ – ৭১
- ইন্দ্রজাল ৭১
- যাত্রাকাল কথন ৭১ – ৭২
- যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত সময় ৭২
- যুদ্ধযাত্রার নিয়ম ৭৩ – ৭৪
- সৈন্যবাহিনী ৭৪ – ৭৫
- রণকৌশল ৭৫
- ব্যূহরচনা ৭৫ – ৭৭
- যুদ্ধে নিষিদ্ধ কর্ম ৭৭ – ৭৮
- মিত্রের প্রকার ও স্বরূপ ৭৮ – ৭৯
- রিপুর প্রকার ও স্বরূপ ৮৯
- শুভাশুভ লক্ষণ বিচার ৮৯
- দৈব ও পুরুষকার ৮০ – ৮১
- উপসংহার ৮২-৮৬
- গ্রন্থপঞ্জী ৮৭-৮৯

মনুঃ-	মনুসংহিতা
মৎস্যঃ-	মৎস্যপুরাণ
অগ্নিঃ-	অগ্নিপুরাণ
গরুড়ঃ-	গরুড়পুরাণ
মার্কণ্ডেয়ঃ-	মার্কেণ্ডেয়পুরাণ
কামঃ-	কামন্দকীয়নীতিসার
অর্থঃ-	অর্থশাস্ত্র
তুঃ-	তুলনীয়
যাজ্ঞঃ-	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

ভূমিকা

ভূমিকা

যে কোন দেশের ইতিহাস জানতে গেলে সেখানকার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানা একান্ত জরুরী। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রেও সেকথা প্রাসঙ্গিক। প্রাচীনকালে ভারতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে সপ্তাঙ্গ সমন্বিত প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ আছে। এর মধ্যে ধর্মশাস্ত্রে রাজনীতির পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে, যদিও প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির বিশেষতঃ বিচারব্যবস্থা প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান তথ্য এখানে সন্নিবেশিত আছে। অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র তো প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক তথ্যের আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে এছাড়াও যে গ্রন্থসমূহে প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার উল্লেখ ও বিবরণ আছে তার অন্যতম হল পুরাণ।

'পুরাণ' শব্দটি ঋগ্বেদে প্রাচীন বা পুরাতন অর্থে বিশেষণরূপে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। পুরাণের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে যাস্ক বলেছেন – 'পুরা নবং ভবতি' অর্থাৎ পূর্বে যা নতুন ছিল। ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই পুরাণ একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মৎস্যপুরাণের বচন থেকে অনুমিত হয় যে, প্রথম দিকে পুরাণ বলতে হয়তো কোনো একটি বিশেষ সাহিত্যকে বলা হত - 'পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্প্যান্তে'।

একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সাহিত্যকৃতি হিসাবে পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদে। যেখানে বলা হয়েছে – ঋক্, সাম, ছন্দ, পুরাণ এবং যজুঃ – এই সবকিছুই যজ্ঞোচ্ছিষ্ট হতে সৃষ্ট হয়েছে। আপস্তম্বধর্মসূত্রে পুরাণ থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে। গৌতম ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে একজন বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ হলেন তিনি, যিনি বেদ, বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র, বাকোবাক্য, ইতিহাস এবং পুরাণ জানেন এবং একজন রাজার প্রশাসন পরিচালনার জন্য বেদ, ধর্মশাস্ত্র, ষড়বেদাঙ্গ, উপবেদ, এবং পুরাণের উপর নির্ভর করতে হয়[1]। একইভাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে একজন অর্থশাস্ত্রবিদ এবং রাজার মঙ্গলকামী অমাত্য ইতিবৃত্ত এবং পুরাণের আশ্রয়ে একজন বিপথগামী রাজাকে সুপরামর্শ দান করতে পারেন এমনকি প্রতিদিবসের দ্বিতীয়ভাগে একজন রাজার যে ইতিহাস শোনা উচিত তা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং ইতিহাস বলতে, পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রের সমন্বয়কে বোঝানো হয়েছে। দক্ষস্মৃতিতে অষ্টপ্রহরে বিভক্ত একটি দিনের ষষ্ঠ এবং সপ্তমভাগে দ্বিজাতি গৃহস্থের ইতিহাস এবং পুরাণ পাঠ করা উচিত বলে উল্লিখিত হয়েছে[2]। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে সর্বপ্রথম পুরাণের উল্লেখ আছে[3]। বিভিন্ন

[1] তস্য চ ব্যবহারো বেদো ধর্মশাস্ত্রন্যঙ্গান্যুপবেদঃ পুরাণম্। গৌতমধর্মসূত্র, ১১.১৯

[2] ইতিহাসপুরাণাদৈঃ ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েত্। দক্ষস্মৃতি

[3] পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রঙ্গমিশ্রিতাঃ।

গ্রন্থের এই উক্তিগুলি থেকে একথা স্পষ্ট যে ইতিহাস এবং পুরাণ একইসঙ্গে প্রচলিত ছিল। এবং বৈদিক সাহিত্যের বাহিরে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল।

সাধরণভাবে আঠারোটি মহাপুরাণ এবং আঠারোটি উপপুরাণ আছে বলে মনে করা হয়। যদিও বিভিন্ন পুরাণে আঠারোটি নামের মধ্যে কিছু বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। অমরকোষে বলা হয়েছে ইতিহাস হল পুরাবৃত্ত এবং পুরাণ হল পঞ্চলক্ষণযুক্ত।[4] কিছু পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই পাঁচটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা করলেও ভাগবৎ পুরাণে সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু, অপাশ্রয় এই দশটি লক্ষণ স্বীকার করা হয়েছে। মৎস্যপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কেশবের প্রতি মনুর প্রশ্ন থেকে জানা যায় এই পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত ছাড়াও দান, শ্রাদ্ধ, বর্ণাশ্রমধর্ম, ইষ্টাপুর্ত, মুর্তিপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে।[5]

Wilson মনে করেন পুরাণে রামায়ণ, মহাভারতের ধর্মীয় প্রতিফলন ঘটলেও তাতে এমনকিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার থেকে অনুমান করা যায় যে এটা পরবর্তীকালের রচনা। তাঁর মতে প্রাচীন সৃষ্টিতত্ব পুরাণে গৃহীত হলেও তা অনেক বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে [H. Wilson বিষ্ণুপুরাণ, পৃষ্ঠা ৪-৫] আধুনিক গবেষকগণের মতে পুরাণগুলি এমন এক সময় রচিত হয়েছিল যখন ভারতবর্ষে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতের ব্যাপক প্রভাব ছিল। তৎকালীন সমাজকে তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য, ধর্ম, দর্শনের পুনঃসংস্কার সাধন আবশ্যক হয়েছিল এবং পুরাণগুলির মাধ্যমে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান, দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতিও পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল, জনমানসে যার প্রভাব ছিল সুগভীর। বস্তুত দ্বিজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ বৈদিক ধর্ম বেদানুসারী স্মৃতিশাস্ত্রে দ্বিজাতির করণীয় আচার আচরণের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে পৌরাণিক সাহিত্যের ধর্ম হয়ে উঠল সার্বজনীন।

নির্বাচিত পুরাণগুলির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য ত চতুর্দশঃ।। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ১.৩

[4] ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তং পুরাণং পঞ্চলক্ষনম্। অমরকোষ, শব্দাদিবর্গ, ৪-৫

[5] উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব বংশান মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্।।
দানধর্ম্মবিধিঞ্চৈব শ্রাদ্ধকল্পস্য শাশ্বতম্
বর্ণাশ্রম বিভাগঞ্চ তথেষ্টাপূর্ত্তসংজ্ঞিতম্।। মৎস্য., ২.২২-২৩

অগ্নিপুরাণ : অগ্নিপুরাণে সর্ববিদ্যা প্রদর্শিত হয়েছে বলা হয়।[6] অগ্নিপুরাণে মোট ৩৮৩টি অধ্যায় আছে। নারদপুরাণ মতে এর শ্লোক সংখ্যা পনের হাজার। যদিও মৎস্যপুরাণ মতে এর শ্লোক সংখ্যা ষোল হাজার। এখানে রামায়ণ, মহাভারতের কথা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। মন্দির নির্মাণের কলা কৌশল, দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজাপদ্ধতি ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের নাটক, রস, রীতি, অভিনয় ইত্যাদির বিবরণ যেমন আছে, তেমনি শব্দালংকার, অর্থালংকারও সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সন্ধি, ধাতু, প্রত্যয়, সমাস বিষয়ক ব্যাকরণসম্মত আলোচনাও এখানে পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের আলোচনা ছাড়া এই পুরাণে কোষকাব্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিষশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা এখানে দৃষ্ট হয়। সর্বোপরি রাজনীতি বিষয়ক আলোচনায় এই পুরাণ সমৃদ্ধ, যার একটি বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে ব্যবহার বা বিচার বিষয়ক আলোচনা।

মৎস্যপুরাণ : এই পুরাণের মূল আলোচ্যবিষয়ের আধার হল তিনটি প্রশ্ন – কিভাবে স্রষ্টা প্রাণী ও অপ্রাণী সমন্বিত ত্রিভুবন সৃষ্টি করলেন, বিষ্ণু কেন মৎস্যাবতার রূপে অবতীর্ণ হলেন এবং শিব কেন ভৈরবরূপ ধারণ করলেন। এই পুরাণের অধ্যায় সংখ্যা ২৯০ বা ২৯১টি এবং মৎস্যপুরাণ ও নারদপুরাণ অনুযায়ী এর শ্লোক সংখ্যা চৌদ্দ হাজার। এই পুরাণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক দুর্লভ আকর। ২৫২ – ২৭০ অধ্যায়ে প্রাসাদ বিধি, বাস্তুবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়, ২৭১-২৭৩ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস, ইক্ষাকু, শিশুনাগ, মৌর্য্য, শুঙ্গ প্রভৃতি রাজবংশের বর্ণনা, ১১৩-১২৩ অধ্যায়ে ভূবনকোষ অর্থাৎ পৃথিবীর ভূগোল আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও সর্গ, প্রতিসর্গ, মনন্বত, বংশাদি পঞ্চলক্ষনের পাশাপাশি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পূজা পদ্ধতি দান ও তীর্থ মহাত্ম্যের বিস্তৃত আলোচনা আছে। ১৯৫-২০২ অধ্যায়ে ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ট প্রভৃতি প্রাচীন ঋষি বংশের বিবরণ আছে। সর্বোপরি ২১৫-২৪৩ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ক নানাবিধ আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন সহায় ও অনুজীবীদের বর্ণনা, উপায় সমূহের বর্ণনা, রাজার বাসস্থান বিষয়ক দুর্গ নির্মানাদি বর্ণনা, রাজার সুরক্ষা, যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি।

গরুড়পুরাণ: এই পুরাণটি পূর্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত। মোট অধ্যায় সংখ্যা ২৮৮ এবং শ্লোক সংখ্যা মৎস্যপুরাণ অনুসারে আঠারো হাজার এবং নারদ পুরাণ মতে উনিশ হাজার। পুরাণের পঞ্চলক্ষণের কয়েকটি এই পুরাণে রয়েছে। যেমন – সর্গ, যুগ, সূর্য ও চন্দ্র বংশের বর্ণনা, মনু মৎস্য কথা ইত্যাদি। কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে বিষ্ণুপূজা, বৈষ্ণবব্রতাদি, প্রায়চিত্ত ও তীর্থমাহাত্ম্যের বর্ণনায়। এছাড়া এতে শক্তি উপাসনা

[6] আগ্নেযে হি পুরাণেহস্মিন্ সর্ব্ববিদ্যাঃ প্রদর্শিতাঃ অগ্নি, ৩৮৩.৫১

ও পঞ্চদেবতার (বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সূর্য ও গণেশ) পূজার কথা আছে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশের সারসংক্ষেপ থেকে শুরু করে জ্যোর্তিবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, ছন্দ, ব্যাকরণ, নীতিবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্রীয় বিষয় ইত্যাদির সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক বিষয়ক আলোচনাও রয়েছে। যেমন – রাজার কর্তব্য, সহায় ভৃত্যাদির আলোচনা, পুত্র রক্ষা ইত্যাদি।

মৎস্যপুরাণের ৯৩তম অধ্যায়ে নবগ্রহের উদ্দেশ্যে হোমের পদ্ধতি বর্ণনাকালে নয়টি বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক বর্ণনাতেও বৈদিক মন্ত্রপাঠের বিধান দেওয়া হয়েছে।[7] কিন্তু বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগের কথাই নয় বিভিন্ন সময়ে পুরাণগুলি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে পৌরাণিক বিধি পালনের পরামর্শও দিয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মিতাক্ষরাটিকায় সান্ধ্যকালীন কর্মে বিশ্বদেবগণকে আহ্বানকালে বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে 'আগচ্ছন্তু মহাভাগাঃ' ইত্যাদি শ্লোকও উচ্চারণ করার কথা বলা হয়েছে যার উল্লেখ গরুড়পুরাণ ও স্কন্দপুরাণেও পাওয়া যায়। দেবী ভাগবৎপুরাণে বলা হয়েছে স্ত্রী ও শুদ্রের জন্য বেদ বিহিত না হওয়ায় তাদের উপকারার্থে পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে প্রাণায়ামের পরিবর্তে ধ্যান করবে এবং ওঁম এর বদলে শিব বলবে। ক্রমশঃ পৌরাণিক মন্ত্রগুলি বৈদিক মন্ত্রকে অতিক্রম করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল এবং পুরাণগুলির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্তন করার জন্য বিভিন্ন গল্প কাহিনীর অবতারণা শুরু হল। পদ্মপুরাণে জনৈক ধনশর্মার উল্লেখ করা হয়েছে যার পিতা পুরাণের বিধান অগ্রাহ্য করে কেবল বৈদিক মার্গ অনুসরণ করায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল। কাজেই প্রথমদিকে সমাজকে অন্য ধর্মের প্রভাবমুক্ত করার জন্য বেদানুসারী ধর্মশাস্ত্রগুলি আত্মপ্রকাশ করলেও স্ত্রী ও শূদ্র সহ নিম্ন বর্ণের মানুষের ধর্মাচরণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করায় পরবর্তীকালের পুরাণসমূহ সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য হয়ে ওঠে। দেবী ভাগবতপুরাণের একাদশ কান্ডের প্রথম অধ্যায়ের একুশ থেকে তেইশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে শ্রুতি ও স্মৃতি ধর্মের দুই চক্ষুস্বরূপ, পুরাণগুলি তার হৃদয় এবং এই তিনটিতে যা বিদ্ধৃত আছে তাই ধর্ম।

ক্রমশঃ যে সমাজে পৌরাণিক সাহিত্যের গুরুত্ব বাড়ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় অগ্নিপুরাণের দু'শ আঠার ও দু'শ উনিশতম অধ্যায়ে রাজার অভিষেক বর্ণনা প্রসঙ্গে, যেখানে বৈদিক মন্ত্রের পাশাপাশি পুরাণগুলি নিজস্ব শ্লোক সংযোজন করেছে।

বেদবিরোধী ধর্মের জন্মলগ্নে যখন সমাজের এক বিস্তৃত অংশের সাধারণ মানুষ চিরাচরিত প্রথা ও সনাতন ধর্মের ওপর আস্থা হারাচ্ছিল তখন বৈদিক মন্ত্রের বিকল্প

[7] ঐশান্যমন্নহানিঃ স্যাদ্বাস্তৌ সংবর্দ্ধিতে সদা।
ঈশানে দেবতাগারং তথা শান্তিগৃহং ভবেৎ।। মৎস্য, ২৫৬.৩৩

হিসাবে সর্বসাধারণের পক্ষে গৃহীত কর্মে পৌরাণিক শ্লোক অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে। সেই অর্থে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় এবং সামাজিক হিতাহিতের জ্ঞান দানই পৌরাণিক সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়। ধীরে ধীরে এতে তীর্থের মাহাত্ম্য, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত, ভাস্কর্যাদি, শিল্পকলা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক ধ্যান ধারনাও পুরাণগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে। এ কথা অনস্বীকার্য প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসন সম্পর্কে জানার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হল ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র তথাপি। পৌরাণিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসন এবং প্রশাসন পরিচালনায় রাজার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যায় তা আলোচনার উদ্দেশ্যে বর্তমান বিষয়টিকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণা নিবন্ধের শিরোনাম - **নির্বাচিত মহাপুরাণের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজার দায়িত্ব**।

পুরাণ সম্পর্কে যে কোন আলোচনার ক্ষেত্রে A. D. Pusalker রচিত Studies in the Epics and Puranas, D. R. Mankad বিরচিত Puranic Chronology, R.C. Hazra রচিত Puranic Records on Hindu Rites and Customs অবশ্যপাঠ্য। আবার প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসন সম্পর্কে কোন আলোচনায় A. S. Altekar বিরচিত State and Government in Ancient India বা P. V. Kane রচিত History of Dharmaśāstra প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অপরিহার্য। উক্ত সবকটি গ্রন্থই বর্তমান গবেষণার প্রেরণা

গবেষণার কাজে অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে রাজনীতি বিষয়ক উপাদানে সমৃদ্ধ তিনটি *মহাপুরাণ - মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ এবং গরুড়পুরাণ* –কে নির্বাচন করা হয়েছে এবং এর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই মূলতঃ এই আলোচনা করা হয়েছে। মহাপুরাণের মধ্যে মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের একটি মাত্র অধ্যায়ে রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা পাওয়া যায়। আলোচনা স্বল্প হলেও তার তাৎপর্যকে মাথায় রেখে প্রসঙ্গতঃ সেখান থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পুরাণের তথ্যের সাথে ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে প্রাপ্ত তথ্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উপস্থাপনের লক্ষ্যে *মনুসংহিতা* ও *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* মত মুখ্য দুটি *স্মৃতিগ্রন্থ* ও *কামন্দকীয়নীতিসার* গ্রন্থও আলোচনায় রাখা হয়েছে। রাজনীতিবিষয়ক আলোচনায় অর্থশাস্ত্রের অপরিহার্যতার কথা স্বীকার করেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই গ্রন্থকে আলোচনায় রাখা হয় নি।

আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র বিষয়বস্তুকে তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে –

- **প্রথম অধ্যায় – রাজাঅভিষেক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষাদি প্রসঙ্গ :।**
- **দ্বিতীয় অধ্যায় – আন্তঃরাজ্য প্রশাসন ও রাজার দায়িত্ব।**
- **তৃতীয় অধ্যায় – পররাষ্ট্রনীতির রূপায়ণে রাজার ভূমিকা।**

প্রথম অধ্যায়ে রাজার অভিষেক বৃত্তান্ত, অভিষেক কালে অমাত্য, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণের কার্যাবলী, অভিষেক মন্ত্রসমূহ, রাজার দিনলিপি, সুরক্ষা, রাজার আত্মরক্ষা, খাদ্যপরীক্ষা, রাজার শিক্ষা, ইন্দ্রিয় সংযম, বাসস্থান, পুত্ররক্ষা, স্ত্রীরক্ষণ এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রজাদের প্রতি রাজার আচরণ, করসংগ্রহ, সহায় সম্পর্কে আলোচনা, অনুজীবী, মন্ত্রণা, প্রশাসক রূপে রাজা, রাজশক্তির সহায়রূপ দণ্ড, বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পররাষ্ট্রনীতি, ষাড়গুণ্যের বর্ণনা, উপায় সমূহ, যুদ্ধযাত্রা বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এই নিবন্ধে ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জীতে বাংলা গ্রন্থগুলি বাংলায় এবং ইংরেজী গ্রন্থগুলি ইংরেজিতে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সমগ্র গ্রন্থপঞ্জীতে M.L.A শৈলী অনুসরণ করা হয়েছে। এটি বাংলা সোলাইমনি লিপিতে লেখা হয়েছে যার সাইজ ১৪পয়েন্ট, ফুট নোটের সাইজ ১২ পয়েন্ট।

প্রথম অধ্যায়

রাজা : অভিষেক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষাদি প্রসঙ্গ।

প্রথম অধ্যায়

রাজাঃ অভিষেক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষাদি প্রসঙ্গ

প্রাচীন ভারতের প্রশাসন সম্পর্কিত আলোচনায় বিভিন্ন শাস্ত্রে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ আছে, যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা। শাস্ত্রসমূহে এক স্বর্ণযুগের কথা বলা হয়েছে যখন মানুষ ধর্মপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিল এবং পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ লোপ পেতে থাকলে তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজ জুড়ে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। আর সেই বিশৃঙ্খলার অবসানকল্পেই রাজাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে শাস্ত্রকারগণের অভিমত।

সপ্তাঙ্গ রাজ্য ও রাজা: পুরাণসমূহ থেকে যে প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় সেখানেও সপ্তাঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ আছে। *মৎস্যপুরাণ* অনুসারে সেই অঙ্গগুলি হল – *স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, দণ্ড, কোষ* এবং *মিত্র যা ধর্মশাস্ত্রাদির* অনুরূপ। *সপ্তাঙ্গ* সমন্বিত সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথমেই রাজার স্থান, যা নিঃসন্দেহে তার প্রাধান্যের দ্যোতক। মানব শরীর যেমন হস্ত-পদাদি অঙ্গ দ্বারা সমূহ কার্য সম্পাদন করে, তেমনি রাজাও শরীরবৎ স্বামী, অমাত্য প্রভৃতি অঙ্গগুলি দ্বারা রাজকার্যের মতো কঠিন কার্য সম্পাদন করে থাকেন। মানব শরীরের কোনও অঙ্গ বিকল হলে যেমন সে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে তেমনি রাজ্যের উক্ত কোনও একটি অঙ্গ বিকল হলে রাজকার্য সম্পাদন করা রাজার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই মানুষ যেভাবে তার প্রতিটা অঙ্গের পরিচর্যা করেন,তার যত্নের সমূহ ব্যবস্থা করেন, রাজাও অমাত্যাদি অঙ্গ সমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে সর্বথা যত্নবান হবেন[৪]। যদি কোনও একটি অঙ্গ দ্রোহ করে তাহলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে উৎখাত করবেন। তাই সপ্তাঙ্গ সমন্বিত রাজ্য এবং সেই রাজ্যের রাজাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। একই কথা *অগ্নিপুরাণে* রামচন্দ্রের মুখ থেকেও নিঃসৃত হয়েছে।

---

[৪] স্বাম্যামাত্যো জনপদো দুর্গং দণ্ডস্তথৈব চ ।
কোষো মিত্রঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে ।।
সপ্তাঙ্গস্যাপি রাজ্যস্য মূলং স্বামী প্রকীর্ত্তিতঃ ।
তন্মূলত্বাং তথাঙ্গানাং স তু রক্ষ্যঃ প্রযত্নতঃ ।।
ষড়ঙ্গরক্ষা কর্ত্তব্যা তথা তেন প্রযত্নতঃ ।
অঙ্গেভ্যো যস্তথৈকস্য দ্রোহমাচরত্যেল্পধী ।। মৎস্য. ২২০.১৯-২১

ক. দ্র. সাম্যমাত্যাঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ দুর্গং কোষো বলং সুহৃৎ ।
পরস্পরোপকারীদং সপ্তাঙ্গ রাজ্যমুচ্যতে ।।
রাজ্যাঙ্গানাং বরং রাষ্ট্রং সাধনং পালযেৎ সদা ।
কুলং শীলং বয়ঃসত্ত্বং দাক্ষিণ্যং ক্ষিপ্রকারিতা ।। অগ্নি. ২৩৯.১-২

রাজাভিষেক বৃত্তান্ত : একটি রাজ্যের প্রধান হলেন রাজা। নিখিল প্রাণীর রক্ষা, দেবগণের স্ব স্ব যজ্ঞ ভাগ নিরুপণ ও দণ্ডপ্রণয়নের জন্য ব্রহ্মা রাজাকে সৃষ্টি করেছেন[9]। রাজা তিনি হতে পারতেন যিনি অভিষেকাদি গুণ সম্পন্ন হতেন। *ধর্মশাস্ত্রে* অনেক সময় রাজার পরিবর্তে ক্ষত্রিয় শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়[10]। কিন্তু *মনুসংহিতার* টীকাকার কুল্লূকভট্টের মতে ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত মানুষই কেবল রাজা হবেন এমন নয় পরন্তু যে ব্যাক্তির অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে এবং জনপদ ও পুরের পালনকর্তা তিনি রাজা হওয়ার যোগ্য[11]। বিজ্ঞানেশ্বরের *মিতাক্ষরাটীকায়* অভিষেকাদিগুণযুক্ত রাজার উল্লেখ আছে[12]। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* বিশেষভাবে উৎসাহী, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধদের সেবাপ্রদানকারী, বিনয়ী, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, সদ্বংশজাত, সত্যবাদী, পবিত্র, কৃতকর্মের জন্য আলস্যহীন, মেধাবী, ধার্ম্মিক, নির্ভীক, মন্ত্রণা গোপনে পারদর্শী, সকল প্রকার ব্যসনরহিত, প্রশস্তমনা, অন্যের দোষ বর্ণনায় আগ্রহী নয়, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোনও বিশৃঙ্খলা তৈরী হলে তা নির্মূল করতে তৎপর, ত্রয়ী, বার্ত্তা, আন্বীক্ষিকী ও দণ্ডনীতি – এই সকল বিষয়ে বিশেষ রূপে জ্ঞানী ব্যক্তিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[13]।

যেরূপ দর্পণ স্বচ্ছ হলে তাতে প্রতিবিম্বও স্বচ্ছ দেখা যায়, তেমনি কোনও রাজ্যের রাজার কার্যক্ষমতা, দক্ষতা, রাজ্য পরিচালন-নীতি এবং তার যথাযথ রূপায়ণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সেই রাজ্যের এবং তত্রস্থ প্রজাদের উন্নতি। কিন্তু এর জন্য রাজাকে অভিষিক্ত হতে হয়, কারণ অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার উপরেই প্রজাপালনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এই সকল কার্য সম্পাদন করার পূর্বে রাজাকে সঠিক সময়ে, তিথি বা বছরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত হতে হয়[14]। তাই রাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রাজার অভিষেক নিয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

---

[9] দণ্ডপ্রণযনার্থায রাজা সৃষ্টঃ স্বযম্ভবা ।
দেবভাগানুপাদায সর্ব্বভূতাদিগুপ্তযে।। মৎস্য, ২২৬.১

[10] ব্রাহ্মংপ্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি । মনু, ৭.২

[11] রাজশব্দোহপি নাত্র ক্ষত্রিযজাতি বচনঃ । কুল্লূকভট্ট-মনু, ৭.১

[12] অভিষেকাদিগুণযুক্তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাপালনং পরমো ধর্মঃ । বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য , যাজ্ঞবল্ক্য, ২.১

[13] মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্য কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ।।
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্র্যোপরুষস্তথা ।
ধার্ম্মিকোব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শূরো রহস্যবিৎ ।।
স্বরন্ধ্রগোপ্তাণ্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ ।
বিনীতস্তথ বার্ত্তাযাং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ ।। যাজ্ঞ. ১.৩০৯-৩১১

[14] পালযিষ্যতি বঃ সর্ব্বান্ ধর্ম্মস্থান ব্রতমাচরেৎ ।
সংবৎসরং স বৃণুযাৎ পুরোহিতমথ দ্বিজম্ ।।
মন্ত্রিণশ্চাখিলাত্মজ্ঞান মহিষীং ধর্ম্মলক্ষণাম্ ।

যোগ্য, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, কূটনীতিপরায়ণ, প্রজাহিতৈষী, সৎ ব্যক্তিকে সম্বৎসরের একটি শুভ মুহূর্ত নির্ধারণ করে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু *অগ্নিপুরাণানুসারে* যদি অভিষিক্ত রাজার মৃত্যু হয় তাহলে কাল-নিয়ম লঙ্ঘন করে তৎক্ষণাৎ রাজ্যের পুরোহিত দ্রব্যসম্ভার দ্বারা পরবর্তী নবীন রাজার অভিষেক ঘোষণা করবেন। সেই নবীন রাজা সিংহাসনে উপবেশন করে সকল প্রজা ও রাজার অনুচরদের অভয় প্রদান করবেন, দুর্গত ও রাজবন্দীদের শৃঙ্খল মোচন করবেন[15]। *মার্কণ্ডেয়পুরাণেও* অভিষিক্ত রাজার প্রজা পালনের কথা স্বীকার করা হয়েছে[16]।

রাজার অভিষেক বিধি ও পুরোহিতের কার্যাবলী : রাজার রাজ্যাভিষেক কার্যে প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – অভিষেকের পূর্বে ঐন্দ্রী শান্তিবিধান করেন। অভিষেকের দিন পুরোহিত উপবাসী থেকে বেদ্যগ্নিতে বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, সাবিত্র, বৈশ্বদৈবত ও সৌম্য প্রমুখ দেবতার উদ্দেশ্যে আয়ুষ্কর, অভয়জনক, মঙ্গলপ্রদ মন্ত্র সকল হোম ও স্বস্ত্যয়ন করে থাকেন। অগ্নির দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সম্পাতশালী হেমময় কলস, অপরাজিতার সাথে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা করবেন। পুরোহিতগণ যথাবিধি বহ্নি-র রক্ষা বিধান করে সম্পাতবান্ কলস দ্বারা রাজার অভিষেক করবেন[17]। তারপর তাঁরা বেদিমূলে গমন করে শতচ্ছিন্ন সুবর্ণ পাত্রসহায়ে *যা ঔষধী* ইত্যাদি মন্ত্রে ঔষধি দ্বারা, *অথ* ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধ দ্বারা, *পুষ্পাবতীতি* মন্ত্রে পুষ্প দ্বারা, *ব্রাহ্মণেতি* মন্ত্রে বীজ দ্বারা, *আশুঃ নিশান* ইত্যাদি মন্ত্রে রত্ন দ্বারা অভিষেক করবেন।

অভিষেককালে অমাত্যবর্গের কার্যাবলী : *সপ্তাঙ্গ* রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও রাজার অন্যতম সহকারী হলেন অমাত্যবৃন্দ। অন্যান্য কাজ ব্যতিরেকে অভিষেকের সময়েও এই অমাত্যগণ সহায়তা করেন। রাজা চার বর্ণের মানুষকেই এই কাজে নিযুক্ত করতেন। তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে - ব্রাহ্মণ-অমাত্য ঘৃতপূর্ণ হেমকুম্ভ দ্বারা পূর্বদিকে, ক্ষত্রিয়-অমাত্য ক্ষীরপূর্ণ রৌপ্যকুম্ভ দ্বারা দক্ষিণদিকে, বৈশ্য অমাত্য দধিপূর্ণ তাম্রকুম্ভ দ্বারা পশ্চিমদিকে এবং শূদ্র অমাত্য জলপূর্ণ মৃন্ময়কুম্ভ দ্বারা

সংবৎসরং নৃপং কালে সসম্ভারোভিষেচনম্ ।। অগ্নি. ২১৮.৩-৪

[15] কুর্য্যান্মৃতে নৃপে নাত্র কালস্য নিয়মঃ স্মৃতঃ ।
তিলৈঃ সিদ্ধার্থকৈঃ স্নানং সংবৎসরপুরোহিতৌ ।। অগ্নি. ২১৮.৫

[16] ... রাজ্যাভিষেকেণ প্রজারঞ্জনমাদিত ।
কর্তব্যমবিরোধেন স্বধর্মশ্চ মহীমৃতাম্ ।। মার্কণ্ডেয়, ২৭.১

[17] পুরোধসাভিষেকাৎ প্রাক্ কার্ঘ্যৈন্দ্রী শান্তিরেব চ ।
উপবাস্যাভিষেকাহে বেদ্যগ্নৌ জুহুযান্মনন্ ।।
বৈষ্ণবানৈন্দ্রমন্ত্রাংস্তু সাবিত্রান্ বৈশ্বদৈবতান্ ।
সৌম্যান্ স্বস্ত্যযনং শর্ম্ম আস্বষ্যাভযদান মনন্ ।। অগ্নি. ২১৮.৭-৮

উত্তরদিকে অভিষিক্ত করাবেন। তারপর বহু ঋচপ্রবর ব্রাহ্মণ মধু দ্বারা ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কুশ দ্বারা অভিষেক করাবেন[18]।

অভিষেককালে ব্রাহ্মণগণের কার্যাবলী : পুরোহিত ও অমাত্যদের দ্বারা অভিষেক হওয়ার পর যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ও অথর্ববেদী ব্রাহ্মণগণ *গন্ধদ্বারেতি* বলে স্পর্শ করবেন। তাছাড়া রোচনা ও সর্বতীর্থ জল দ্বারা শির -কন্ঠ অভিষিক্ত করে গীতবাদ্যাদি নির্ঘোষ ও চামর ব্যজনাদি সহকারে সকল প্রকার ওষধিময় কুম্ভ রাজার অগ্রে ধারণ করেন[19]।

অভিষেককালীন স্নান : অভিষেকের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল স্নান। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে এই স্নান করণীয়। এবিষয়ে *অগ্নিপুরাণে* উক্ত হয়েছে – রাজা পর্বতাগ্রমৃত্তিকা দ্বারা তার মস্তক শোধন করবেন, বল্মীকাগ্রমৃত্তিকা দ্বারা তার কর্ণদ্বয় শোধন করবেন, কেশবালয় মৃত্তিকা দ্বারা মুখমণ্ডল, ঐন্দ্রালয় মৃত্তিকা দ্বারা গ্রীবাপ্রদেশ, নৃপালয় মৃত্তিকা দ্বারা হৃদয়, করিদন্তোদ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা দক্ষিণ হস্ত, বৃষশৃঙ্গোদ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা বাম হস্ত শোধন করবেন। সরোবরস্থিত মৃত্তিকা দ্বারা পৃষ্ঠ, সঙ্গম থেকে উদ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা উদর, নদীকূলদ্বয় মৃত্তিকা দ্বারা দুই পার্শ্ব, বেশ্যালয়স্থ মৃত্তিকা দ্বারা কটিদেশ, যজ্ঞস্থানস্থ মৃত্তিকা দ্বারা উরুদ্বয়, গোস্থান মৃত্তিকা দ্বারা জানুদ্বয়, অশ্বস্থান মৃত্তিকা দ্বারা জঙ্ঘাদ্বয়, রথচক্র দ্বারা উত্থিত মৃত্তিকা দ্বারা অক্ষিদ্বয় এবং পঞ্চগব্য দ্বারা মস্তক শোধিত করবেন। এরপরই অমাত্য চতুষ্টয় ঘট-সলিল দ্বারা ভদ্রাসনগত রাজার অভিষেক করবেন[20]।

অভিষেক মন্ত্রসমূহ : রাজার কার্যসিদ্ধির জন্য অভিষেককালে পুরোহিতগণ কুম্ভ হতে কুশোদক নিয়ে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে রাজার মঙ্গলসূচক মন্ত্রসমূহের উচ্চারণ করবেন, কারণ এর দ্বারা পাপ অপোহিত হয়। কাদের উদ্দেশে সেই মন্ত্র সকল উচ্চার্য সেই বিষয়ে এবিষয়ে *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – দেবতাগণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রাজাকে অভিষেক করুন; বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এঁরা রাজার জয়গান করুন। ইন্দ্রাদি দশদিকপালগণ, রুদ্র, ধর্ম, মনু, দক্ষ, রুচি ও শ্রদ্ধা রাজার বিজয় বিধানে প্রবৃত্ত

---

[18] অভিষিঞ্চেদমাত্যানাং চতুষ্টযমথো ঘটৈঃ ।
পূর্বতো হেমকুম্ভেন ঘৃতপূর্ণেন ব্রাহ্মণঃ ।।
রূপ্যকুম্ভেন যাম্যে চ ক্ষীরপূর্ণেন ক্ষত্রিযঃ ।
দধ্না চ তাম্রকুম্ভেন বৈশ্যঃ পশ্চিমগেন চ ।। অগ্নি. ২১৮.১৮-১৯

[19] যজুর্ব্বেদ্যথর্ব্ববেদী গন্ধদ্বারেতি সংস্পৃশেৎ ।
শিরঃ কন্ঠং রোচনয়া সর্ব্বতীর্থোদকৈর্দ্বিজাঃ ।। অগ্নি. ২১৮.২৬

[20] পর্ব্বতাগ্রমৃদা তাবন্মূর্দ্ধানং শোধযেন্নৃপঃ ।।
বল্মীকাগ্রমৃদা কর্ণৌ বদনং কেশবালযাৎ ।
ইন্দ্রালযমৃদা গ্রীবাং হৃদযন্তু নৃপাজিরাৎ ।। অগ্নি. ২১৮.১২-১৩

হোক। ভৃগু,অত্রি, বশিষ্ঠ, সনৎকুমার, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্থ, মরীচি, কশ্যপ প্রমুখ প্রজাপতিগণ রাজার পালন করুন ইত্যাদি।

অভিষেককালে শুভাশুভ অগ্নি : রাজার অভিষেক কার্যে অগ্নির ভূমিকা অনস্বীকার্য। *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে –প্রদক্ষিণাবর্ত্ত ও শিখাসম্পন্ন, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় নির্ঘোষযুক্ত, বর্মহীন, অনুলোম, সুগন্ধশালী, স্বস্তিকবৎ আকার সংযুক্ত, প্রসন্ন অর্চি বিশিষ্ট, স্ফুলিঙ্গ বিহীন এবং মহাশিখা -এইরূপ গুণ বিশিষ্ট অগ্নিই অভিষেকের জন্য উৎকৃষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে কোনও ভাবেই যেন হোম চলাকালীন মার্জার, মৃগ ও পক্ষীগণ সেই অগ্নির মধ্য দিয়ে গমন করতে না পারে, অন্যথায় অশুভ লক্ষণ নির্দেশ করে[21]।

দিনলিপি : রাজা রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যা ত্যাগ করে শৌচাদি কার্য সমাপনান্তে ব্রাহ্মণদের পূজা করবেন এবং অগ্নিতে আহুতি দিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করবেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিনি ত্রিবেদবিদ, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের সেবা করবেন এবং তাদের প্রদত্ত আদেশ প্রতিপালন করবেন[22]। রাজসভায় উপস্থিত সকলকে সম্ভাষণ দ্বারা আনন্দপ্রদান করে তাদের বিদায় জানাবেন। তারপর তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন[23]। মন্ত্রণা সেরে অস্ত্রাভ্যাস এবং ব্যায়াম করবেন।

মধ্যাহ্নকালে স্নান সেরে ভোজনের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন। কিন্তু যে কোনও খাদ্যগ্রহণ করবেন না। ভোজনকালজ্ঞ, পরমাত্মীয়, পাককারীদের দ্বারা তৈরী সুপরীক্ষিত এবং বিষ-শোধিত অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করবেন[24]। এই সুপকারগণ রাজার আহারের সময় সম্বন্ধে জ্ঞাত হবেন। তারা রাজার সকল প্রকার খাদ্যের উপর বিষনাশক মেশাবেন এবং সেই সকল রত্নধারণ করবেন যেগুলি বিষনাশ করে থাকে। কেবলমাত্র

---

[21] প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখস্তপ্তজাম্বনদপ্রভঃ ।
রথৌঘমেঘনির্ঘোষো বিধূমশ্চ হুতাশনঃ ।।
অনুলোমঃ সুগন্ধশ্চ স্বস্তিকাকারসন্নিভঃ ।
প্রসন্নার্চ্চির্মহাজালঃ স্ফুলিঙ্গরহিতো হিতঃ ।।
ন ব্রজেযুশ্চ মধ্যেন মার্জ্জার-মৃগ-পক্ষিণঃ ।। অগ্নি. ২১৮.১০-১২

[22] ব্রাহ্মণান্ পর্যুপাসীত প্রাতরুত্থায পার্থিবঃ ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে ।। মনু. ৭.৩৭

[23] উত্থায পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্ ।।
তত্র স্থিতঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জযেৎ ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্বাঃ মন্ত্রযেৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ।। মনু. ৭.১৪৫-৪৬

[24] এবং সর্বমিদং রাজা সহ সমন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ ।
ব্যাযম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তঃপুরং বিশেৎ ।।
তত্র আত্মভূতৈঃ কালজ্ঞৈরহার্যৈঃ পরিচারকৈঃ ।
সুপরীক্ষিতমন্নাদ্যমদ্যান্মন্ত্রৈর্বিষাপহৈঃ ।। মনু. ৭.২১৬-১৭

অনুগত স্ত্রীগণ সুপরীক্ষিত বেশভূষায় শুদ্ধ হয়ে রাজাকে স্পর্শ করার অনুমতি পেতেন বা ব্যঞ্জন, উদক ও ধূপ দ্বারা রাজার পরিচর্যা করতে পারতেন। রাজাকে অবশ্যই একই ভাবে তার বাহন, শয্যা, ভোজন, আসন, অনুলেপনাদি দ্রব্য ও স্নান বিষয়ে যত্নবান হতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[25]। মেধাতিথি *মনুসংহিতায়* বলেছেন রাজা দূতপ্রেরণ, প্রারব্ধকার্যের সমাপ্তি, অন্তঃপুরবর্তিনী স্ত্রীলোকদের ব্যবহার এবং চরগণের কার্য বিধি নিয়ে চিন্তা করবেন[26]।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে উক্ত হয়েছে – রাজা নিজের এবং রাজ্যের রক্ষা বিধান পূর্বক প্রতিদিন সকালে শয্যা ত্যাগ করে স্বয়ং আয়-ব্যয় পরিদর্শন করবেন। তারপর বিচারসভায় বিচার কার্য সমাপ্ত করে স্নান সেরে ইচ্ছানুসারে ভোজন করবেন। বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সংগৃহীত হিরণ্যাদি অর্থ নিজে দেখে কোষাগারে রাখার অনুমতি দেবেন। তারপর গোপন কার্যে নিযুক্ত চরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দূতগণের কথা শুনবেন এবং প্রয়োজনানুসারে পুনঃপ্রেরণ করবেন। তারপর একাকী অথবা অমাত্যাদি পরিবৃত হয়ে ভ্রমণে যাবেন। পরে যাবতীয় সাজসজ্জা করে *চতুরঙ্গ* সৈন্য পরিদর্শন করবেন এবং সেনাপতি সহ সেই সৈন্যদের রক্ষণাবেক্ষণের উপায়াদি চিন্তা করবেন[27]।

মনুসংহিতায় উক্ত হয়েছে, সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাপন করে সশস্ত্র হয়ে অন্য গৃহে প্রবেশ করবেন। কারণ রাজার সর্বত্রই প্রাণসংশয় থাকে। সেই গৃহে রাজা গুপ্তচরদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন, চরদের কথা শুনবেন। তারপর চরদের বিদায় দিয়ে পরিচারিকা-পরিবৃত হয়ে রাত্রিকালীন ভোজনের জন্য পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[28]। রাত্রিকালীন ভোজন সেরে সেই অন্তঃপুরে তুর্য প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র

---

[25] বিষঘ্নৈরগদৈশ্চাস্য সর্বদ্রব্যাণি যোগযেৎ ।
বিষঘ্নানি চ রত্নানি নিযতো ধারযেৎ সদা ।।
পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিযশ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ ।
বেষাভরণসংশুদ্ধাঃ স্পৃশেযুঃ সুসমাহিতাঃ ।।
এবং প্রযত্নং কুর্বীত যানশয্যাসনাশনে ।
স্নানে প্রসাধনে চৈব সর্বালংকারকেষু চ ।। মনু. ৭.২১৮-২০

[26] দূতসম্প্রেষণং চৈব কার্যশেষং তথৈব চ ।
অন্তঃপুরপ্রচারং চ প্রণিধীনাং চ চেষ্টিতম্ ।। মনু. ৭.১৫৩

[27] কৃতরক্ষঃ সদোত্থায পশ্যেদায়ব্যযৌ স্বযম্।
ব্যবহারাংস্ততো দৃষ্টা স্নাত্বা ভুঞ্জীত কামতঃ।।
হিরণ্য ব্যাপৃতানীতং ভাণ্ডাগারেষু নিক্ষিপেৎ।
পশ্যেচ্চারাংস্ততো দূতান প্রষযেন্মন্ত্রিসংযুতঃ।।
ততঃ স্বৈরবিহারী স্যান্মন্ত্রিভির্ব্বা সমাগতঃ।
বলানাং দর্শনং কৃত্বা সেনান্যা সহ চিন্তয়েৎ।। যাজ্ঞ., ১.৩২৭-৩২৯

[28] সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য শৃণুযাদন্তর্বেশ্মনি শস্ত্রভৃৎ ।
রহস্যাখ্যাযিনাঞ্চৈব প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্ ।।

শ্রবণ করে যথাসময়ে শয়ন করবেন এবং বিশ্রাম শেষ হলে নিদ্রা থেকে উত্থিত হবেন। এইভাবে একজন সুস্থ রাজা সকল কার্য সমাপন করেন কিন্তু রাজা যদি অসুস্থ হন তাহলে এই সকল কার্য উপযুক্ত অমাত্যাদি ভৃত্যদের উপর অর্পণ করবেন[29]।

যাজ্ঞবল্ক্যমতে, সন্ধ্যাকালীন আরতি সেরে পুণরায় চরদের কাছ থেকে গোপনীয় বিষয় শুনবেন। তারপর নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করে কিছু সময় অতিবাহিত করে ভোজন গ্রহণ করবেন। তারপর যথাশক্তি স্বাধ্যায় পাঠ করে শয়ন করবেন। যথাকালে নিদ্রা ত্যাগ করবেন। রাজার শয়ন কালে এবং নিদ্রা ত্যাগ কালে তুর্য্যাদি বাদ্যধ্বনি হবে। নিদ্রা ত্যাগ করে মনে মনে শাস্ত্র এবং কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা করবেন। এরপর চরদের দানমানাদি দ্বারা সৎকার করে নিজ সামন্ত মণ্ডলের নিকট এবং অন্য রাজবর্গের কাছে প্রেরণ করবেন। পুরোহিত ঋত্বিকদের আশীর্বাদ নিয়ে জ্যোতির্বিদ, বৈদ্যদের দর্শন করবেন, তাদের দানাদি সম্পন্ন করবেন। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের কন্যালংকার, উত্তম ভবন ইত্যাদি প্রদান করবেন[30]।

রাজার বিশেষ সুরক্ষা : রাজ্যের প্রধান যেহেতু রাজা তাই রাজার সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ প্রযত্ন গ্রহণ করা দরকার। *মৎস্যপুরাণে* রাজ্যের অন্য সকল বস্তু, *সহায়, অনুচর, দুর্গ* ইত্যাদি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাই রাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য বিবৃত হয়েছে। শিরীষ, উদুম্বর, শমী, বীজপূর এই সকল দ্রব্য ঘৃতাপ্লুত করে অর্ধমাসান্তে রাজাকে ভক্ষণ করতে হয়। কশেরুর ফল-মূল, ইক্ষুমূল, বিষ অর্থাৎ পদ্মকেশর, দূর্বা – এই সকল বস্তু দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা মন্ডাকারে পাক করে একমাসে একবার ব্যবহার করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। উক্ত ঔষধি সকল ভক্ষণ করলে অস্ত্র দ্বারা আহত রাজার পুনর্জ্জীবন লাভ হতে পারে[31]।

গত্বা কক্ষান্তরং ত্বন্যৎ সমনুজ্ঞাপ্য তং জনম্ ।
প্রবিশেদ্ ভোজনার্থঞ্চ স্ত্রীবৃত্যোন্তঃপুরং পুনঃ ।। মনু. ৭.২২৩-২২৪

[29] তত্র ভুক্ত্বা পুনঃ কিঞ্চিৎ তুর্যঘোষৈঃ প্রহর্ষিতঃ ।
সংবিশেত্তু যথাকালমুত্তিষ্ঠেচ্চ গতক্লমঃ ।।
এতদ্ বিধানমাতিষ্ঠেদরোগঃ পৃথিবীপতিঃ ।
অস্বস্থঃ সর্বমেতত্তু ভৃত্যেষু বিনিযোজযেৎ ।। মনু. ৭.২২৫-২৬

[30] সন্ধ্যামুপাস্য শৃণুযাচ্চরাণাং গূঢ়ভাষিতম্।
গীতিনৃত্যৈশ্চ ভুঞ্জীত পঠেৎ স্বাধ্যাযমেব চ।।
সংবিশেৎ তূর্যঘোষেণ প্রতিবুধ্যেত্তথৈব চ।
শাস্ত্রানি চিন্তযেদ্বুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ত্তব্যতান্তথা।
প্রেষযেক তর্তশ্চারন্ স্বেষু চা ন্যেষু সাদরম্।
ঋত্বিকপুরোহিতচার্যৈরাশীর্ভিরাভিনন্দিতঃ।।
দৃষ্টা জ্যোতিব্বির্দো বৈদ্যন্ দদ্যাদ্গাং কাঞ্চনংমহীম্।
নৈবেশিকানি চ তথা শ্রোত্রিয়াণাং গৃহাণি চ।। যাজ্ঞ. ১.৩৩০-৩৩৩

[31] শিরিষোদুম্বরশমী বীজপুরং ঘৃতপ্লুতম্ ।
ক্ষুদযোগঃ কথিতো রাজন্ মাসার্দ্ধস্য পুরাতনৈঃ ।।

রাজার আত্মরক্ষা : সপ্তাঙ্গ সমন্বিত রাজ্যের প্রধান যেহেতু রাজা তাই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক আলোচনা প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেই গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে এবং এবিষয়ে তাঁর নিজের কি উদ্যোগ নেওয়া উচিত তাও বর্ণিত হয়েছে। *কামন্দকীয়নীতিসার* গ্রন্থে রাজার আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে – রাজা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নিজ ব্যবহার্য যানবাহন, শয্যা, আসন, পানীয়, খাদ্য, বস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার পরীক্ষা করে তবে গ্রহণ করবেন এবং বিষাক্ত কিনা তা অবশ্যই যাচাই করে নেবেন। জাঙ্গলজ্ঞ অর্থাৎ সেখানকার বিষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাজা বিষনাশক জলে স্নান করবেন এবং বিষ বিনাশার্থ মণি-রত্নাদি ধারণ করবেন। ময়ূর এবং *পৃষত* নামক মৃগ যেখানে থাকে সেখানে কোনও সর্প থাকে না। অতএব রাজা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এগুলিকে বাড়িতে ছেড়ে রাখবেন[32]। পরিচারিকাগণও রাজার যাবতীয় প্রসাধনী বা প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন – ক্ষুর, আয়না, বস্ত্র, তৈল ইত্যাদি পরীক্ষকের ছাপ দেখে আনবেন এবং তারপর আবার কাছ থেকে পরীক্ষা করবেন। রক্ষীগণ নিজের লোক বা অপরিচিত লোক থেকে রাজাকে সর্বদা রক্ষা করবেন [33]।

রাজা বিশ্বস্ত ব্যক্তির অনুমোদিত বা পরীক্ষালব্ধ যান-বাহনে সফর করবেন। যে নৌকার চালক পরীক্ষিত নয়, ঝড়ে আহত হয়েছে বা নিজের ক্ষমতায় চলে না অন্যের দ্বারা চালিত হয় এমন নৌকায় রাজা উঠবেন না। অপরিচিত এবং সংকীর্ণ পথ, যেখান দিয়ে কেবল একটি মাত্র গাড়ি যেতে পারে এমন রাস্তায় যাবেন না। যাদের কাজে কোনও দোষ দেখা যায় না, বংশানুক্রমে বিশ্বস্ত তাদেরই রাজা বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করে সঙ্গে রাখবেন নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে। অপরপক্ষে যাদের বিভিন্ন দোষ দেখা গেছে, যারা ক্রুর, অধার্মিক, শত্রুর সঙ্গে মিলিত এমন ব্যক্তিদের ত্যাগ করবেন[34]। রাজার রাজ্যে

কশেরুফলমূলানি ইক্ষুমূলং তথা বিষম্ ।
দুর্ব্বাক্ষীরঘৃতৈর্মণ্ডঃ সিদ্ধ্যোযং মাসিকঃ পরঃ ।।
নরং শস্ত্রহতং প্রাপ্তো ন তস্য মরণং ভবেৎ ।
কল্মাষবেষুনা তত্র জনযেৎ তু বিভাবসুম্ ।। মৎস্য. ২১৯.২-৪

[32] ময়ূরপৃষতোৎসর্গে ন ভবন্তি ভুজঙ্গমা:।
তস্মানময়ূরপৃষতৌ ভবনে নিত্যমুৎসৃজেৎ।। কাম.,৭.১৪

[33] প্রসাধনাদি যৎকিঞ্চিৎ তৎ সর্বং পরিচারিকাঃ।
উপনিন্যুনরেন্দ্রায সুপরীক্ষিতমুদ্রিতম্।। কাম.,৭.২৮

[34] যানং বাহনমারোহেজজ্ঞাতং জ্ঞাতোপপাদিতম।
অবিজ্ঞাতেন মার্গেণ সংকটেন চ ন ব্রজেৎ।।
বিক্ষিতাহদুকর্মাণমাপ্তং বংশক্রমাগতম্।
সংবিভক্তং চ কুর্বীত জনমাসন্নবর্তিনম্ ।।
অধার্মিতাংশ্চ ক্রুরাংশ্চ দৃষ্টদোষান্ নিরাকৃতান্।
পরেভ্যোহভ্যাগতাংশ্চৈব দূরাদেতান্ বিবর্জযেৎ।। কাম.,৭.৩০-৩২

কোনও উৎপাত যেমন – খুব জোরে ঝড় বা বৃষ্টি হলে, ধুলিঝড় হলে বা প্রখর রৌদ্র হলে অথবা অন্ধকার এরূপ সময় প্রাসাদ থেকে বাহিরে বের হবেন না। রাজা যখন কার্যোপলক্ষে বাইরে যাবেন বা প্রাসাদে ফিরবেন তখন সাধারণ মানুষকে রাজপথ থেকে সরিয়ে তাদের চলাচল বন্ধ করে সমারোহের সাথে গমন করবেন[35]। একদিকে এই সমারোহ যেমন জনমানসে রাজার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করবে, তেমনি রাজার নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হবে।

রাজার আহার্য্য : রাজা সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, বিশ্বস্তলোকের দ্বারা পরীক্ষিত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করবেন। কিন্তু যাই আহার হিসেবে গ্রহণ করুন না কেন তা আহারের পূর্বে অগ্নি দ্বারা অথবা অন্য কোনও উপায়ে পরীক্ষা করাবেন। তাঁকে পরীক্ষা ব্যতিরেকে কোনও খাদ্য গ্রহণ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে [36]।

খাদ্য পরীক্ষাবিধি : অভ্যন্তরীণ শত্রু অথবা মিত্রভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করলে সেই খাদ্য পরীক্ষা করার জন্য প্রাণী বা পক্ষীদের উপর প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। *মৎস্যপুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণী বিষযুক্ত আহার ভক্ষণ করলে বা বানর ওই খাদ্য গ্রহণ করলে প্রস্রাব করে থাকে, নকুলদের রোম বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মৃগ এই খাদ্য গ্রহণ করে রোদন করতে থাকে[37]। এছাড়াও খাদ্যবস্তু অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিষযুক্ত খাদ্য আগুনে দিলে নীল শিখা দেখা যায়, ধোঁয়া উৎপন্ন হয় এবং ফটফট্ শব্দ নির্গত হয়। এরপর পাখিকে সেই খাদ্য দিয়ে দেখতে হবে সেই (বিষমিশ্রিত) খাদ্য খেয়ে পাখির কি প্রতিক্রিয়া হয় [38]।

বিষ মিশ্রিত খাদ্যের লক্ষণ : অন্নে বিষ মিশ্রিত থাকলে ভাত ভালো সিদ্ধ হয় না, প্যাচ প্যাচ শব্দ উৎপন্ন হয়, দ্রুত ঠান্ডা বা শক্ত হয়ে যায়, বিবর্ণ ধারণ করে, ভাতের ধোঁয়া ময়ূরকন্ঠী বা নীল বর্ণের হয়ে যায়। কোনও ব্যঞ্জন বা তরকারিতে বিষ মিশ্রিত হলে সেই

---

[35] পাংশূৎকরাকর্ষিণি বাতি বাতে সংসক্ত ধারাজলদে চ মেঘে।
অত্যাতপে বাপি তথান্ধকারে স্বস্থস্তু সন্ ন ক্বচিদভ্যুপেযাৎ।।
নির্গমে চ প্রবেশে চ রাজমাং সমন্ততঃ।
প্রোৎসারিতজনং গচ্ছেৎ সম্যগাবিষ্কৃতোন্নতি।। কাম.,৭.৩৮-৩৯

[36] ক্রীড়ানিমিত্তং নৃপতির্ধারযেন্মৃগপক্ষিণঃ ।
অন্নং বৈ প্রাক্ পরীক্ষেত বহ্নৌ চান্যতরেষু চ ।।
বস্ত্রং পুষ্পমলঙ্কারং ভোজনাচ্ছাদনং তথা ।
নাপরীক্ষিতপুর্ব্বান্তু স্পৃশেদপি মহামতিঃ ।। মৎস্য. ২১৯.৯-১০

[37] হর্ষমায়াতি চ শিখীবিষসন্দর্শনান্নৃপ।
অন্নঞ্চ সবিষং রাজাংশ্চিরেণ চ বিপদ্যতে।। মৎস. ২১৯.২২

[38] ভোজ্যমন্নং পরীক্ষার্থং প্রদদ্যাৎ পূর্বমগ্নয়ে।
বযোভ্যশ্চ ততো দদ্যাৎ তত্র লিঙ্গানি লক্ষ্যেৎ।। কাম.,৭.১৫

ব্যঞ্জন শীঘ্রই শুকিয়ে যায়, চটকালে শ্যামবর্ণের ফেনা উৎপন্ন হয়, গন্ধ, স্পর্শ এবং রস সবই নষ্ট হয়ে যায়। যদি ঝোল বা রস জাতীয় দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত হয় তাহলে রান্না করার সময় তার ছায়া অতিরিক্ত হয় অথবা একেবারে হয় না এবং উপরে রেখা যুক্ত হয়, ফেনা বেশী হয়। বিষ-দূষিত হলে মধ্যে রেখা সমস্ত উদগত হয় ,ফলে রস নীল বর্ণ, দুধ তাম্র বর্ণ, মদ ও জল কালো বর্ণ, দই শ্যামবর্ণ ধারণ করে। রসযুক্ত ফল যদি বিষযুক্ত হয় তাহলে তা মলিন হয়, রান্না না করলেও নীলবর্ণের রস বের হয়। ফলে দ্রব্যটি বিবর্ণ হয়ে যায়। আর যদি শুষ্ক কোনও দ্রব্য বিষযুক্ত হয় তাহলে বিশীর্ণ এবং বিবর্ণ হয় এবং তার কাছাকাছি থাকা ক্ষুদ্র প্রাণী যেমন পিঁপড়ে প্রভৃতি মারা যায়[39]।

শত্রু বা বিষদাতা নির্ণয় : পরমাত্মীয় বা মিত্রের ছদ্মবেশে কেউ রাজার ক্ষতি করতে চেয়ে যদি রাজার আহার্য্য বস্তুতে বিষ মিশিয়ে দেয়, তাহলে রাজা কিভাবে তা জানবেন সেই বিষয়ে বলা হয়েছে সেই বিষযুক্ত আহার পরীক্ষা করার সময় সেই ব্যক্তিদের মুখ ম্লান হবে, দৃষ্টি হবে চঞ্চল, তাদের হাবেভাবে উদ্বেগ বা বিমনাভাব লক্ষ্য করা যাবে, তারা স্তম্ভিত, লজ্জিত ও ত্বরাযুক্ত হবে। তাছাড়া হাত বা পা দিয়ে ভূমিতে লিখন,মুখমার্জন,মস্তককুন্ডয়ন ইত্যাদি দ্বারা অনুমান করার পরামর্শ *মৎস্যপুরাণে* দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য দ্রব্য : খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য দ্রব্যেও বিষ মিশ্রিত হতে পারে। তা জানার উপায়ও *শাস্ত্রে* বর্ণিত হয়েছে। উত্তরীয়, শাল বা চাদর যদি বিষযুক্ত হয় তাহলে তা বিবর্ণ হয় এবং কুঁকড়ে যায়। আর যদি সুতা, লোম বা পালক জাতীয় কিছুতে বিষ লাগে তাহলে তা ঝরে পড়ে। লোহা, রত্নাদিতে বিষযুক্ত হলে তাদের প্রভাব কমে যায়, ঔজ্জ্বল্য কমে যায়, ভার ও স্বাভাবিক স্পর্শগুণ নষ্ট হয়ে যায়[40]।

বিষপানকারী ব্যক্তি চেনার উপায় : যদি কোনও ব্যক্তি বিষপান করে তাহলে রাজা কিভাবে চিনবেন সে বিষয়ে *কামন্দকীয়নীতিসারে* বলা হয়েছে – সেই ব্যক্তির মুখ শুকিয়ে যাওয়া, নীলবর্ণের দেহ ও গায়ে ফসকা বা কথা জড়িয়ে যাওয়া , বার বার হাই ওঠা, টলে

---

[39] ধূমার্চির্নীলতা বহ্নেঃ শব্দস্ফোটশ্চ জাযতে।
অখিন্নতা মাদবাত্বমাশু শৈব্যং নিবর্ণনা।।
অন্নস্য বিষদিগ্ধস্য তথোষ্মা স্নিগ্ধমেচকঃ।
ব্যাঞ্জনস্যাশু শুষ্কত্বং ক্বথনে শ্যামফেনতা।।
গন্ধস্পর্শরসাশ্চৈব নশ্যান্তি বিষদূষণাৎ.....।
স্বরং মৃদু স্যান্মৃদুনঃ স্বরত্বং নদন্তিকে চাল্পকজন্তুঘাতঃ।। কাম.নী. ৭.১৬-২২

[40] প্রাবারাস্তরণানাং চ শ্যামমণ্ডেলকীরণতা।
তন্তুনাং পক্ষ্মণাং লোম্নাং স্যাদ্ ভ্রংশশ্চ বিষশ্রযাৎ।।
লোহানাং চ মণীনাং চ মলপস্কোপদিগ্ধতা।
প্রভাবস্কহগুরুতাবর্ণস্পর্শবধস্তথা।। কাম. নী. ৭.২৩-২৪

পড়া, কাঁপুনি ও ঘাম হওয়া- এসব লক্ষণগুলি দেখে বিষপানকারী ব্যক্তিকে চিনতে হবে[41]। সম্ভবতঃ বাড়তি সতর্কতার কারণেই হয়ত রাজাকে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নিজের এবং আশপাশের সকলের সুরক্ষা সম্পর্কে সজাগ থাকেন।

শিক্ষা : রাজ্য পরিচালনার মত কঠিন কার্য সম্পাদন করতে গেলে অবশ্যই রাজাকে শাস্ত্রজ্ঞ হতে হবে। *মৎস্যপুরাণে* এবং *অগ্নিপুরাণে* রাজাকে ত্রিবেদবিদ অর্থাৎ *ঋক, সাম ও যজুর্বেদ* সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে *ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, **আন্বীক্ষিকী,** আত্মবিদ্যা* এবং সাধারণ লোকের কাছ থেকে *বার্ত্তা* অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[42]। যারা আন্বীক্ষিকী – *ত্রয়ী* – *বার্তা ও দণ্ডনীতি* বিষয়ে জ্ঞানী রাজাকে তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ *আন্বীক্ষিকীতে অর্থবিজ্ঞান,* ত্রয়ীতে ধর্ম-অধর্ম, বার্ত্তাতে অর্থ-অনর্থ, ও দণ্ডনীতিতে নয়-অপনয় প্রতিষ্ঠিত থাকে। রাজাকে এবিষয়ে বিচার-বিবেচনাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে[43]।

ইন্দ্রিয় সংযম : রাজার পক্ষে বিনীত হবার উপযোগ রাজা-রাজড়াদের উদাহরণ সহযোগে বারংবার ধর্মশাস্ত্রাদিতে প্রতিপাদন করা হয়েছে। *মনুসংহিতায়* রাজাকে জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সেবা করার এবং তাঁদের কাছ থেকে বিনয় শিক্ষা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে[44]। *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে, এই বিনয় শাস্ত্রনিশ্চয় সহযোগে উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় জয়ই বিনয় বলে কথিত। তাই রাজাকে বিনয়যুক্ত হয়ে রাজ্য পালন করার কথা *অগ্নিপুরাণে* রামচন্দ্র বলেছেন[45]। অবিনয়ী রাজার রাজ্যনাশ এবং বিনয়ী রাজার

---

[41] মুখস্য শ্যামবর্ণত্বং ত্বগ্ভেদো জৃম্ভণং মুহুঃ।
মযলনং বেপথুঃ স্বেদ আবেশ দিগ্বিলোকনম্।।
স্বকর্মানি স্বভূমৌ স্যাদনবস্থানমেব চ।
লিঙ্গান্যেতানি নিপুণোলক্ষ্যেদ্ বিষদায়িনাম্।। কাম. নী. ৭.২৫-২৬

[42] ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ী বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।। মনু, ৭. ৪৩, মৎস্য,২১৫.৫৩
(ক) ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চার্থবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।। অগ্নি, ২২৫.২১-২২

[43] আন্বীক্ষিকীং ত্রযীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিঞ্চ পার্থিবঃ।
তদ্বিদ্যৈস্তৎ ক্রিযোপেতৈশ্চিন্তযেদ্বিনযান্বিতঃ।
আন্বীক্ষিক্যান্তু বিজ্ঞানং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ত্রযীস্থিতৌ।
অর্থানর্থৌ তু বার্ত্তাযাং দণ্ডনীত্যাং নযানযৌ।। অগ্নি., ২৩৮.৮-৯

[44] বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রাণ্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে.....
পৃথুস্তু বিনয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবরেশ্চ ধনৈশ্বর্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ।। মনু,৭. ৩৮-৪২

[45] নযস্য বিনযো মূলং বিনযঃ শাস্ত্রনিশ্চযাৎ

রাজপদ দীর্ঘস্থায়ী হয়। একমাত্র জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাদের বশে রাখতে সমর্থ বলে পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে[46]। *মৎস্যপুরাণে* রাজাকে ইন্দ্রিয়জয় করার জন্য যোগাভ্যাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[47]।

রাজার বাসস্থান : সপ্ত প্রকৃতির অন্যতম হল জনপদ। রাজার বসবাসের জন্য উপযুক্ত জনপদ নির্বাচন জরুরী। একজন সাধারণ নাগরিকের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও সামান্য বাসস্থান প্রয়োজন। কিন্তু যদি তা রাজ্যের প্রধান তথা রাজার বাসস্থান হয় তাহলে তার গুরুত্ব অন্য মাত্রা পায়। এখানে রাজার বাসস্থান কেমন হবে সেবিষয়ে *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে – রাজা রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থলে বাস করবেন। কারণ সেখান থেকে তিনি সর্বত্র সমানভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারবেন। তাছাড়া রাজা যেখানে বাস করবেন সেই স্থান অবশ্যই সর্বপ্রকার সম্পদ ও সুবিধাযুক্ত হবে। এরই ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে – যেস্থানে প্রচুর কাঠ, দামী বৃক্ষ ও ঘাসাদি বিদ্যমান এবং যেস্থানে বৈশ্য, শূদ্রগণ অধিক সংখ্যায় বাস করবেন, ব্রাহ্মণ কম সংখ্যায় বাস করবেন এমন স্থল রাজার বাসস্থান হিসেবে উপযুক্ত[48]। সেই স্থান অবশ্যই রমণীয় পুষ্প-ফল-সমন্বিত বৃক্ষের দ্বারা আবৃত থাকবে, নদীমাতৃক হবে। সকল প্রকার শত্রুদের দ্বারা অজেয় হবে, কিন্তু সেই স্থান অবশ্যই সরীসৃপ, ব্যাঘ্রাদি মুক্ত এবং তস্করাদি বর্জিত হবে। যেখানে প্রজাগণ রাজাকে ভয় নয়, শ্রদ্ধা করেন; করভারে জর্জরিত না হয়ে সুখ-দুঃখে জীবন অতিবাহিত করে, গরিব হলেও অসৎ নয় এমন প্রজা ও ভৃত্য দ্বারা অধ্যুষিত স্থানই রাজার উপযুক্ত বাসস্থান বলে গণ্য হবে[49]।

দুর্গ নির্মাণ : জনপদ নির্বাচন-ই একজন রাজার পক্ষে যথেষ্ট নয়, কারণ সুরক্ষার খাতিরেই রাজাকে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, যা সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সকল প্রকার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রাজা অরক্ষিতভাবে বসবাস করতে পারেন না। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* রাজাকে সুন্দর, রমণীয়, পশুবৃদ্ধির সহায়ক, প্রজাদের জীবন জীবিকার

বিনযো হীন্দ্রিযজযস্তৈযুর্ক্তঃ পালযেন্মহীম্।। অগ্নি., ২৩৮.৩

[46] জিতেন্দ্রিযো হি শক্নোতি বশে স্থাপযিতুং প্রজাঃ।। অগ্নি, ২২৫.২২,

[47] ইন্দ্রিযানং জযে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।। মৎস্য, ২১৫.৫৪

[48] রাজা সহাযসংযুক্তঃ প্রভূতযবসেন্ধনম্ ।
রম্যমানতসামন্তং মধ্যমং দেশমাবসেৎ ।।
বৈশ্য-শূদ্রজন প্রাযমনাহার্য্যং তথাপরঃ ।
কিঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণসংগুপ্তং বহুকর্ম্মকরং তথা ।।
অবেদমাতৃকং রম্যমনুরক্তজনান্বিতম্ ।
করৈরপীড়িতঞ্চাপি বহুপুষ্পফলং তথা ।। মৎস্য., ২১৭.১-৩

[49] সরীসৃপবিহীনঞ্চ ব্যাঘ্র-তস্করবর্জিতম্ ।
এবং বিধং যথালাভং রাজা বিষযমাবসেৎ ।। মৎস্য.২১৭.৫

উপযুক্ত, তরু-গিরি-নদী দ্বারা বেষ্টিত স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রজাবর্গ, সৈন্য-সামন্ত, ধনরত্নের সুরক্ষা এবং নিজ সুরক্ষার জন্যদুর্গ নির্মাণের এবং এই রাজধানীর মধ্যেই দুর্গ নির্মাণ করে বাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[50]।

মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে – বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজগণ নিজেদের বাসস্থান হিসেবে উপযুক্ত দুর্গ নির্মাণ করবেন। রাজা শুধু অনুচর ও সহায়বৃন্দ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে থাকলেই চলবে না, সুদক্ষ শাসক হিসেবে নিজের ও সহায় এবং অনুচরদের সুরক্ষার প্রতিও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই দুর্গ নির্মাণ জরুরি। *মনুসংহিতায়* ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ আছে- *ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, নৃদুর্গ, অব্দুর্গ, বার্ক্ষদুর্গ* এবং *গিরিদুর্গের* শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে[51]। *মৎস্যপুরাণেও ধনুর্দুর্গ, মহীদুর্গ, নৃদুর্গ, জলদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ* এবং *গিরিদুর্গ* – এই ছয়প্রকার দুর্গের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এগুলির মধ্যে *গিরিদুর্গ* শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়[52]। কারণ শত্রুর পক্ষে এই দুর্গে প্রবেশ করা সহজসাধ্য না। *অগ্নিপুরাণেও* বলা হয়েছে – রাজা ছয় প্রকার দুর্গের যে কোনও একটি দুর্গ নির্মাণ করে বাস করতে পারেন তবে *গিরিদুর্গ* সকল দুর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ এই দুর্গ শত্রুর অভেদ্য অথচ এখানে থেকে শত্রুকে অতি সহজে ভেদ করা যায়। দুর্গমত্ব হেতুই দুর্গের সার্থকর্তা, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয় বিচারে উৎকৃষ্ট ও অনুকূল যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা দুর্গকে সজ্জিত রাখতে হবে[53]।

পুরাণে দুর্গকে নানাভাবে এবং বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সাজানোর কথা বলা হয়েছে। *মৎস্যপুরাণানুসারে* রাজা প্রধান দুর্গের চারিদিকে গভীর পরিখা, সুউচ্চ প্রাকার ও অট্টালিকা নির্মাণ করাবেন[54]। দুর্গের বিভিন্ন স্থান শতঘ্নী ও অপরাপর শত্রুঘাতী অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত

---

[50] রম্যং পশব্যমাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ ।
তত্র দুর্গাণি কুর্ব্বীত জনকোষাত্মগুপ্তযে ।। যাজ্ঞ. ১. ৩২১

[51] ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎপুরম্।।
সর্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বশিষ্যতে।। মনু, ৭. ৭০-৭১

[52] তত্র দুর্গং নৃপঃ কুর্য্যাৎ ষণ্ণামেকতমং বুধঃ ।
ধনুর্দুর্গং মহীদুর্গং নরদুর্গং তথৈব চ ।।
বার্ক্ষঞ্চৈবাম্বুদুর্গঞ্চ গিরিদুর্গঞ্চ পার্থিব ।
সর্ব্বেষামেব দুর্গানাং গিরিদুর্গং প্রশস্যতে ।। মৎস্য. ২১৭.৬-৭

[53] ষণ্ণামেকতমং দুর্গং তত্র কৃত্বা বসেদ্বলী ।
ধনুদুর্গং মহীদুর্গং নরদুর্গং তথৈব চ ।।
বার্ক্ষঞ্চৈবাম্বুদুর্গঞ্চ গিরিদুর্গঞ্চ ভার্গব ।
সর্ব্বোত্তমং শৈলদুর্গমভেদ্যং চান্যভেদনম্ ।।
পুরং তত্র চ হট্টাদ্য দেবতাযতনাদিকম্ ।
অনুবস্ত্রাযুধোপেতং সোদকং দুর্গমুত্তমম্ ।। অগ্নি.২২২.৪-৬

[54] দুর্গঞ্চ পরিখোপেতং বপ্রাট্টালকসংযুতম্ ।

করবেন। সেই দুর্গের প্রধান দ্বার অতিমনোহর নক্সাদার ধাতু বা কাষ্ঠ দ্বারা নির্মাণ করাবেন। রাজা নিজে পতাকা যুক্ত হস্তীতে চেপে সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবেন। রাজা এই দুর্গে চারটি প্রশস্ত ও আয়তাকার পথ তৈরী করবেন যার একটিতে থাকবে দেবমন্দির, দ্বিতীয় পথের অগ্রভাগে রাজভবন, তৃতীয় পথের অগ্রভাগে ধর্মাধিকরণ এবং চতুর্থ পথের অগ্রভাগে পুরদ্বার নির্মাণ করাবেন[55]।

দুর্গে সঞ্চিত বস্তুসমূহ : রাজ্য কোনও সমস্যায় পড়লে অথবা রণনীতির প্রয়োজনে যদি দুর্গের বাইরে প্রস্থান না করেন, তখনও যাতে কোনওরূপ সমস্যা না হয় তার জন্য দুর্গের মধ্যে সকল প্রকার আয়োজন ও সঞ্চয় রাজা করবেন। *মৎস্যপুরাণ* অনুসারে – *ধনু, বাণ, ক্ষেপণাস্ত্র, তোমর, খড়্গ, লগুড়, প্রস্তর,মুদগর, ত্রিশূল, পট্টিশ, কুঠার, প্রাস, শক্তি, চক্র, পরশ্বধ* প্রভৃতি *অস্ত্রশস্ত্র; বর্ম, চর্ম, রজ্জু, কুদ্দাল, বেত্র, পীঠক, তুষ, দাত্র, অঙ্গার, বস্ত্র, রত্ন, লৌহ, ঘাস, অন্ন, ঔষধি, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, চণক, মুদগ, মাষ, তিল, ধান্য* প্রভৃতি *খাদ্যশস্য; লক্ষা, টঙ্কন, গোময়, শন, পটহ, ধুনা, ভুর্জপত্র* ইত্যাদিও যত্নসহকারে দুর্গ মধ্যে সঞ্চয় করবেন[56] যাতে দুর্গের বাইরে না গিয়েও দুর্গ মধ্যস্থ সকল রাজন্যবর্গের এবং মনুষ্য,পশু, প্রাণীর দিন যাপন সম্ভব হয়। আবার দুর্গ মধ্যে বিবিধ দ্রব্যসম্ভার থাকলেই হবে না, সেগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করতে হবে। পরস্পর বিরুদ্ধ দ্রব্যসমূহের রক্ষণস্থান পৃথক হবে। যেমন – তৈল ও আগুন, মৎস্য ও বিড়াল এরূপ বস্তুগুলিকে একত্র রাখলে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়।

দুর্গ থেকে বর্জনীয় দ্রব্যসমূহ : একজন বিচক্ষণ রাজা দুর্গে কেবলমাত্র দ্রব্যসঞ্চয়েই মনোনিবেশ করবেন না। অধিকন্তু যে সকল বস্তু বা জনপদ হতে দুর্গ অথবা দুর্গস্থিত সহায়, অনুচর প্রমুখের, সর্বোপরি রাজা ও রাজ্যের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, সেই সকল ব্যক্তি ও বস্তু চিহ্নিত করে তৎক্ষণাৎ সেগুলি সমূলে উৎখাত করবেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়,

---

শতঘ্নীযন্তমুখ্যৈশ্চ শতশশ্চ সমাবৃতম্ ।। মৎস্য. ২১৭.৮

[55] চতস্রশ্চ তথা তত্র কার্য্যাস্ত্বাযতবীথযঃ ।
একস্মিংস্তত্র বীথ্যগ্রে দেববেশ্ম ভবেদ্দৃঢ়ম্ ।।
বীথ্যগ্রে চ দ্বিতীযে চ রাজবেশ্ম বিধীযতে ।
ধর্ম্মাধিকরণং কার্য্যং বীথ্যগ্রে চ তৃতীযকে ।।
চতুর্থে ত্বথ বীথ্যগ্রে গোপুরঞ্চ বিধীযতে ।
আযতং চতুরস্রং বা বৃত্তং বা কারযেৎ পুরম্ ।। মৎস্য. ২১৭.১০-১২

[56] শরণামথ খড়্গানাং কবচানাং তথৈব চ ।
লগুড়ানাং গুড়ানাঞ্চ হুড়ানাং পরিখৈঃ সহ ।। মৎস্য. ২১৭.৩০-৩৩

যে সকল ব্যক্তি ভীত, প্রমত্ত, মাতাল, ব্যসনাসক্ত, কুপিত, অভিমানী, পাপিষ্ঠ এবং রাজার কথা মেনে চলে না সেই সকল কুভৃত্যকে রাজা ত্যাগ করবেন[57]।

রাজপুরের আকৃতি : দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে রাজা পুর নির্মাণ করে বসবাস করবেন। 'রাজপুর' হল দুর্গের সেই স্থান যেখানে রাজা বাস করেন। এই রাজপুরের আকৃতি সম্পর্কে *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে – রাজপুর আয়তাকার, চতুরস্র, গোলাকার হবে অথবা মুক্তিহীন, ত্রিকোণাকৃতি, অর্দ্ধচন্দ্রাকার বা বজ্রাকৃতি হওয়া আবশ্যক। আবার নানা আকৃতি বিশিষ্ট রাজপুরের মধ্যে নদীতীরস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকার রাজপুর শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। জ্ঞানী ও বিচক্ষণ রাজাকে নদীতীরে অন্য প্রকার পুর নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছে[58]। রাজভবনের কোন্ দিকে রাজা কোন্ ভবন নির্মাণ করেন তার উপর রাজ্যের উন্নতি নির্ভরশীল এবং রাজার বিচক্ষণতা প্রমাণিত হয়। রাজভবনের দক্ষিণদিকে রাজার কোষাগার নির্মিত হবে। এছাড়াও গজস্থান, আয়ুধাগার, রন্ধনশালা, কর্মশালা, গোশালা, অশ্বশালা ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে *শাস্ত্রের* বিধানানুসারে। অশ্ব ও গজহিতৈষী রাজা সেই অশ্ব ও গজশালায় সারথিদিগের যথাযোগ্য বাসস্থান তৈরী করে দেন। হোম, যজ্ঞাদি কার্যের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, মনোহারী সঙ্গীতের জন্য চারণ কবিদের দুর্গ মধ্যে স্থান দেবেন[59]। বীর যোদ্ধা, সহস্র বীরঘাতী, নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত বীরগণ দুর্গ রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকবেন। এই দুর্গে কয়েকটি গোপন দ্বার থাকবে যেগুলি কেবলমাত্র রাজা এবং রাজার বিশ্বস্থ লোকই জানবেন। বিপদে রাজা তৎসহিত প্রজারাও এগুলির থেকে রক্ষা পেতে পারে।

রাজপুরে সঞ্চিত বস্তুসমূহ : প্রায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুর্গের মধ্যে থাকে তথাপি কিছু বিশেষ দ্রব্য রাজা নিজ রাজপুরে সযত্নে সঞ্চয় করবেন। সেগুলি হল – জনগণের হিত কামনায় উৎসর্গ করা হয়েছে অথবা এখনও করা হয়নি এমন দ্রব্য সকল

---

[57] ভীতান্ প্রমত্তান্ কুপিতাংস্তথৈব চ বিমানিতান্ ।
কুভৃত্যান্ পাপশীলাংশ্চ ন রাজা বাসযেৎ পুরে ।। মৎস্য. ২১৭.৮৬

[58] মুক্তিহীনং ত্রিকোণঞ্চ যবমধ্যং তথৈব চ ।
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রকারঞ্চ বজ্রাকারঞ্চ কারযেৎ ।।
অর্দ্ধচন্দ্রং প্রশংসন্তি নদীতীরেষু তদ্বসন্ ।
অন্যৎ তত্র কর্ত্তব্যং প্রযত্নেন বিজানতা ।। মৎস্য.২১৭.১৩-১৪

[59] তত্র তত্র যথাস্থানং রাজা বিজ্ঞায সারথীন্ ।।
দদ্যাদাবস্থানং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ ।
যোধানাং শিল্পিনাঞ্চৈব সর্ব্বেষামবিশেষতঃ ।।
দদ্যাদাবস্থান্ দুর্গে কালমন্ত্রবিদাং শুভান্ ।
গোবৈদ্যানশ্ববৈদ্যাংশ্চ গজবৈদ্যাংস্তথৈব চ ।। মৎস্য.২১৭.২৩-২৫

রাজা নিজ বাসগৃহে সঞ্চয় করবেন[60]। এছাড়াও জীবক, শাল, বাসক, আমলকী, ইত্যাদি দ্রব্যসকল রাজা নিজপুরে সংগ্রহ করবেন। আবার কিছু ঔষধী যথা – আমলকী, হরিতকি, ভূয্যামলকী, তুলসী, ইত্যাদি রাজা নিজপুরে যত্নসহকারে সঞ্চয় করবেন। মারণ ও ব্যঙ্গতাসাধন বিবিধ কীট এবং ধূম, জল, বায়ু ও পথের দোষোৎপাদক দ্রব্যসম্ভার দুর্গমধ্যে সঞ্চয় করবেন। অর্থাৎ যদি কাউকে সর্পদংশন করে তবে তার বিষ নির্মূল করার প্রতিষেধক বা কোনও বিষাক্ত কীট দংশন করলে তার প্রতিষেধক, ভূত-পিশাচাদির প্রভাব নিবারক দ্রব্য, পাপঘাতক ও পুষ্টিবর্ধক বিবিধ দ্রব্য দুর্গ মধ্যে রাজা সঞ্চয় করবেন। আবার রাজা, মন্ত্রী এবং প্রজাগণের কেবল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও সুস্থ থাকলেই কেবল চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জনও জরুরি। তাই রাজাকে দুর্গ মধ্যে অবশ্যই গীতবাদ্যাদি সরঞ্জাম, নর্তকী, শিল্পকলাভিজ্ঞ জনগণকেও পুর মধ্যে স্থান দেবেন।

রাজপুত্র রক্ষা : রাজা নিজের কল্যাণের জন্য তো বটেই, প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলের জন্যও রাজপুত্রদের সুরক্ষা বিধানে তৎপর হবেন। কারণ পুত্রগণ রক্ষিত না হলে অথবা যথাযথ শিক্ষিত না হলে বা অবিনয়ী হলে ক্ষমতালিপ্সু হয়ে বা অর্থলোলুপ হয়ে রাজাকেই হত্যা করতে উদ্যত হয়। রাজপুত্রগণ অভিমানে মত্ত হস্তীর মত লাগামহীন হয়ে পিতা এবং ভ্রাতাদের হত্যা করতেও পিছপা হয় না। বাঘ যদি মাংসের গন্ধ পায় তাহলে সেই মাংস অতি সাবধানে রক্ষা করতে হয়। একই ভাবে যে রাজপুত্রগণ গর্বে মত্ত তাদের প্রার্থিত বস্তুই হল রাজ-সিংহাসন, কাজেই তাদের হাত থেকে অতি কষ্টে রাজ্যকে রক্ষা করতে হয়। এমনকি এই রাজপুত্রগণ সম্যকভাবে রক্ষিত বা পালিত হয়েও যদি কোনও দুর্বল স্থান বা ছিদ্রের সন্ধান পায় তাহলে সিংহ শাবকের মত রক্ষককেই হত্যা করতে উদ্যত হয়। তাই রাজা উন্নতি লাভের জন্য পুত্রদের শিক্ষার মাধ্যমে বিনীত করবেন কারণ রাজপুত্রগণ অবিনীত হলে রাজবংশই ধ্বংস হয়ে যায়।

রাজা বিনীত ঔরসজাত সন্তানকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন কিন্তু পুত্র অবিনীত হলে দুষ্ট হাতির মত সুখে রাখবেন কিন্তু আবদ্ধ করে রাখবেন। রাজা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত পুত্রকেও পরিত্যাগ করবেন না কারণ ঐ পরিত্যক্ত পুত্র দুঃখিত হয়ে শত্রুপক্ষকে আশ্রয় ক'রে পিতাকে হত্যা করতে পারে। আবার রাজপুত্র যদি ব্যসনাসক্ত হয় তাহলে রাজা সেই ব্যসন আশ্রয় করেই তাকে এমন কষ্ট প্রদান করবেন যাতে সেই ক্লেশের কথা পুত্রই পিতাকে জানায়। রাজা তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে, রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে ও নিজের কৃতিত্ব, নাম, যশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে মাধ্যমগুলি অবলম্বন করেন তার

[60] উক্তানি চাপ্যনুক্তানি রাজদ্রব্যাণ্যশেষতঃ ।
সুগুপ্তানি পুরে কুর্য্যাজ্জনানাং হিতকাম্যযা ।।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী মুদগপর্ণী তথৈব চ ।। মৎস্য. ২১৭.৪২-৪৩

অন্যতম হল পুত্রসন্তান। এই পুত্রের দ্বারাই রাজার সাম্রাজ্য বংশ-পরম্পরায় চলতে থাকে। কিন্তু কেবল পুত্র থাকলেই হবে না, তাকে ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী হিসেবে যথোপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। তাই রাজপুত্রকে যোগ্য শিক্ষা দান করা, রাজোচিত ব্যবহারে শিক্ষিত করা রাজার কর্তব্য। কিভাবে নানাবিধ শিক্ষাদানের মাধ্যমে রাজপুত্রদের রক্ষা করতে হবে সেবিষয়ে মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে - রাজা নিজপুত্রকে বিশ্বস্ত রক্ষী দ্বারা রক্ষা করবেন, জ্ঞানী আচার্য্যগণ দ্বারা *অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, ধনুর্বেদাদি শাস্ত্র* প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী করে তুলবেন। এছাড়াও অশ্বচালনা, হস্তিকে বশে আনয়ন ও অন্যান্য বিষয় আয়ত্ত করাও শেখাতে হবে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য বিবিধ ব্যায়ামও অভ্যাস করা প্রয়োজন[61]।

রাজপুত্র সর্বদা যেন সত্য কথা বলে সেদিকে রাজা লক্ষ্য রাখবেন অর্থাৎ রাজপুত্র সত্যবাদী হবে। একই সঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী প্রিয় কিন্তু মিথ্যা কথা বলার দক্ষতাও যেন আয়ত্ত করতে পারে এবিষয়েও তাকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন[62]। রাজপুত্রের সঙ্গে যে বা যারা সর্বদা থাকেন, সেই দেহরক্ষীদের কাছ থেকেও যাতে সে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য রাজা অভিভাবক স্থানীয় লোককেই দেহরক্ষী পদে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু কোনও ভাবেই ক্রোধী, লোভী বা অবমানিত লোক রাজপুত্রের কাছে আসতে না পারে তা সুনিশ্চিত করবেন। রাজা তাকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন যাতে যৌবনেও তার স্মৃতিভ্রষ্ট না হয়, তার ইন্দ্রিয় সকল অশুভ শক্তি থেকে দূরে থাকে, সুদুর্গম হলেও যেন সে সন্মার্গভ্রষ্ট না হয়[63]। কিন্তু এতকিছু করার পর অর্থাৎ শিক্ষা, উপদেশাদির পরও যদি রাজপুত্র সদগুণযুক্ত না হয় তাহলে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যথাযথ বন্দোবস্ত করে রাজা তাকে কোনও গুপ্ত স্থানে রাখবেন। সকলের সম্মুখে আনবেন না, কারণ ঐ অসদগুণ সম্পন্ন সন্তানের জন্য কুলের মানহানির হওয়ার আশঙ্কা থাকে[64]।

---

[61] রাজন্ পুত্রস্য রক্ষা চ কর্ত্তব্যা পৃথিবীক্ষিতা ।
আচার্য্যশ্চাত্র কর্ত্তব্যো নিত্যযুক্তশ্চ রক্ষিভিঃ ।।
ধর্ম্মকামার্থশাস্ত্রাণি ধনুর্ব্বেদঞ্চ শিক্ষযেৎ।
রথে চ কুঞ্জরে চৈনং ব্যাযামং কারযেৎ সদা ।। মৎস্য. ২২০.১-২

[62] শিল্পানি শিক্ষযেচ্চৈনং নাপ্তো মিথ্যা প্রিযংবদেৎ।
শরীররক্ষাব্যাজেন রক্ষিণ্যেস্য নিযোজযেৎ ।। মৎস্য. ২২০.৩

[63] ন চাস্য সঙ্গো দাতব্য ক্রুদ্ধলুব্ধাবমানিতৈঃ ।
তথাচ বিনযেদনং যথা যৌবনগোচরে ।।
ইন্দ্রিযৈর্নাপকৃষ্যেত সতাং মার্গাৎ সুদুর্গমাৎ ।
গুণার্ধানমশক্যন্তু যস্য কর্ত্তুং স্বভাবতঃ ।। মৎস্য. ২২০.৪-৫

[64] বন্ধনং তস্য কর্ত্তব্যং গুপ্তদেশে সুখান্বিতম্ ।
অবিনীতকুমারং হি কুলমাশু বিশীর্য্যতে ।। মৎস্য. ২২০.৬

রাজান্তঃপুরে স্ত্রীরক্ষণ : রাজ্যে এবং দুর্গে সাধ্বী স্ত্রী পালনের সঙ্গে সঙ্গে একজন বিচক্ষণ রাজা নিজ পুরেও সুলক্ষণা স্ত্রীদের রক্ষা করবেন। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং তৎসহিত অন্তঃপুরচিন্তা দ্বারাই এই স্ত্রী রক্ষা সম্ভব। এবিষয়ে *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – অর্থকে যদি মহীবৃক্ষ ধরা হয়, ধর্ম সেই বৃক্ষের মূল এবং কর্ম হল তার ফল। তাই এগুলিকে সর্বতোভাবে রক্ষা করলে বৃক্ষ স্বরূপ এই ত্রিবর্গের ফললাভ হয়ে থাকে[65]। এইভাবে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেই রাজা স্ত্রীসেবা করবেন। আবার বলা হয়েছে – স্ত্রী সকল কামনার অধীন, তাই রাজাকে রত্নসংগ্রহ করতে হয়। স্ত্রীগণ সম্পদশালী রাজার বশবর্তী হয়ে থাকে। তবে রাজা কখনোই তাদের অতি সেবা করবেন না। আহার, নিদ্রা, স্ত্রীসেবা ইত্যাদি বিষয়গুলির অতিশয় সেবা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বলে নির্দেশ করা হয়েছে[66]। রাজাকে লজ্জিতা, হৃষ্টা ইত্যাদি সদগুণযুক্তা স্ত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অসদগুণযুক্তা বিরাগপরায়ণ স্ত্রীদের রাজ্য, দুর্গা ও পুর হইতে বর্জন করার পরামর্শ *অগ্নিপুরাণে* দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসকরূপে রাজার দায়িত্ব: *অগ্নিপুরাণ* মতে একজন বিচক্ষণ রাজা যেমন একহাতে প্রজাপালন করেন, তেমনি অপর হাতে শত্রুকেও বিনাশ করেন। কুশাসন বিনাশ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই একজন বিজিগীষু রাজার লক্ষ্য হওয়া উচিত। একারণেই তিনি ধর্মপরায়ণ তাপসদের রক্ষা করবেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতিপালন করবেন। বিচক্ষণ, সর্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্যে বরণ করবেন। রাজার মন্ত্রীগণ হবেন বিচক্ষণ, কুটনীতিসম্পন্ন। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে রাজা শিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অথবা অভিলষিত বিষয়ে শাস্ত্রানুসারে যে নিয়ম প্রণয়ন করবেন এবং যে নিয়ম তিনি অকরণীয় বলে নির্দেশ করবেন, সেই বিধান কেউ লঙ্ঘন করবে না। যে কেউ সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন করবে তাকে রাজা দণ্ড দান করে সতপথে আনার চেষ্টা করবেন এবং আপামর জনসাধারণকে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেবেন। কিন্তু অবশ্যই সেই দণ্ড বিবেচনাপূর্ণ এবং শাস্ত্রসম্মত হবে।

দণ্ডঃ রাজা যদি শাস্ত্রানুসারে বিবেচনাপূর্বক দণ্ড প্রয়োগ করেন তাহলে সকল প্রজা রাজার অনুরক্ত থাকে, অন্যথায় অবিবেচনাপ্রসূত দণ্ড রাজা তথা প্রজাসাধারণ অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রাজ্যের বিনাশ ডেকে আনে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ রাজার কীরূপ আচরণ করা উচিত, কী অনুচিত তা উল্লেখ করেছেন। রাজা সুষ্ঠু দণ্ড প্রয়োগ করলে তাঁর ধর্ম-অর্থ-

---

[65] ধর্ম্মমূলোর্থবিটপস্তথা কম্মফলো মহান্ ।
ত্রিবর্গপাদপস্তত্র রক্ষযা ফলভাগভবেৎ ।। অগ্নি. ২২৪.২

[66] কামাধীনাঃ স্ত্রিযো রাম তদর্থং রত্নসংগ্রহঃ ।
সেব্যাস্তা নাতিসেব্যাশ্চ ভূভুজা বিষযৈষিণা ।।
মঞ্চাধিকারে কর্তব্যাঃ স্ত্রিযঃ সেব্যাঃ স্বরামিকা ।। অগ্নি. ২২৪.৩-৪

কাম এই ত্রিবর্গের অভ্যুদয় ঘটে। অপরপক্ষে বিষয়াভিলাষী, ক্রোধী রাজা নিজ কৃত কর্মের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দণ্ড মহাতেজ সম্পন্ন হওয়ার কারণে শাস্ত্র জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা ধারণ করতে পারে না। ফলে সবান্ধব বিনষ্ট হয়। আবার যদি রাজা অমাত্য, মন্ত্রী ইত্যাদি সহায়যুক্ত না হন তাহলে শাস্ত্রানুসারে দণ্ড প্রয়োগে অক্ষম হয়ে পড়েন। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়[67]।

রাজার ত্যাজ্য বিষয় ও কার্যসমূহ : রাজা তাঁর রাজত্বের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে চাইলে তাঁকে প্রতিনিয়ত কিছু ভালো গুণ অর্জন করতে হয়। আবার প্রয়োজনে কিছু অভ্যাস, আচার ও মানুষজনকে পরিত্যাগও করতে হয়। অর্থাৎ রাজা সকল প্রজার কাছে আদর্শস্থানীয় হওয়ার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করবেন। একারণেই রাজাকে কিছু কাজ ও বিষয় বর্জন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে – *মদ্যপান, মৃগয়া, পাশা খেলা* ইত্যাদি তিনি ত্যাগ করবেন। অন্যথায় রাজ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। অসংখ্য রাজা এই বিষয়গুলিতে আসক্ত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়াও অপ্রয়োজনে ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, লঘু পাপে গুরু দণ্ড প্রদান ইত্যাদিও না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি কাউকে নিন্দা করতে হয় তাহলে রাজা তাকে সম্মুখে ডেকে তিরস্কার করবেন, পশ্চাতে নিন্দা- তিরস্কার করবেন না[68]।

অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে - *নিন্দা, দণ্ডপারুষ্য, বাকপারুষ্য, অর্থদূষণ, দিবাস্বপ্ন* ইত্যাদি ব্যসনসমূহ রাজা পরিত্যাগ করবেন[69]। *কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মদ ও দর্প* এই ষড়রিপুও তিনি ত্যাগ করবেন[70]। তাই রাজা *মদ, অহংকার, লোভ ও হর্ষ* সযত্নে পরিহার করবেন *মৎস্যপুরাণের* মতে অর্থসংক্রান্ত দোষ দ্বিবিধ - অর্থদূষণ এবং অর্থবিষয়ক দূষণ।

---

[67] তদবাপ্যং নৃপো দণ্ডং দুর্বৃত্তেষু নিপাতযেৎ ।
ধর্মোহি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা ।।
স নৈনুং ন্যাযত্যোশক্যো লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা ।
সত্যসংধেন শুচিনা সুসহাযেন ধীমতা ।।
যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তঃ সন্ সদেবাসুরমানবম্ ।
জলদানন্দযেৎসর্বমন্যথা তৎপ্রকোপযেৎ ।। যাজ্ঞ. ১.৩৫৪-৫৬
তু. মনু.৭.১৭; ৭.২৭; ৭.২৮; ৭.৩০

[68] মৃগযাপানমক্ষাংশ্চ বর্জ্জযেত্ পৃথিবীপতিঃ ।
এতাংস্তু সেবমানস্তু বিনষ্টাঃ পৃথিবীক্ষিতঃ ।।
বহবো নৃপশার্দ্দূল তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ।
বৃথাটনং দিবাস্বপ্নং বিশেষেণ বর্জ্জযেৎ ।।
বাকপারুষ্যং ন কর্ত্তব্যং দণ্ডপারুষ্যমেব চ ।
পরোক্ষনিন্দা চ তথা বর্জ্জনীযা মহীক্ষিতা ।। মৎস্য. ২২০.৮-১০

[69] দিবাস্বপ্নং বৃথাট্যাঞ্চ বাকপারুষ্যং বিবর্জ্জযেৎ।
নিন্দাঞ্চ দণ্ডপারুষ্যমর্থদূষণমুৎসৃজেৎ ।। অগ্নি. ২২৫.৫

[70] কামং ক্রোধং মদং মানং লোভং দর্পঞ্চ বর্জ্জযেৎ । অগ্নি. ২২৫.৭

রাজা অবশ্যই এই দ্বিবিধ দোষ ত্যাগ করবেন। প্রাচীর নির্মাণ, পরিখার সুরক্ষা, পুরাতন দুর্গাদির সংস্কার বিধান, বিবিধ স্থান হতে কর, অর্থসংগ্রহ অথবা এগুলির অভাব, অযোগ্য পাত্রে দান এগুলি হল অর্থদূষণ। অপরদিকে অসৎ কর্মের আরম্ভ করা হল অর্থবিষয়ক দূষণ [71]।

কর্তব্যহীন রাজার নিন্দা : রাজা যদি কর্তব্য পালন না করেন অর্থাৎ অমাত্যাদি সকল প্রকার সহায় থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ রাজ্যের অপরাপর অঙ্গ সক্রিয় হলেও যদি নিজ দুর্বলতাবশতঃ প্রজাগণের সুরক্ষা বিধান করতে না পারেন, তাঁর উপস্থিতিতেই দস্যুগণ প্রজাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে চলে যায় তাহলে সেই রাজাকে মৃতবৎ জানতে হবে[72]।

[71] অর্থস্য দূষণং রাজা দ্বিপ্রকারাং বিবর্জ্জযেৎ ।
অর্থানাং দূষণঞ্চৈকং তথার্থেষু চ দূষণম্ ।।
প্রাকারাণাং সমুচ্ছেদো দুর্গাদীনামসৎক্রিযা ।
অর্থানাং দূষণং প্রোক্তং বিপ্রকীর্ণত্বমেব চ ।।
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রে দানমেব চ ।
অর্থেষু দূষণং প্রোক্তমসৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনম্ ।। মৎস্য. ২২০.১১-১৩

[72] বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদিধ্রযন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ ।
সংপশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি ।। মনু. ৭.১৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্তঃরাজ্য প্রশাসন ও রাজার দায়িত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্তঃরাজ্য প্রশাসন ও রাজার দায়িত্ব

একটি রাজ্যের প্রশাসনিক সাফল্য নির্ভর করে আন্তঃরাজ্য প্রশাসন পরিচালনার দক্ষতা ও পররাষ্ট্রীয় নীতির সার্থক রূপায়ণের উপর। আবার পররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকাংশেই আন্তঃরাজ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তথাপি বর্তমান অধ্যায়ে সাধারণভাবে আন্তঃরাজ্য প্রশাসন পরিচালনায় রাজার দায়িত্বের উপর আলোকপাত করা হবে।

প্রজাদের প্রতি আচরণ: প্রজাদের প্রতি রাজার আচরণই তার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে। তাই *অগ্নিপুরাণ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও মনুসংহিতা* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রজাদের প্রতি রাজার আচরণ কেমন হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পিতা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন, নিজ দেশবাসীর প্রতি রাজার আচরণও তদ্রূপ হওয়া উচিত বলে *মনুসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে[73]। প্রজাদের প্রতি রাজার আচরণ বিষয়ে *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* উক্ত হয়েছে – রাজা ব্রাহ্মণদের প্রতি ক্ষমাশীল, প্রিয় পাত্র বা ভালোবাসার পাত্রের প্রতি সরলতা সম্পন্ন, শত্রুর প্রতি ক্রোধী, প্রজাবর্গের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করবেন[74]। প্রজাদের প্রতি এতাদৃশ আচরণ করার কারণ হল – ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করলে প্রজাদের পুণ্যের একষষ্ঠাংশ রাজা পান। তাই প্রজাপালন ভূমি প্রভৃতি দানের থেকেও অধিক ফলদায়ক বলে কথিত হয় [75]। মনু বলেছেন - যিনি প্রজাদের অভয় দান করেন, তাঁর সেই কাজ যজ্ঞের তুল্য। প্রজাদের দুর্জনের হাত থেকে রক্ষা করলে যেমন প্রজাদের ধর্মকর্মের ষষ্ঠভাগ তিনি লাভ করেন, তেমনি প্রজারক্ষণের অভাবে তাদের পাপের ষষ্ঠাংশের ভাগীদার হন। যিনি প্রজারক্ষণ না করেই তাদের কাছ থেকে *কর-শুল্ক-অর্থদণ্ডাদি* গ্রহণ করেন, তিনি নরক গমন করেন[76]। কৌটিল্য বলেছেন, ধর্মানুসারে প্রজাদের যিনি রক্ষা করেন সেই রাজা স্বর্গে গমন করেন, কিন্তু এর ব্যতিক্রম যিনি করেন অর্থাৎ প্রজাদের রক্ষণ করেন না বা মিথ্যাদণ্ড বা অনায্য দণ্ড প্রয়োগ করেন তার নরক গমন হয়[77]।

---

[73] সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারযেদ্ বলিম্ ।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্তেত পিতৃবন্নৃষু ।। মনু. ৭.৮০

[74] ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী স্নিগ্ধেষ্বজিহ্মঃ ক্রোধনোহরিষু।
স্যাদ্রাজা ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসু চ যথা পিতা।। যাজ্ঞ., ১.৩৩৪

[75] পুণ্যাৎ ষড়ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালন্।
সর্ব্বদানাধিকং যস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনম্।। যাজ্ঞ, ১.৩৩৫

[76] মনু, ৩০৩-৮

[77] অর্থশাস্ত্র, ৩.১.১১

প্রজা মাত্রের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, প্রিয় বাক্য বলা, পরের দুঃখ দূর করা, শরণাগত ও দুর্বলদের রক্ষা এবং দরিদ্রদের ভরণাদি করা রাজার কর্তব্য বলে *অগ্নিপুরাণে* বিহিত হয়েছে।[78] কারণ, যে দেহ সকল প্রকার ব্যধি মন্দির, যে দেহ একদিন অবশ্যই বিনষ্ট হবে তার জন্য রাজাকে নীচমার্গে গমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। মনুর মতে, যে রাজা মূঢ়তাবশতঃ প্রজাসাধারণের পীড়া সৃষ্টি করেন, সেই রাজা রাজ্যচ্যুত হন এবং তার বিনাশ ঘটে[79]। *মনুসংহিতায়* রাজাকে অত্যাচারী প্রবঞ্চক রাজকর্মচারীদের যথোপযুক্ত দণ্ড দিয়ে তাদের কবল থেকে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে [80]।

কর সংগ্রহ : সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অন্যতম হল কোষ। কোষের গুরুত্ব প্রতিপাদন করে বলা হয়েছে – ভৃত্যভরণ, দান, প্রজা ও মিত্র পরিগ্রহ, ধর্মকামাদিভেদ, দুর্গসংস্কার ও অলঙ্করণ ইত্যাদি বহুবিধ কাজ কোষব্যসনহেতু ব্যাহত হয়, তাই কোষ-কে রাজার মূল বলা হয়[81]। বস্তুতঃ এই কর-শুল্ক সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ ই রাজকোষে অর্থাগমের অন্যতম প্রধান উপায়। প্রজাসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি রাজা তার রাজ্যস্থিত সুবর্ণ, ধান্য প্রভৃতিরও উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন বলে *মৎস্যপুরাণে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে[82]। মনু বলেছেন - নিজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, রাজ্যের সমৃদ্ধি ও দুষ্টের দমন ও শিষ্ট প্রজাদের রক্ষার জন্য করসংগ্রহ রাজার অবশ্য কর্তব্য বলে *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে[83]। দুষ্টগণের দমন করে শাস্ত্রোক্ত করগ্রহণ করে তার অর্ধাংশ কোষে স্থাপন করে অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ দ্বিজগণকে বিতরণ করার নির্দেশ *অগ্নিপুরাণে* দেওয়া হয়েছে[84]। *গরুড়পুরাণেও* করের মাধ্যমে

---

[78] প্রজাঃ সমনুগৃহ্নীযাৎ কুর্য্যাদাচারসংস্থিতম্।
বাক্ সূণৃতা দযা দানং হীনোপগতরক্ষণম্।।
ইতিবৃত্তং সতহসাধুহিতং সৎপুরুষব্রতম্। অগ্নি., ২৩৮.১১-১২

[79] মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্শযত্যনবেক্ষযা।
সোহচিরাদ্ ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ।।
শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীযন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণৎ।। মনু, ৭.১১১-১২

[80] রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রাযেণ তেভ্যো রক্ষেৎইমাঃ প্রজাঃ।।
যে কার্যিকেভ্যোহর্থমেব গৃহ্নীযুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্বস্বমাদায় রাজা কুর্যাৎ প্রবাসনম্।। মনু, ৭.১২৩-২৪

[81] সামন্তাদিকৃতে দোষে নশ্যেৎ তদ্বাসনাচ্চ তৎ।
ভৃত্যানাং ভরণং দানং প্রজা-মিত্র পরিগ্রহঃ।।
ধর্ম্মকামাদিভেদশ্চ দুর্গসংস্কারভূষণম্।
কোষাৎ তদ্ব্যাসনাদ্ধন্তি কোষমূলো হি ভূপতিঃ।। অগ্নি, ২৪১. ২১-২২

[82] সঞ্জাতমুপজীবেৎ তু বিন্দতে স মহৎ ফলম্।
রাষ্ট্রাদ্ধিরণ্যং ধান্যঞ্চ মহীং রাজা সুরক্ষিতাম্।। মৎস্য, ২২০.৪৩

[83] দুষ্টসম্মর্দ্দনং কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রোক্তং করমাদদেৎ। অগ্নি. ২২৩.১৩

[84] কোষে প্রবেশযেদর্দ্ধং নিত্যঞ্চার্দ্ধ নিজে দদেৎ। অগ্নি. ২২৩.১৪

সংগৃহীত অর্থের দ্বারা রাজাকে প্রথমে নিজের রক্ষা এবং অবশিষ্টাংশ দ্বিজগণকে দান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নিজ রক্ষা ও দ্বিজগণের ভরণপোষণের দ্বারা রাজাকে ধনসঞ্চয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[85]। ধর্মশাস্ত্রেও রাজাকে প্রজাদের কাছ থেকে বার্ষিক করসংগ্রহের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যদিও সেখানে দ্বিজকে অর্দ্ধাংশ দেবার কোন নির্দেশ নেই। তবে এই কর গ্রহণকালেও রাজাকে মানবিক হতে বলা হয়েছে। মনু বলেছেন - জোঁক, গোবৎস ও ভ্রমর যেমন (যথাক্রমে) রক্ত, দুধ ও মধু অল্প অল্প করে সংগ্রহ করে তেমনি রাজাও প্রজাদের কাছ থেকে অল্প অল্প বাৎসরিক কর সংগ্রহ করবেন তাদের পীড়িত না করে[86]।

রাজা রাষ্ট্রজাত পণ্যের বিংশতিভাগ গ্রহণ করবেন এবং পররাষ্ট্র থেকে আনীত দ্রব্যের ক্ষয়-ব্যয় বিচার সাপেক্ষে বণিকগণের লভ্যাংশের বিংশাংশ রাজা গ্রহণ করবেন বলে বিধান দেওয়া হয়েছে *অগ্নিপুরাণে*[87]। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে – বণিকদের সার্বিক যোগক্ষেম বিচার করে তাদের কাছ থেকে রাজা করসংগ্রহ করবেন[88]। শুক ধান্যের ছয় ভাগ, শিম্বি ধান্যের আট ভাগ, পশু ও হিরণ্যের পঞ্চষড়ভাগ, ঔষধি- রস-পুষ্প-মধু ইত্যাদির ষড় ভাগ দেশ কাল পাত্র অনুসারে গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[89]। রাজাকে সমর্থ অমাত্যাদির দ্বারা প্রজাদের কাছ থেকে বাৎসরিক ধান্যাদি শস্যের শাস্ত্রসম্মত কর সংগ্রহ করার পরামর্শ *মনুসংহিতায়* দেওয়া হয়েছে[90]। পশু এবং সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ এবং ভূমির উর্বরতা ও কৃষিকার্যে ব্যয়ের উপর নির্ভর করে ধান্যাদি শষ্যের ছয়, আট বা বারো ভাগের একভাগ রাজা কর হিসেবে গ্রহণ করবেন[91]।

---

[85] এতদর্থং প্রকুর্বন্তি রাজানো ধনসঞ্চয়েম্।
রক্ষযিত্বা তু চাত্মানং যদ্ধনং তদ্দ্বিজাতযে।। গরুড়, ১১১.১৪

[86] যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্যোকোবৎসষ্টপদাঃ ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ ।। মনু. ৭.১২৯

[87] স্বরাষ্ট্রপণ্যাদাদদ্যাদ্রাজা বিংশতিমং দ্বিজ।
শুল্কাংশং পরদেশাচ্চ ক্ষযব্যযপ্রকাশকম্।
জ্ঞাত্বা সঙ্কল্পযেচ্ছুল্কং লাভং বনিগযথাপ্নুযাৎ
বিংশাংশং লাভমাদদ্যাদ্দণ্ডনীযস্ততোহন্যথা।। অগ্নি., ২২৩.২৩-২৫

[88] ক্রযবিক্রযমধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যযম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপযেৎ করান্।। মনু.,৭.১২৭

[89] শুকধান্যেষু ষডভাগ্যং শিম্বিধান্যে তথাষ্টমম্।
রাজা কন্যার্থমাদদ্যাদ্দেশকালানুরূপকম্
পঞ্চষডভাগমাদদ্যাদ্রাজা পশু-হিরণ্যযোঃ।।
..... ষডভাগমেব চাদদ্যান্মধু মাংসস্য সর্পিষঃ।। অগ্নি., ২২৩.২৬-২৯

[90] সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহরয়েৎ বলিম্। মনু., ৭.৮০

[91] পঞ্চাশদ্ভাগ আদেযো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যযোঃ ।

রাজা নিজে ম্রিয়মাণ হলেও ব্রাহ্মণদের নিকট থেকে তাঁকে কর সংগ্রহ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[92]। একইভাবে মনু বলেছেন, রাজা ধনহীন হলেও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে করগ্রহণ করবেন না এবং তারা যাতে ক্ষুধায় কাতর না হন তার ব্যবস্থাও রাজাকে করতে হবে[93]। এর কারণ বিশ্লেষণ করে মনু বলেছেন, রাজা কর্তৃক রক্ষিত সেই সকল শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যা ধর্মানুষ্ঠান করবেন তার দ্বারা রাজার যশ, ধনসম্পদ এবং আয়ুবৃদ্ধি হয়[94]। *অগ্নিপুরাণে* স্ত্রী, প্রব্রজিতদের নিকট থেকেও রাজাকে তরশুল্ক গ্রহণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[95]।

অগ্নিপুরাণে রাজ্যের শিল্পীগণকে বছরের কোন একদিন বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু রাজাকে তাদের আহার প্রদানের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে[96]। *মনুসংহিতায়* রাজাকে রাজ্যের কারুজীবী, শিল্পী, শূদ্র বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর গ্রহণের পরিবর্তে মাসে একদিন করে কাজ করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাজা প্রজাদের প্রতি স্নেহবশতঃ করগ্রহণ না করলে রাজা তথা রাষ্ট্রের মূলোচ্ছেদ ঘটে, আবার অধিক করগ্রহণ করলে নিজের তথা প্রজাদের মূলোচ্ছেদ ঘটে[97]।

সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অন্যতম অঙ্গরূপে অমাত্যের উল্লেখ বিভিন্ন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ অমাত্য শব্দের অর্থ হল রাজার সহায়[98]। *মনুসংহিতায়* সচিব পদটির উল্লেখ

ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ।।
আদদীতাথ ষড়ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্ ।
গন্ধৌষধিরসানাং চ পুষ্পমূলফলস্য চ ।।
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্মণাম্ ।
মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্বস্যাশ্মময়স্য চ ।। মনু. ৭.১৩০-৩২

[92] ম্রিয়ন্নপি ন চাদদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যস্তথা বরম্।। অগ্নি., ২২৩.৩০

[93] ম্রিয়মাণোপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্ ।
ন চ ক্ষুধ্যাস্য সংসীদেচ্ছোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্ ।। মনু. ৭.১৩৩

[94] সংরক্ষ্যমাণো রাজ্ঞা যং কুরুতে ধর্মমন্বহম্।
তেনায়ুর্বর্ধতে রাজ্ঞো দ্রবিণং রাষ্ট্রমেব চ ।। মনু. ৭.১৩৬

[95] স্ত্রীণাং প্রব্রজিতানাঞ্চ তরশুল্কং বিবর্জ্জয়েৎ । অগ্নি,২২৩.২৫

[96] কর্ম্মকুর্য্যুর্নরেন্দ্রস্য মাসেনৈকঞ্চ শিল্পিনঃ।
ভুক্তমাত্রেন যে চান্যে স্বশরীরোপজীবিনঃ।। অগ্নি., ২২৩.৩৩

[97] কারুকাঞ্চ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ ।।
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাঞ্চাতিতৃষ্ণয়া ।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীডয়েৎ ।। মনু. ৭.১৩৮-৩৯

[98] অমাত্য সহ সমীপে বা ভবঃ। অমর, ২.৮

আছে[99]। অবশ্য টীকাকার কুল্লূকভট্ট ধীসচিব এবং কর্মসচিব - এই দুই প্রকার ভেদ নির্দেশ করেছেন[100]। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* অমাত্য ও মন্ত্রী- এই দুইয়ের স্পষ্ট ভেদ পরিলক্ষিত হয় [101]। *অমরকোষে* মন্ত্রীকে ধীসচিব এবং অমাত্যকে কর্মসচিব বলা হয়েছে [102]।

সহায় : একজন সর্বগুণসম্পন্ন, বিচক্ষণ, কূটনীতিপরায়ণ, প্রজাহিতৈষী রাজাই সুষ্ঠুরূপে রাজ্য শাসন করতে পারেন। রাজা রাজ্যের প্রধান। কিন্তু রাজকার্য্যের মত কঠিন কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য পুরাণে সহায়-গণের উল্লেখ করা হয়েছে।

সহায় নিযুক্তির কারণ : *মনুসংহিতায়* উক্ত হয়েছে – অত্যন্ত সহজ কাজও কারও একার পক্ষে করা মুশকিল। সুতরাং রাজ্যশাসনের মত দুরূহ কাজ কোন একজন সহায়হীন রাজার পক্ষে করা মুশকিল[103]। *মৎস্যপুরাণেও* বলা হয়েছে – সহায়হীন ভাবে কোনও ব্যক্তি সাধারণ কার্য্যও সম্পাদন করতে পারে না, আর রাজার পক্ষে রাজকার্য্যের মত দুরূহ কার্য্য কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। তাই রাজা সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার পর প্রথমেই যোগ্য ও উন্নতগুণসম্পন্ন সহায় নিযুক্ত করবেন[104]। কৌটিল্য বলেছেন – রাজ্য সহায়সাধ্য, এক চাকায় যেমন রথ চলে না, তেমনি সহায়হীন রাজার পক্ষেও একা রাজ্যশাসন সম্ভব না।

সহায় নিয়োগ বিষয়ে রাজার কর্তব্য : যে কোনও ব্যক্তিকেই সহায়রূপে নিযুক্ত করা উচিত নয়, তাদের নির্দিষ্ট কিছু গুণসম্পন্ন হতে হবে। *মৎস্যপুরাণানুসারে* সাধুতা, রূপ, গুণ ও বলসম্পন্ন কুলীন ও শ্রীমান ব্যক্তিগণকে রাজা সহায় হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন[105]। রাজা তাঁর কার্যের অনুকূল সহায়গণকে বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তবেই নিযুক্ত করবেন। *মৎস্যপুরাণে* সপ্তবিধ সহায়ের কথা বলা হয়েছে[106]। তাদের পারদর্শিতা,

---

[99] মৌলাঞ্ শাস্ত্রবিদঃ শূরাল্লঁব্ধলক্ষ্যান্ কুলোদগতান্।
সচিবান্ সপ্তচাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্।। মনু, ৭.৫৪

[100] তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদগতান্।
শুচীনাকর-কর্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে।। মনু, ৭.৬২

[101] অর্থ, ১.৮.২৯

[102] অমর, ২.৮.৪

[103] অপি যৎ সুকরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোহসহাযেন কিমু রাজ্যং মহোদযম্।। মনু, ৭.৫৫

[104] যদপ্যল্পতরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুশ্চরম্ ।
পুরুষেণাসহাযেন কিমু রাজ্যং মহোদযম্ ।। মৎস্য. ২১৫.৩

[105] রূপ-সত্ত্ব-গুণোপেতান্ সজ্জনান্ ক্ষমযান্বিতান্ ।
ক্লেষক্ষমান্ মহোৎসাহান্ ধর্ম্মজ্ঞাংশ্চ প্রিযংবদান্ ।। মৎস্য. ২১৫.৫

[106] এবং সপ্তাধিকারেষু পুরুষাঃ সপ্ত তে পুরে ।

কুল, শৌর্য, বীর্য, নীতিবোধ ইত্যাদি বিচার করে পারিশ্রমিক ধার্য করবেন। *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – রাজা সহায়দের যোগ্যত্ব বা ক্ষমতা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে সঠিক কার্যে নিযুক্ত করবেন অর্থাৎ উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে কার্য্যসমূহের দায়িত্ব সহায়দের উপর অর্পণ করবেন[107]। যারা ব্রহ্মিষ্ঠ তাদের ধর্মকার্যে, শূর ও বীরদের সংগ্রামকার্যে, নপুংসকদের স্ত্রীবিষয়ক কার্য্য এবং অন্তঃপুরকার্য্যে নিয়োগ করবেন। যারা তীক্ষ্ণ তাদের দারুণ কার্য্যে নিয়োগ করবেন। অর্থাৎ পরীক্ষার পর যাকে যে কার্যে পারদর্শী মনে হবে তাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করবেন। সহায় নির্বাচন করার জন্য পিতৃপৈতামহাদি ক্রমে নিযুক্ত ভৃত্যদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

মনুসংহিতায় রাজার কার্যসহায়রূপে সচিব পদটির প্রয়োগ আছে। রাজাকে বংশ পরম্পরাক্রমে রাজসেবক, নানাবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী, বীর, লক্ষ্যভেদে সুনিপুণ, সদ্বংশজাত, সুপরীক্ষিত সাত বা আটজন-কে সচিব হিসেবে নিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে সাধারণভাবে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, সংশ্রয়াদি ষাড়গুণ্য, দণ্ড-কোষ-পুর-রাষ্ট্রাত্মক চতুর্বিধ স্থান, ধান্য-হিরণ্যাদির উৎপত্তিস্থান, রাজার নিজের তথা রাষ্ট্রের রক্ষা এবং লব্ধ অর্থের সৎপাত্রে প্রতিপাদনাদির মত বিষয়গুলি আলোচনা করবেন। এরপর পৃথক পৃথকভাবে তাদের অভিপ্রায় জেনে সামগ্রিকভাবে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যাতে নিজের তথা রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধিত হয়[108]। বস্তুত এঁরা রাজাকে মন্ত্রণা দিয়ে সাহায্য করতেন, কাজেই এদের ধীসচিব বা মন্ত্রী বলা যেতে পারে। মন্ত্রীদের মধ্যে ধার্মিকত্বাদি বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন, বিদ্বান ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সাথে সন্ধি-বিগ্রহাদি ষাড়গুণ্য বিষয়ক চূড়ান্ত মন্ত্রণা করবেন, এমনকি প্রয়োজনে তার উপর আস্থা রেখে সকল কার্যভার অর্পণ করবেন বা তার সঙ্গে স্থির করে কার্য আরম্ভ করবেন[109]। *যাজ্ঞবল্ক্যমতে*, অভিষিক্ত হওয়ার পর রাজা

পরীক্ষ্য চাধিকার্য্যাঃ স্যু রাজ্ঞা সর্ব্বেষু কর্ম্মেষু ।। মৎস্য. ২১৫.৪২

[107] ... জ্ঞাত্বা বৃত্তির্বিধিয়তে ।
উত্তমাধমমধ্যানি বুদ্ধা কর্ম্মাণি পার্থিবঃ । অগ্নি, ২২০.১০

[108] মৌলাঞ্চ শাস্ত্রবিদঃ শূরাঁল্লব্ধলক্ষ্যান্ কুলোদগতান্ ।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্ ।।
অপি যৎ সুকরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্ ।
বিশেষত্যোসহাযেন কিমু রাজ্যং মহোদযম্ ।।
তৈঃ সার্ধং চিন্তযেন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্ ।
স্থানং সমুদযং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ ।।
তেষাং স্বং স্বমাভিপ্রাযমুপলভ্য পৃথক্ ।
সমস্তানাঞ্চ কার্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ ।। মনু. ৭.৫৪-৫৭

[109] সর্বেষান্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা ।
মন্ত্রযেৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়গুণ্যসংযুতম্ ।।
নিত্যং তস্মিন্ সমাশ্বস্তঃ সর্বকার্যাণি নিক্ষিপেৎ ।
তেন সার্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম সমারভেৎ ।। মনু. ৭.৫৮-৫৯

হিতাহিত বিবেচনাশীল, বংশানুক্রমে আগত, গম্ভীর প্রকৃতিযুক্ত, পবিত্র ব্যক্তিদের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করবেন[110]। এতদতিরিক্ত কিছু সচিবকেও মনু নিয়োগ করতে বলেছেন যাদের অর্থসংক্রান্ত শুচিতা আছে, প্রাজ্ঞ, কার্যে নিপুণ, অর্থসংগ্রহে পারদর্শী এবং সুপরীক্ষিত। কুল্লূকের মতে তাঁরা হলেন কর্মসচিব। সেই সচিবদের মধ্যে যে বা যারা বীর, চতুর, সদ্বংশজাত, নির্লোভ ব্যক্তি তাদের আকর (সুবর্ণাদির উৎপত্তিস্থল) এবং কর্মান্ত ধান্যাদি সংগ্রহস্থলে[111] এবং ভীরুদের অন্তঃপুরকর্মে নিযুক্ত করবেন[112]।

কিন্তু সুবিশাল রাজ্যের বহুবিধ কার্য সম্পাদনার্থ এবং পররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার্থে বিভিন্ন পদে আরও বহু ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে হয়। বর্তমান পরিসরে স্বল্পাকারে তা উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

সেনাপতি : রাজাকে আত্মসুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সুরক্ষার উপর বিশেষ নজর দিতে হয়। নিজের তথা রাজ্যের সুরক্ষা বিধানার্থে একজন সুদক্ষ রাজা শত্রু বিনাশে সদা তৎপর হবেন[113]। স্বরাষ্ট্রে এবং পররাষ্ট্রে আধিপত্য বিস্তার করতে এই কাজে তাকে সাহায্য করেন সেনাপতি এবং তদধীনস্থ সৈন্যবাহিনী। মনু বলেছেন – অমাত্যের উপর দণ্ড নির্ভরশীল[114]। কুল্লূকভট্ট অমাত্য-র অর্থ করেছেন, সেনাপতি[115]। *মৎস্যপুরাণানুসারে* ধনুর্বেদাদি অস্ত্রশাস্ত্র বিশারদ, সুশিক্ষিত, কূটনীতিপরায়ণ, প্রাকৃতিক লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, কুলীন, শীলবান্ ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা রাজার কর্তব্য[116]। আবার *অগ্নিপুরাণে* কথিত আছে – রাজা সুদক্ষ, বিচক্ষণ, কূটনীতিজ্ঞ, শক্তিশালী ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় পুরুষকেই *সেনাপতি* পদে নিয়োগ করবেন।

প্রতিহার : রাজার অপর গুরুত্বপূর্ণ কার্যসহায়ক হল প্রতিহার। রাজা তার রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা জানার জন্য প্রতিহার নিয়োগ করেন। প্রতিহারের বাঞ্ছিত গুণ সম্বন্ধে *মৎস্যপুরাণে* উক্ত হয়েছে – প্রতিহারীগণ দক্ষ হবেন, কখনোই উদ্ধত হবেন না,

---

[110] সমন্ত্রিণঃ প্রকুর্ব্বীত প্রজ্ঞান্ মৌলান্ স্থিরান্ শুচীন ।
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তযেদ্রাজ্যং বিপ্রেণাথ ততঃ স্বযম্ ।। যাজ্ঞ. ১.৩১২

[111] অন্যানপি প্রকুর্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্ ।
সম্যগর্থসমাহর্তৃনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্ ।। মনু. ৭.৬০

[112] তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদগতান্ ।
শুচীনাকরকর্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে ।। মনু. ৭.৬২

[113] স্বরাষ্ট্রে ন্যাযবৃত্তঃ স্যাত ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু । মনু, ৭.৩২

[114] অমাত্যে দণ্ড আযত্তো দণ্ডে বৈনযিকী ক্রিযা । মনু,৭.৬৫

[115] অমাত্যে সেনাপতৌ হস্ত্যশ্বপাদাতাদ্যাত্মকো দণ্ড আযত্তঃ । কুল্লূক, মনু, ৭.৬৫

[116] রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিযোথবা ।। মৎস্য. ২১৫.১০

সকলের চিত্ত জয় করতে সক্ষম, প্রিয়বাদী হবেন[117]। আবার *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – বৃহৎ রাজ্যে রাজার পক্ষে সকল দিকে সমান ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, সৎ, পারদর্শী প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়[118]।

দূত ও চর : রাজার পররাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে, পররাষ্ট্রনীতির রূপায়ণে দূতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একইভাবে চরের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ দূত ও চর যেন একে অপরের পরিপূরক – লক্ষ্য এক, কার্যপদ্ধতি ভিন্ন। *অগ্নিপুরাণে* দূতকে চরের ভেদ রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে – দূত হল প্রকাশ চর এবং চর হল অপ্রকাশ [119]।

দূতের কর্তব্য বিষয়ে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, সন্ধি ও বিগ্রহ দূতের অধীন। কারণ এই দূতই পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাজাদের মিলন ঘটাতে পারে, আবার মিত্রভাবাপন্ন রাজাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করতে পারে। দূত শত্রুরাজার আকার-ইঙ্গিত, এবং তার ভৃত্যগণের আকার-ইঙ্গিত থেকে শত্রু রাজার অভিপ্রায় জানার চেষ্টা করবেন[120]। রাজাকে সকলশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানী, ইঙ্গিত, আকার ও আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, শুদ্ধচরিত্র, সদ্বংশজাত এবং কার্যনিপুণ ব্যক্তিদের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করার পরামর্শ *মনুসংহিতায়* দেওয়া হয়েছে[121]।

মৎস্যপুরাণে দূত-এর গুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে – যে সকল ব্যক্তি যথোক্তবাদী অর্থাৎ যা ঘটেছে ত রাজার অপ্রিয় হলেও বর্ণনা করেন, বিবিধ দেশ ও ভাষা বিষয়ে বিশারদ, কষ্টসহিষ্ণু এবং সুবক্তা হয় তাদের রাজা দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করবেন[122]। *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – রাজা মিষ্টভাষী, সৎ, অক্ষীণ, অতিশয় বলবান এবং ছলনা ধারণ

---

[117] প্রাংশুঃ সুরূপো দক্ষশ্চ প্রিযবাদী ন চোদ্ধতঃ ।
চিত্তগ্রাহশ্চ সর্ব্বেষাং প্রতিহারো বিধিযতে ।। মৎস্য. ২১৫.১১

[118] কুলীনো নীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ প্রতিহারশ্চ নীতিবিৎ ।। অগ্নি. ২২০.২

[119] চরঃ প্রকাশো দূতঃ স্যাদপ্রকাশশ্চরো দ্বিধা । অগ্নি, ২৪১.১২

[120] অমাত্যে দণ্ড আযত্তো দণ্ডে বৈনযিকী ক্রিযা ।
নৃপতৌ কোষরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্যযৌ ।।
দূত এব হি সন্ধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্ ।
দূতস্তৎ কুরুতে কর্ম ভিদ্যন্তে যেন মানবাঃ ।।
স বিদ্যাদস্য কৃত্যেষু নিগূঢেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ ।
আকারমিঙ্গিতং চেষ্টাং ভৃত্যেষু চ চিকীর্ষিতম্ ।। মনু. ৭.৬৫-৬৭

[121] দূতং চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদগতম্ ।। মনু. ৭.৬৩

[122] যথোক্তবাদী দূতঃ স্যাদ্দেশভাষাবিশারদঃ ।
শক্তক্লেশসহো বাগ্মী দেশ-কালবিভাগবিৎ ।।
বিজ্ঞাত দেশ-কালশ্চ দূতঃ স স্যান্মহীক্ষিতঃ ।
বক্তা নযস্য যঃ কালে স দূতো নৃপতের্ভবেৎ ।। মৎস্য. ২১৫.১২-১৩

করতে পটু লোকদেরই দূত হিসাবে নিযুক্ত করবেন[123]। এই *পুরাণেই* অন্যত্র বলা হয়েছে – প্রগল্ভ, স্মৃতিমান, বাগ্মী, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যস্তকর্মা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই রাজার দূত হবার যোগ্য। *অগ্নিপুরাণে* তিন প্রকার দূতের কথা স্বীকার করা হয়েছে – নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও শাসনহারক। এরা পরস্পরের তুলনায় এক-এক পাদ নিকৃষ্ট[124]। দূতের কার্য প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে – দূত কখনও অবিজ্ঞাত হয়ে শত্রুপুরীতে বা সভায় প্রবেশ করবে না। কার্যার্থকাল অবধি অপেক্ষা করবে এবং অনুমতি পেলে তবে নিষ্ক্রান্ত হবে। প্রতিপক্ষ রাজার শারীরিক লক্ষণ এবং দৃষ্টিক্ষেপ থেকে অনুরাগ-বিরাগ অনুধাবনের, দোষ-ত্রুটিরূপ ছিদ্রান্বেষণের, কোষ-মিত্র ও বল সম্পর্কে চেষ্টা করবে। উভয় পক্ষের চতুর্বিধ স্তোত্র পাঠ করবে এবং তপস্বী, ব্যঞ্জন প্রভৃতি চরদের সঙ্গে অবস্থান করবে[125]।

চর : নিজ চক্ষু দিয়ে রাজ্যের সমস্ত বিষয় লক্ষ্য রাখতে পারেন না অথবা সর্বত্র বিচরণও করতে পারেন না। তাই রাজা চর নিয়োগ করবেন। তাদের চোখ দিয়েই নিজ রাজ্য এবং পররাজ্যের বিবিধ বিষয় জেনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই কারণে রাজাকে চারচক্ষুও বলা হয়। *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে - চরগণ বণিক, কৃষীবল, লিঙ্গী, ভিক্ষুকের বেশে বিচরণ করবে[126]। *মনুসংহিতায়* উক্ত হয়েছে - বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত গুপ্তচরদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে রাজা অবহিত হবেন। কুল্লূকভট্ট বলেছেন, প্রতিপক্ষ রাজাদের রাজ্যে নিযুক্ত চরদের কার্যকলাপ চরান্তরের মাধ্যমে রাজা সংগ্রহ করবেন। পঞ্চবর্গ অর্থাৎ *কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহকব্যঞ্জন এবং তাপসব্যঞ্জন* - এই পাঁচপ্রকার গুপ্তচর সম্বন্ধে রাজা যথাযথরূপে অবহিত হবেন এবং তাদের মাধ্যমে দ্বাদশ রাজমণ্ডলস্থিত রাজাদের প্রতি তাদের অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের অনুরাগ-বিরাগ এবং ঐ সব রাজাদের প্রচার অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে অভিলাষ জানাবার চেষ্টা করবেন[127]। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* রাজাকে প্রাতঃকালে নির্দিষ্ট কিছু কাজ সেরে চরদের সঙ্গে সাক্ষাত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং সন্ধ্যাকালীন আরতি সমাপনান্তে সেই চরদের কাছ থেকে গোপন বৃত্তান্ত জানতে বলা হয়েছে[128]।

---

[123] দূতশ্চ প্রিযবাদী স্যাদক্ষীণ্যেতিবলান্বিতঃ ।। অগ্নি. ২২০.২

[124] নিসৃষ্টার্থো মিতার্থশ্চ তথা শাসনহারকঃ
সামর্থ্যাৎ পাদতো হীনো দূতস্তু ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।। অগ্নি, ২৪১.৮

[125] নাবিজ্ঞাতং পুরং শত্রোঃ প্রবিশেচ্চ ন সংসদম্।
কালমীক্ষেত কার্য্যার্থমনুজ্ঞাতশ্চ নিষ্পতেৎ.....
তপস্বিব্যঞ্জনোপেতৈঃ সুচরৈঃ সহ সংবসেৎ।। অগ্নি, ২৪১.৯-১১

[126] চরঃ প্রকাশো দূতঃ স্যাদপ্রকাশশ্চরো দ্বিধা।। অগ্নি, ২৪১.১২

[127] দূতসম্প্রেষণঞ্চৈব কার্যশেষং তথৈব চ।
অন্তঃপুরপ্রচারঞ্চ প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্।।
কৃৎস্নং চাষ্টবিধং কর্ম পঞ্চবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্য চ।। মনু, ৭.১৫৩-১৫৪

[128] হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাণ্ডাগারেষু নিক্ষিপেৎ।
পশ্যেচ্চারাংস্ততো দূতান্ প্রেরযেন্মন্ত্রিসংযুতঃ.....

সান্ধিবিগ্রহিক : রাজ্যের প্রয়োজনে কখনও কোনও দেশের সাথে সন্ধি করতে হয়, কালান্তরে সেই দেশের সাথেই বিগ্রহ করতে হয় বা অন্য কারও সাথে বিগ্রহ করতে হয়। তার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সান্ধিবিগ্রহিক এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। *অগ্নিপুরাণ*মতে, এই সান্ধিবিগ্রহিক ষাড়গুণ্যবিশারদ অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় বিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন[129]।

ধর্মাধিকারী : প্রশাসন সুষ্ঠু পরিচালনা করতে হলে অন্যায়কারীর শাস্তিবিধান জরুরী। একারণে বিচারব্যবস্থা উন্নত হওয়া উচিত। ধর্মশাস্ত্রসমূহে বিচারালয়ে রাজা ছাড়াও প্রাড্বিবাক বা বিচারকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা রাজাকে পরামর্শ দিতেন, রাজার অবর্তমানে বিচার পরিচালনা করতেন। *নারদস্মৃতিতে* একাধিক প্রাদ্বিবাকের উল্লেখ পাওয়া যায়। *পুরাণ*সমূহেও রাজার পরামর্শদাতারূপে ধর্মাধিকরণে অর্থাৎ বিচারালয়ে ধর্মাধিকারী নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। *মৎস্যপুরাণানুসারে* এই ধর্মাধিকারীগণ হবেন ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ, শত্রু-মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ পক্ষপাতহীন, কুলীন ব্রাহ্মণ, লোভহীন এবং দানশীল[130]।

কোষাধ্যক্ষ : রাজ্যের সমূহ উন্নতির জন্য কোষাগারের গুরুত্ব অসীম। রাজা করসংগ্রহ করে সমস্ত সম্পদ এই কোষাগারে সঞ্চিত করেন। তারপর প্রয়োজনানুসারে অর্থ বিবিধ কার্যে ব্যবহার করেন। কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থ যাতে যথেচ্ছ ব্যবহার করা না হয় অথবা অর্থের অপচয় না হয় তার জন্য কোষাগারের যথাযথ তত্ত্বাবধানের জন্য কোষাধ্যক্ষ বা ধনাধ্যক্ষ নিয়োগ করবেন। মৎস্যপুরাণ ও *অগ্নিপুরাণ* অনুসারে সেই ব্যক্তি সকল প্রকার রত্ন, সম্পদ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হবেন। রত্নের মূল্যের তারতম্য বিষয়ে জ্ঞানী হবেন[131]।

লেখক : রাজকার্য্যের জন্য পত্রাদি প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। মিত্র-রাজ্য বা শত্রু-রাজ্যে এই পত্রাদি প্রেরণ করার জন্য দক্ষ লেখক রাজা নিয়োগ করবেন। সেই লেখকের গুণাবলী সম্বন্ধে *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে – যে সকল ব্যক্তি নানাদেশীয় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, ভাষাবিদ এবং যার অক্ষরসমূহ সমান মাত্রাযুক্ত, হস্তাক্ষর সুন্দর হবে

গীতনৃতৈশ্চ ভূঞ্জীত পঠেৎ স্বাধ্যাযমেব চ।। যাজ্ঞ, ১.৩২৮,৩৩০

[129] সান্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যঃ ষাড়গুণ্যাদিবিশারদঃ । অগ্নি.২২০.৩

[130] সম শত্রৌ চ মিত্রে চ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদঃ ।
বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্ম্মাধিকরণো ভবেৎ ।।
ধর্ম্মাধিকারিণঃ কার্য্যা জনা দানকরা নরাঃ ।
এবং বিধাস্তথা কার্য্যা রাজ্ঞা দৌবারিকা জনাঃ ।। মৎস্য. ২১৫.২৯

[131] বিজ্ঞাতা ফল্গুসারাণামনাহার্য্যঃ শুচিঃ সদা ।
নিপুনশ্চাপ্রমত্তশ্চ ধনাধ্যক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।। মৎস্য. ২১৫.৩১

সেই লোককেই রাজা লেখক হিসাবে নিযুক্ত করবেন[132]। *ধর্মশাস্ত্রে* বিচারসভায় অন্য সভ্যদের সঙ্গে লেখক নিযুক্তির কথাও বলা হয়েছে, যিনি ব্যবহারের অষ্টাঙ্গের অন্যতম[133]। ভূমিদান ইত্যাদি রাজশাসনেও লেখকের প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য।

দেহরক্ষী এবং অন্যান্য : রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। অতএব পূর্বজাত শত্রুতা থাকা স্বাভাবিক। অধিকন্তু রাজকার্য্য সম্পাদন করতে গিয়ে রাজার অজান্তে অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়। তাই ব্যক্তিগত সুরক্ষার প্রয়োজনে অভিষিক্ত হয়েই রাজা দেহরক্ষী নিযুক্ত করবেন। কিন্তু যে কোনও সাধারণ ব্যক্তির উপর সেই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। এই রক্ষীর বাঞ্ছিত গুণাবলী সম্পর্কে *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে - তিনি হবেন দীর্ঘদেহী, শূর, প্রভুভক্ত, ক্লেশসহিষ্ণু এবং সর্বদা প্রভুর হিতাকাঙ্খী। এছাড়া দেশের রক্ষার জন্যও প্রয়োজনীয় রক্ষী নিয়োগ করবেন যারা বিবিধ ভাষা জানবেন, প্রজাবর্গের আয়ব্যয়জ্ঞ হবেন, লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ[134]। দেহরক্ষীর ন্যায় রাজাকে খড়্গধারী ব্যক্তিকেও নিযুক্ত করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যিনি রূপবান্, তরুণ বয়সী, দীর্ঘদেহী, রাজার প্রতি অনুরক্ত, সৎকুলসম্ভূত এবং বীর হবেন[135]। বীর, বলশালী, গজ-অশ্ব-রথ চালনায় অভিজ্ঞ, সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করতে পারে, চারিত্রিক শুচিতাযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা ধনুর্ধর হিসেবে নিয়োগ করবেন[136]।

বৈদ্য : মনুষ্য শরীর রোগের বাসভূমি। তাই সুস্থ থাকার চেষ্টা করলেও মাঝে মধ্য বিভিন্ন রোগ শরীরে হানা দেয়। তাই রাজা বিজ্ঞ বৈদ্য, চিকিৎসককে পালন করবেন। *মৎস্যপুরাণে* বৈদ্যের গুণাবলী সম্বন্ধে বলা হয়েছে – অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৎকুলজাত, লোভহীন এবং রাজার মঙ্গলকামী ব্যক্তিই রাজবৈদ্য হওয়ার যোগ্য[137]।

---

[132] সর্ব্বদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।।
লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ ।
শীর্ষপেতান্ সুসম্পূর্নান্ সমশ্রেণীগতান্ সমান্ ।।
অন্তরান্ বৈ লিখেদ্ যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ ।
উপায বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।। মৎস্য. ২১৫.২৫-২৭

[133] নারদস্মৃতি, ১.১৫

[134] পাংশবো ব্যাযতাঃ শূরা দৃঢভক্তা নিরাকূলাঃ ।
রাজ্ঞা তু রক্ষিণঃ কার্য্যাঃ সদা ক্লেশসহাহিতা ।।
কৃতাকৃতজ্ঞো ভৃত্যানাং জ্ঞেযঃ স্যাদ্দেশরক্ষিতাঃ ।
আয-ব্যযজ্ঞো লোকজ্ঞো দেশোৎপত্তিবিশারদঃ ।। মৎস্য. ২১৫.১৪-১৭

[135] সুরূপস্তরুণঃ প্রাংশুর্দৃঢ়ভক্তিঃ কুলোচিতঃ।
শূরঃ ক্লেশসহশ্চৈব খড়্গাধারী প্রকীর্ত্তিত।। মৎস্য. ২১৫.১৮

[136] শূরশ্চ বলযুক্তশ্চ গজাশ্বরথকোবিদঃ ।
ধনুর্দ্ধারী ভবেদ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বক্লেশসহঃ শুচিঃ ।।মৎস্য. ২১৫.১৯

[137] পরম্পরাগতো যঃ স্যাদষ্টাঙ্গে সুচিকিৎসতে ।

দৌবারিক : দৌবারিক হল দ্বাররক্ষী। কার্যব্যপদেশে যে কেউ রাজার কাছে আসে, সেই ব্যক্তি বা আত্মীয় বা মিত্রকে রাজার মনের অবস্থা এবং কাজের গুরুত্ব ইত্যাদি বুঝে সাক্ষাতের জন্য তার কাছে প্রেরণ করতে হবে। তাই দৌবারিককে অবশ্যই আহ্বানকালজ্ঞ, সময়-তিথি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হবে[138]।

তাম্বুলধারী : রাজার সঙ্গে সর্বদা একজন তাম্বুলধারী থাকেন। সময়ে সময়ে রাজাকে পান দেওয়া এই তাম্বুলধারীর কাজ। এই কাজে রাজা স্ত্রী বা পুরুষকে নিয়োগ করবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই ব্যক্তি যেন ক্লেষসহিষ্ণু, রাজার ভক্ত এবং প্রিয়বাদী হয়[139]।

পাকাধ্যক্ষ : স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সকল কার্য সুষ্ঠু সম্পন্ন হয়ে থাকে। রাজার শারীরিক সুস্থতা তাঁর নিজেরঅ এবং রাজ্যের কারণেও জরুরী। স্বাস্থ্য অনেকাংশে খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যবিধির উপর নির্ভর করে। তাই রাজার জন্য উপযুক্ত পাকাধ্যক্ষ বা সূদাধ্যক্ষ[140] *অগ্নিপুরাণ* মতে নিয়োগ করা একান্ত জরুরি। *মৎস্যপুরাণ* অনুসারে পাককার্যে দক্ষ, শুচিতা সম্পন্ন, সদ্বংশজাত, শত্রু কর্তৃক অভেদ্য ব্যক্তিকে রাজা সূপাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করবেন। তাদের দীর্ঘকেশ ও নখ থাকা অবাঞ্ছনীয় [141]।

সারথি : যুদ্ধযাত্রা বা অন্যান্য রাজকার্যের প্রয়োজনে রাজাকে একস্থান থেকে অন্যত্র যেতে হত। এছাড়াও মৃগয়ার প্রয়োজনে তিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যেতে চাইলে, তাঁর একজন সারথি প্রয়োজন। *মৎস্যপুরাণানু*সারে *বলাবলজ্ঞ, রথী, স্থিরদৃষ্টি, প্রিয়ভাষী, শূর, কৃতবিদ্য* ব্যক্তিকে রাজা সারথি পদে নিযুক্ত করবেন[142]।

অশ্বাধ্যক্ষ/গজাধ্যক্ষ : রাজা যেসব বাহন ব্যবহার করেন তার মধ্যে প্রধান হল অশ্ব, হস্তি। হস্তি পৃষ্ঠে আরোহণ করে রাজা ভ্রমণ, শিকার অথবা যুদ্ধযাত্রা করেন। তাই সেই সকল হস্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যার জন্য, অশ্বগুলির পরিচর্যার জন্য অশ্বাধ্যক্ষ বা

অনাহার্য্যঃ স বৈদ্যঃ স্যাদ্ধমাত্মা চ কুলোদগতঃ ।।
প্রাণাচার্য্যঃ স বিজ্ঞেযো বচনং তস্য ভূভুজা । মৎস্য. ২১৫.৩৩-৩৪

[138] আহ্বানকালবিজ্ঞাঃ স্যুহিতা দৌবারিকা জনাঃ । অগ্নি. ২২০.৫

[139] তাম্বুলধারী না স্ত্রী বা ভক্তঃ ক্লেষসহঃ প্রিযঃ । অগ্নি.২২০.৩

[140] সূদাধ্যক্ষঃ – (সূদ্+অচ্) ব্যঞ্জন বিশেষ, সূপপ্রস্তুতকারক ।

[141] অনাহার্য্যঃ শুচির্দক্ষশ্চিকিৎসতবিদাং বরঃ ।
সূপশাস্ত্রবিশেষজ্ঞঃ সূদাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে ।।
সূপশাস্ত্রবিধানজ্ঞঃ পরাভেদ্যাঃ কুলোদগতাঃ ।
সুর্ব্বেমহানসে ধার্য্যাঃ কৃতকেশনখা নরাঃ ।। মৎস্য. ২১৫. ২২-২৩

[142] বলাবলজ্ঞো রথিনঃ স্থিরদৃষ্টিঃ প্রিযবদঃ ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।। মৎস্য. ২১৫.২১

গজাধ্যক্ষ নিয়োগ করবেন। তারা হস্তি এবং অশ্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবে, বন্যজাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং কষ্টসহিষ্ণু হবে। আবার হস্তি বা অশ্বের কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সেই ব্যক্তিগণ গজ ও অশ্বের চিকিৎসাও করতে সক্ষম হবেন[143]। *মৎস্যপুরাণ* ও *অগ্নিপুরাণে* এই সকল গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই অশ্বাধ্যক্ষ এবং গজাধ্যক্ষ পদে নিযুক্তির কথা বলা হয়েছে।

অন্তঃপুরাধ্যক্ষ : অন্তঃপুর হল রাজা ও রাণীদের একান্ত নিজস্ব কক্ষ। সেখানে সবার অবাধ গতায়াত নিষিদ্ধ। রাজার বিশ্বস্ত ও অনুগত এবং প্রিয়পাত্রই সেখানে প্রবেশের অনুমতি পান। তথাপি অযাচিত লোক যাতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য রাজা অন্তঃপুরাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। *মৎস্যপুরাণে* অন্তঃপুরাধ্যক্ষ কেমন হবেন সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে – বৃদ্ধ, সৎকুলজাত, মিষ্টভাষী, পিতৃপিতামহাদিক্রমে রাজকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিই অন্তঃপুরাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হবেন[144]।

আবার *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর এর বেশী বয়স্ক পুরুষ অথবা স্ত্রী এই কার্যে নিযুক্ত হবেন[145]।

অস্ত্রাচার্য্য : একজন সুদক্ষ শাসক হতে গেলে রাজাকে অবশ্যই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। এই অস্ত্রচর্চায় যদিও রাজা বাল্যকাল থেকে শিক্ষিত হবেন, তথাপি আরও নিপুণ অস্ত্রচালনার জন্য এবং অভ্যাস বজায় রাখার জন্য তিনি অস্ত্রাচার্য্য নিযুক্ত করবেন। এই অস্ত্রাচার্য্য সকল প্রকার অস্ত্র চালনায় দক্ষ হবেন এবং মুক্তহস্ত, মুক্তধারিত, নিযুদ্ধ প্রভৃতি সকল প্রকার যুদ্ধ কৌশল বিশারদ হবেন[146]।

পুরোহিত : *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* উক্ত হয়েছে, গ্রহের মঙ্গল-অমঙ্গল এবং তজ্জনিত অশান্তি নিরসনের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বান, সদ্বংশজাত, যাগাদি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞানী, দণ্ডনীতি এবং অথর্বাঙ্গিরসোক্ত সকল প্রকার শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্মে নিপুণ ব্যক্তিকে রাজা পুরোহিত রূপে নিযুক্ত করবেন। এছাড়াও নানাবিধ শ্রৌত-স্মার্ত ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ঋত্বিক বরণ করবেন[147]। রাজাকে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদে পারদর্শী, দণ্ডনীতিতে

---

143 হস্তিশিক্ষাভিধানজ্ঞে বনজাতিবিশারদঃ ।
ক্লেশক্ষমস্তথা রাজ্ঞো গজাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে ।। মৎস্য. ২১৫.৩৫

144 বৃদ্ধঃ কুলোদগতঃ সূক্ত পিতৃপৈতামহঃ শুচি। অগ্নি. ২২০.৯

145 বৃদ্ধশ্চান্তঃপুরাধ্যক্ষঃ পঞ্চাশদ্বার্ষিকাঃ স্ত্রিযঃ
সপ্তত্যব্দাস্ত্ত পুরুষাশ্চরেষুঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।। অগ্নি. ২২০.৯

146 যন্ত্রমুক্তে পাণিমুক্তে অমুক্তে মুক্তধারিতে।
অস্ত্রাচার্য্যো নিবুদ্ধে চ কুশলো নৃপতোহতঃ।। অগ্নি. ২২০.৮

147 পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্ ।
দণ্ডনীত্যাশ্চ কুশলমথর্ব্বাঙ্গিরসে তথা ।।

নিপুণ পুরোহিতগণকেই নিযুক্তির পরামর্শ রামচন্দ্র দিয়েছেন। এছাড়া সেই পুরোহিতগণ অথর্ববেদানুসারে পৌষ্টক ও শান্তিক কার্য সম্পাদনে পটু হবেন[148]।

অনুজীবী : রাজা তার সকল কর্ম একাকী সম্পাদন করতে পারেন না। তাই তাঁকে সর্বপ্রকার কার্য্যে সাহায্য করার জন্য অনুজীবী বা ভৃত্য নিয়োগ করা প্রয়োজন। অনুজীবীগণ সর্বদা ভদ্র, পরিমার্জিত, সর্বজনগ্রাহ্য আচার ব্যবহার দ্বারা সকলের মন জয় করবেন। এবিষয়ে মৎস্যপুরাণে উক্ত হয়েছে – অনুজীবীগণ রাজার অনুমতি ব্যতীত অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, দূত, বৈরী অথবা নিরাকৃত জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না[149]। যদি কোনও স্নেহভাব অথবা বিরূপ মনোভাব থাকে তাহলে তা যত্নপূর্বক গোপন করবেন। রাজার গোপনীয় কথা লোকের সম্মুখে প্রকাশ করবেন না। রাজা কোনও কার্যের কথা বললে স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্বক সম্পাদন করার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন[150]।

মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে – অনুজীবীগণ কখনই অধিক হাস্যশালী কিংবা ভ্রুকুটী-ভীষণানন হবেন না[151]। আবার অতিরিক্ত কথা বলবেন না কিংবা আত্মোৎকর্মজ্ঞাপক হবেন না। রাজার প্রদত্ত বস্ত্র, মুদ্রা, অলংকার অন্য ব্যক্তিকে দান করবেন না। রাজার সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে উপবেশন করবেন না। জৃম্ভা, নিষ্ঠীবন, কাম, ক্রোধ, ভ্রুকুটী, উদগীরণ, বমন ত্যাগ করবেন। কদাপি অর্ধশায়িত হয়ে রাজার পাশে উপবেশন করবেন না[152]। সচিবগণের কথায় বিশ্বাস করবেন না। জিজ্ঞাসিত না হলে উপযাচক হয়ে কোনও কথা বলবেন না। সর্বদা রাজপুত্র এবং মন্ত্রীদের নমস্কার করবেন[153]।

কামন্দকীয়নীতিসার গ্রন্থে অনুজীবীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে – স্বধর্মপরায়ণ অনুজীবীদের দ্বারা আবৃত হয়ে প্রজাপালনই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং অনুজীবীদের কল্পবৃক্ষস্বরূপ রাজাকে সেবা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি রাজা কোষ, অমাত্য

শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াহেতোর্বৃণুযাদৃত্বিজস্তথা ।
যজ্ঞাংশ্চৈব প্রকুর্ব্বীত বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণান্ ।। যাজ্ঞ. ১.৩১৩-১৪

[148] ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলস্যাৎ পুরোহিতঃ ।
অথর্ব্ববেদবিহিতং কুর্য্যাচ্ছান্তিক-পৌষ্টিকম্ ।। অগ্নি, ২৩৯.১৬

[149] অন্তঃপুরাজনার্বক্ষৈর্বৈরিদূতনিরাকৃতৈঃ ।
সংসর্গ ন ব্রজেদ্রাজন বিনা পার্থিবশাসনাৎ ।। মৎস্য. ২১৬.৯

[150] আজ্ঞাপ্যমানে বান্যস্মিন্ সমুত্থায ত্বরান্বিতঃ ।
কিমহং করবাণীতি বাচ্যো রাজা বিজানতা ।। মৎস্য. ২১৬.১২

[151] ন হাস্যশীলস্তু ভবেন্ন চাপি ভ্রুকুটী মুখঃ । মৎস্য. ২১৬.১৪

[152] জৃম্ভাং নিষ্ঠিবনং কামং কোপঃ পর্যস্তিকাশ্রযম্ ।
ভৃকুটিং কন্তমুদগারং তৎসমীপে বিবর্জযেৎ ।। মৎস্য. ২১৬.২০

[153] নমস্কার্য্যাঃ সদা চাস্য পুত্র-বল্লভ-মন্ত্রীণঃ ।
সচিবৈচাস্য বিশ্বাসো ন তু কার্য্যঃ কথঞ্চন ।। মৎস্য. ২১৬.২৫

ইত্যাদি বর্জিতও হন তথাপি অনুজীবীগণ সদগুণোপেত রাজার সেবা করবেন, কারণ রাজার অবস্থার পরিবর্তন হলে সেবাকারী অনুজীবীগণ প্রশংসা পেয়ে থাকেন[154]। অনুজীবীগণকে স্বভাবভ্রষ্ট, অসৎ রাজার সান্নিধ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং উদাহরণ সহযোগে তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে[155]। বিধিসম্মতভাবে রাজার সেবা করতে ইচ্ছুক অনুজীবীগণকে নিজ ব্যক্তিত্ব, বিদ্যা, বিনয়, শিল্প ইত্যাদি দ্বারা যোগ্যতা প্রমাণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কারণ কুল, বিদ্যা, বাক্যপ্রয়োগ, শাস্ত্র-ব্যবহার, ধৈর্য্য, শুচিতা ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন লোকই রাজসেবার উপযুক্ত। কার্যদক্ষতা, ভদ্রতা, দৃঢ়তা, ক্ষমা, সন্তোষ, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সুস্বভাব, উৎসাহ – এই গুণগুলি অনুজীবীদের অলংকার স্বরূপ বলে *কামন্দকীয়নীতিসারে* উল্লেখ করা হয়েছে[156]।

অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে – অনুজীবীরা অনুমতি নিয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করবেন, যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করবে। রাজার সেবাকালে লোভ, শঠতা, ক্ষুদ্রতা, নাস্তিকতা, পিশুনতার মতো অপগুণগুলিকে ত্যাগ করবে। ভূতিবর্দ্ধনকারী সেবক তার শ্রুত, বিদ্যা, শিল্পজ্ঞান সহ আত্মস্থ হয়ে রাজার সেবা করবেন, তাহলেই সেবকদের ভূতি লাভ হবে। তারা সর্বদা প্রসন্ন ও বাক্যসংগ্রাহী হবেন। রাজার কথা অপ্রিয় হলেও প্রিয়বোধে তা গ্রহণ করবে[157]। রাজার পুত্র এবং প্রিয়পাত্রদিগকে সর্বদা নমস্কার করবে[158]। রাজার চিত্ত বুঝে

---

[154] কৃত্তস্থং বৃত্তিসম্পন্নাং কল্পোবৃক্ষোপমং নৃপম্।
অমিগণ্য গুনৈযুর্ক্তং সেবেযুরনুজীবিনঃ।।
দ্রব্য প্রকৃতিহিতোহমি সেব্যঃ সেব্যগুণান্বিতঃ
ভবজ্যাজীবণং তস্মাচ্ছনাধ্যং কালান্তরাদপি।। কাম. ৫.১-২

[155] তিলাশ্চম্পকসংশ্লেষাৎ প্রাপ্নুবন্ত্যধিবাসতাম্।
রসোনভক্ষস্তদগন্ধঃ সর্বে সাঙ্কামিকা গুণাঃ।।
অপাং প্রবাহো গাঙ্গোরা সমুদ্রং প্রাপ্য তদ্ রসঃ।
ভবত্যপেযস্তদ্ বিদ্বান্ নাশ্রয়েদশুভাত্মকম্।। কাম. ৫.৭-৮

[156] আরিরাধযিষুঃ সম্যগণুজীবী মহীপতিম্।
বিদ্যাবিপয়শিল্পাদ্যৈরাত্মানসুপপাদয়েৎ।। কাম. ৫.১২
কুলবিদ্যাশ্রুতৌদার্যশীলবিক্রমধৈর্যবান্।
বপুস্মত্ত্ববলারোগ্যস্থৈর্য্যশৌচদযান্বিতঃ।। ঐ ৫.১৩
.....
দক্ষতা ভদ্রতা দার্ঢ্যং ক্ষান্তিঃ ক্লেশসহিষ্ণুতা।
সন্তোষঃ শীলমুৎসাহো মণ্ডযন্ত্যনুজীবিনম্।। ঐ, ৫.১৪-১৫

[157] রাজ্ঞা যচ্ছ্রাবিতং গুহ্যং ন তল্লোকে প্রকাশযেৎ ।
আজ্ঞাপ্যমানে বান্যস্মিন্ কিং করোমীতি বা বদেৎ ।।
অপৃষ্টশ্চাস্য ন ব্রূযাং কামং কুর্য্যাৎ তথাপদি।
প্রসন্নো বাক্যসংগ্রাহী রহস্যে ন চ শঙ্কতে।। অগ্নি. ২২১.৫-১২

[158] পুত্রেভ্যশ্চ নমস্কুর্যাদ্ বল্লভেজ্যশ্চ ভূপতেঃ।। কাম. ৫.১৯

তার পক্ষ সমর্থন করবে এবং রাজা কথা বললে বিবেচনা সহকারে কথা বলবেন[159]। কোন বিষয়ে বিশদে জানলে রাজার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হলে খুব সংক্ষেপে বলার পরামর্শ দেবে[160] কিন্তু রাজার বিপদকালে বা রাজা ভুল পথে পরিচালিত হলে, জিজ্ঞাসিত না হয়েও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি রাজার প্রিয় বাক্য বলবে[161]।

বিরক্ত ও অনুরক্ত রাজার লক্ষণ :

অনুজীবীদের কাজ খুব কঠিন, কারণ উপযুক্ত সময়ে কথা উত্থাপন না করলে বা যথাযথভাবে বক্তব্য উপস্থাপন না করতে পারলে প্রিয় কথাতেও রাজা ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তাই অনুজীবীরা যাতে রাজার মন, আচরণ বুঝে যোগ্য সময় নির্বাচন করতে পারে তার জন্য *মৎস্যপুরাণে* কতগুলি লক্ষণ এর উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় রাজা বিরক্ত না অনুরক্ত। যদি দেখা যায় রাজা অপরাপর ব্যক্তিদের কথায় সন্তোষ প্রকাশ করছেন কিন্তু যে বা যারা বিরাগভাজন, শুভাকাঙ্খী তাদের কথায় বিরক্ত হচ্ছেন, দোষ উত্থাপন করছেন, অবান্তর কথা শুরু করছেন, কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন – তাহলে অনুজীবীগণ বুঝবেন রাজা বিরক্ত আছেন[162]। কিংবা অনুজীবীরা কষ্টকর কার্য সাধন করলেও রাজ্জা উদাসীন থাকেন, তার কার্য্য অন্য কেউ করছে এমন বলেন, অনুজীবীদের বিপক্ষে কথা বলেন, উপেক্ষা করেন, সভায় কেবল নিন্দা করেন, কার্যের সমাপনান্তে পুরষ্কার দেবেন বলেও দেন না - এগুলি সব রাজার বিরক্তির লক্ষণ[163]।

আবার যদি কোনও ব্যক্তিকে দর্শনমাত্র প্রসন্নতা অবলম্বন করেন, আসন দান করেন, কুশলাদি প্রশ্ন করেন, গুপ্ত অবস্থায়ও যাকে দেখে শঙ্কিত হন না, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে বিবিধ উপঢৌকন দিয়ে থাকেন, তখন বুঝতে হবে রাজা তার প্রতি অনুরক্ত[164]। অনুজীবীগণ অনুরক্ত রাজার কাছে জীবিকা প্রার্থনা করবেন, বিরক্তরাজাকে

---

[159] বিশ্য সানুরাগেন চিত্তং চিত্তজ্ঞসম্মতঃ।
সমর্থযাংশ্চ তৎপক্ষং সাধুভাষেণ ভাষিতঃ।। ঐ ৫.২৪

[160] বিজানন্নপি ন ব্রুয়াদ ভর্তুঃ ক্ষিপ্তান্তরং বচঃ। ঐ ৫.২৬

[161] অপদ্যুন্নার্গগমনে কার্যকালাত্যাযেষু চ।
অপৃষ্টোহাপি হিতান্বেষী ব্রুযাৎ কল্যানভাষিতম্।। ঐ, ৫.২৮

[162] প্রদেশ বাক্যমুদিতো ন সম্ভাবযত্যেন্যথা ।
আরাধণাসু সর্ব্বাসু সুপ্তবচ্চ বিচেষ্ঠতে ।।
কথাসু দোষং ক্ষিপতি বাক্যব্যঙ্গ করোতি চ ।
লক্ষতে বিমুখশ্চৈব গুণসংকীর্ত্তন্যেপি চ ।।
দৃষ্টিং ক্ষিপতি চান্যত্র ক্রিযমানে চ কর্ম্মাণি । মৎস্য. ২১৬.৩১-৩৩

[163] উপকারেষু মাধ্যস্থ্যং দর্শযতাস্তু তেষ্যাপি .....
কার্যে সংবর্দ্ধযত্যাশাং ফলে চ কুরুতেজন্যথা।। কাম. ৫.৩৯-৪০

[164] দৃষ্ট্বা প্রসন্নো ভবতি বাক্যং গৃহ্লাতি চাদরাৎ ।
কুশলাদিপরিশ্রশ্নং সম্প্রযচ্ছতি চাসনম্ ।

পরিহার করে চলবেন। কিন্তু রাজা নির্গুণ হলেও অনুজীবীগণ বিপদকালে তাকে পরিত্যাগ করবেন না[165]। *কামন্দকীয়নীতিসারে* রাজা কালক্ষেপ না করে অনুজীবীদের কর্ম ক্ষমতা অনুযায়ী জীবিকার ব্যবস্থা করবেন[166]।

মন্ত্রণা : রাজকার্য সুষ্ঠু পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রণা জরুরী। মন্ত্রণা সঠিক না হলে কোনও কার্যই সম্পাদিত হয় না। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে - মন্ত্র, মন্ত্রফলপ্রাপ্তি,কার্যানুষ্ঠান, পরিণাম, আয়-ব্যয়, দণ্ডনীতি, শত্রুপ্রতিষেধ, ব্যসন প্রতীকার, রাজ্য ও রাজার রক্ষা - এগুলি মন্ত্রীর কার্য[167]। রাজ্য পরিচালনায় মন্ত্রণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এতদ্বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজা অবশ্যই গোপনীয় স্থানে বিশ্বস্ত লোকের সহিত মন্ত্রণা করবেন এবং মন্ত্রণার বিষয় সর্বদা গোপন রাখবেন। কার্যারম্ভের পূর্বেই মন্ত্রণা কূট হলে বা প্রকাশ হয়ে পড়লে রাজার সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই রাজা মন্ত্রণা যেমন একাকী করবেন না, ঠিক তেমনি অনেক লোকের সঙ্গেও করবেন না[168]। কিন্তু কার্য সমাপ্তির পর মন্ত্রণা প্রকাশ পেতে পারে। এই মন্ত্রণা ভাষা ছাড়াও আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, বাক্য, নেত্রবকত্রবিকার ইত্যাদির দ্বারাও প্রকাশ পেতে পারে। রাজা অনেক লোকের সঙ্গে মন্ত্রণা না করলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বহুলোকের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে পারেন[169]। এইভাবে মন্ত্রণা সঠিক হলে সারা পৃথিবী রাজার বশীভূত হয়, আর মন্ত্রণা বিফল হলে রাজার বিনাশ হয়ে থাকে[170]। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* বলা হয়েছে – মন্ত্রণা কার্য এমন ভাবে গোপনে করবেন যাতে কার্য সমাপ্তির আগে পর্যন্ত কোনও ভাবে প্রকাশ না পায়। কারণ, মন্ত্রণাই রাজ্যস্থিতির মূল।

বিবিক্তদর্শনে চাস্য রহস্যেনং ন শঙ্কতে ।
জাযতে হৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা তু তৎকথাম্ ।। মৎস্য. ২১৬.৩৪-৩৪

[165] রক্তাদ্ বৃত্তিং সমীহেত বিরক্তস্য বিবর্জয়েৎ।।
নির্গুণং হ্যাপি ভর্তারমাপৎসু ন পরিত্যজেৎ।। কাম. ৫.৪৬-৪৭

[166] কর্মনামানুরূপেণ বৃত্তিং সমনুকাল্পয়েৎ। কাম. ৫.৬৪

[167] উত্থাপিতেন নীত্যা চ মানুষ্যং ব্যসনং হরেৎ।
মন্ত্রো মন্ত্রফলাবাপ্তিঃ কার্য্যানুষ্ঠানমাযতিঃ।।.....
ব্যসনস্য প্রতীকারো রাজ্যরাজাভিরক্ষণম।। অগ্নি,২৪১. ১৬-১৭

[168]তস্যাসংবৃতমন্ত্রস্য রাজ্ঞঃ সর্ব্বাপদো ধ্রুবম্ ।
কৃতান্যেব তু কার্য্যাণি জ্ঞাযতে যস্য ভূপতেঃ ।। মৎস্য. ২২০.৩২ [ঠিক শ্লোক কোথায়?]

[169] গুপ্তমন্ত্রো ভবেদ্রাজা নাপদো গুপ্তমন্ত্রতঃ ।।
জ্ঞাযতে হি কৃতং কর্ম্ম নারব্ধং তস্য রাজ্যকম্ ।
আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টযা ভাষিতেন চ ।।
নেত্রবকত্রবিকারাভ্যাং গৃহ্যত্যেন্তর্গতং মনঃ ।
নৈকস্তু মন্ত্রযেন্মন্ত্রং ন রাজা বহুভিঃ সহ ।। অগ্নি. ২২৫.১৬-১৮

[170] নারব্ধানি মহাভাগ তস্য স্যাদ্বসুধা বশে ।
মন্ত্রমূলং সদা রাজ্যং তস্মান্মন্ত্রঃ সুরক্ষিত ।। মৎস্য. ২২০.৩৩

মন্ত্রণার স্থান : সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনার জন্য মন্ত্রণা যেমন অবশ্য করণীয়, তেমনি মন্ত্রণার স্থান যথাযথ হওয়া জরুরি, না হলে মন্ত্রণা সফল হয় না। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে – রাজা পর্বতের উপর আরোহণ করে অথবা গোপন স্থানে বা গৃহে অথবা কোনও নির্জন স্থানে কিংবা বনে সবার অলক্ষ্যে মন্ত্রণা করবেন। যে রাজার মন্ত্রণা তার মন্ত্রিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ অন্যত্র প্রকাশ পায় না সেই রাজা ধনহীন হলেও সমগ্র পৃথিবী ভোগ করতে পারেন[171]। পুরাণে মন্ত্রগুপ্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কোন স্থানে তা করণীয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ সেখানে নেই।

মন্ত্রণাকালে গ্রহণীয় সাবধানতা : মন্ত্রণা যাতে প্রকাশিত না হয় তার জন্য রাজা জড়, মূক, অন্ধ, বধির, তির্যকযোনিজাত প্রাণী যেমন শুকসারিকাদি পক্ষী, অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, ম্লেচ্ছ, রোগী এবং বিকলাঙ্গদের মন্ত্রণা কক্ষ থেকে দূরে রাখবেন। কারণ এই সকল ব্যক্তি বিশেষতঃ মহিলাগণ অপমানিত হয়ে মন্ত্রণা ভেদ করে ফেলে[172]। *মনুসংহিতায়* এবিষয়ক পরামর্শ থাকলেও পুরাণে এই মর্মেও কোনও নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

প্রশাসক রূপে রাজা : রাজা নিজের কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য অথবা প্রজাদের প্রিয়পাত্র হয়েও তাদের শাসন করার জন্য অথবা সুষ্ঠুরূপে রাজ্য পরিচালনা করার জন্য কতকগুলি ব্রত পালন করে থাকেন। সেই ব্রতগুলি দশ দিকপতিদের নামানুসারে এবং তাদের কর্তব্য কর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তৈরী হয়েছে। কারণ দেবতারা দ্যুলোকে যে সকল কার্য করেন, রাজা সেগুলি ভূলোকে সম্পাদন করেন। *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে – ভগবান ব্রহ্মা নিখিল প্রাণিজগতের রক্ষার জন্য, দেবতাদের স্ব স্ব যজ্ঞভাগ নিরূপণ, প্রজাপালন ও দণ্ড প্রণয়নের জন্য নিজের প্রতিভূ হিসেবে পৃথিবীতে রাজার সৃষ্টি করেছেন[173]। সেই রাজা নিজ তেজে আদিত্য তুল্য দুর্নিরীক্ষ্য। তাই তিনি প্রভু বলে কথিত হন। এই রাজা যেহেতু দিকপালগণের কৃত কার্যগুলি ব্রতের ন্যায় পালন করে থাকেন তাই সেই সকল দেবতার সাথে রাজার তুলনা করা হয়।

---

[171] গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রযেদবিভাবিতঃ ।।
যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্জনাঃ ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্ক্তে কোশহীনোঽপি পার্থিবঃ ।। মনু. ৭. ১৪৭-৪৮

[172] জড়মূকান্ধবধিরাংস্তৈর্যগ্-যোনান্ বয়োগতান্ ।
স্ত্রীম্লেচ্ছব্যাধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকাল্যেপসারযেৎ ।।
ভিন্দন্ত্যবমতা মন্ত্রং তৈর্যগ্ যোনাস্তথৈব চ ।
স্ত্রিযশ্চৈব বিশেষেণ তস্মাত্তত্রাদৃতো ভবেৎ ।। মনু. ৭. ১৪৯-৫০

[173] দণ্ডপ্রণযনার্থায রাজা সৃষ্টঃ স্বযম্ভুবো ।
দেবভাগানুপাদায সর্ব্বভূতাদিগুপ্তযে ।। মৎস্য. ২২৬.১

চান্দ্রব্রত : চন্দ্র দর্শন করলে জনগণের যেরূপ চক্ষু আনন্দে ভরে ওঠে তেমনই রাজার কৃতকর্মের দ্বারা প্রজাগণের আনন্দবিধান করে থাকেন। তাকে দর্শন করলেও প্রজাগণের আনন্দ লাভ হয়ে থাকে। এই ব্রতকেই চান্দ্রব্রত বলা হয়েছে[174]।

যমব্রত : যমদেবতা যেমন মানবের কৃতকর্মানুযায়ী শুভ-অশুভ ফলপ্রদান করে, তেমনি রাজাও তার প্রজাগণকে যমব্রত অবলম্বন করে অপরাধানুসারে শাস্তি বিধান করে থাকেন[175]।

বারুণব্রত : বরুণদেবতা যেভাবে দ্রোহকারীকে পাশ দ্বারা আবদ্ধ করে থাকেন, তেমনি রাজাকেও রাজ্যের পাপাচরণকারীদের নিগ্রহ করবার জন্য বারুণব্রত পালন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[176]।

আগ্নেয়ব্রত : অগ্নি যেমন সকল বস্তু, রোগ, জীবাণুকে অনায়াসে বিনাশ করতে পারে, কোনও কিছু যেমন আগুনের কাছে জয়ী হতে পারে না, রাজাকেও তেমনি সকল অসাধু প্রজা, অসৎ সামন্তগণকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করার জন্য আগ্নেয়ব্রত পালন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে [177]।

পার্থিবব্রত : রাজা সর্বদা পার্থিবব্রত পালনে তৎপর থাকবেন। পৃথিবী যেমন সকল কষ্ট নিজের মধ্যের লুকিয়ে রেখে প্রাণিগণকে ধারণ, রক্ষা এবং পালন করেন, তেমনি রাজাকেও যাবতীয় সমস্যা, কষ্ট নিজের মধ্যে চেপে রেখে প্রজাদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি দ্বারা পার্থিবব্রত পালন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে [178]।

ইন্দ্রব্রত : রাজার পালিত ব্রতগুলির মধ্যে ইন্দ্রব্রত অন্যতম। *মৎস্যপুরাণানুসারে* দেবরাজ ইন্দ্র যেভাবে মর্ত্যবাসীদের বছরের চার মাস বৃষ্টি বর্ষণ করে শষ্য, সমৃদ্ধি, আনন্দ

---

[174] যদাস্য দর্শনে লোকঃ প্রাসাদমুপগচ্ছতি ।
নয়নানন্দ কারিত্বাৎ তদা বেতি চন্দ্রমা ।। মৎস্য. ২২৬.৩

[175] যথা যমঃ প্রিযদ্বেষ্যে প্রাপ্তে কালে প্রযচ্ছতি ।
তথা রাজ্ঞা বিধাতব্যাঃ প্রজাস্তদ্ধি যমব্রতম্ ।। মৎস্য. ২২৬.৪

[176] বরুণেন যথা পাশৈর্বদ্ধ এব প্রদৃশ্যতে ।
তথা পাপান্ নিগৃহ্নীযাদ্ ব্রতমেতদ্ধি বারুণম্ ।। মৎস্য. ২২৬.৫

[177] প্রতাপযুক্ত তেজস্বী নিত্যং স্যাৎ পাপকর্ম্মসু ।
দুষ্ট-সামন্ত হিংস্রেষু রাজাগ্নেযব্রতে স্থিতঃ ।। মৎস্য. ২২৬.৭

[178] যথা সর্ব্বাণি ভূতানি ধরা ধারযতে স্বযম্ ।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি বিভ্রতঃ পার্থিবব্রতম্ ।। মৎস্য. ২২৬.৮

ও শান্তি প্রদান করেন, তেমনি রাজাও প্রজাদের অভিলষিত দ্রব্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের সমৃদ্ধি লাভে সহায়তা করবেন – রাজার পক্ষে এটাই ইন্দ্রব্রত[179]।

অর্কব্রত : রাজা কেবল ইন্দ্রের ন্যায় বারিবর্ষণরূপ অভিলষিত বস্তু দান করবেন না। পরন্তু সূর্য যেমন আট মাস নিজ তেজ দ্বারা পৃথিবীকে তপ্ত ক'রে তার রস শোষণ করে; ঠিক তেমনই রাজাও আট মাস প্রজাদের কাছ থেকে করসংগ্রহ করবেন। কিন্তু সূর্যের মত অতিতেজ দ্বারা খরা সৃষ্টি করবেন না অর্থাৎ রাজা অতিরিক্ত করসংগ্রহ করে প্রজাদের কষ্টের কারণ হবেন না – তাঁর পক্ষে এটাই অর্কব্রত[180]।

বায়ুব্রত : বায়ু যেমন পৃথিবীর সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেও সচ্ছন্দে বিচরণ করে, তেমন রাজাও চর দ্বারা সকল প্রজাদের মনোভাব লক্ষ্য করে কখনও রূঢ় আবার কখনও অতিকোমল ব্যবহার করবেন। এটাই রাজার পক্ষে বায়ুব্রত এবং একজন বিচক্ষণ রাজার অবশ্যই এই ব্রত মনোযোগ সহকারে পালন করা উচিত[181]।

রাজশক্তির সহায়রূপ দণ্ড : প্রজাদের সুরক্ষাবিধান রাজার কর্তব্য। প্রজাপতি ব্রহ্মা দণ্ডপ্রণয়নের জন্য রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন বলে মৎস্যপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে[182]। *মনুসংহিতায়*ও উক্ত হয়েছে – রাজার প্রয়োজনেই সকল প্রাণীর রক্ষকরূপে ব্রহ্মা আত্মভূত ধর্মস্বরূপ দণ্ডকে সৃষ্টি করেছিলেন[183]। রাজা যদি শাস্ত্রানুসারে বিবেচনাপূর্বক দণ্ড প্রয়োগ করেন তাহলে সকল প্রজা রাজার অনুরক্ত থাকে, অন্যথায় অবিবেচনাপ্রসূত দণ্ড রাজা তথা প্রজাসাধারণের অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রাজ্যের বিনাশ ডেকে আনে।

ধর্মশাস্ত্রে রাজাকে অপরাধীর অপরাধানুসারে নিরপেক্ষভাবে দণ্ড প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। কারণ সম্যক বিবেচনাপূর্বক প্রণীত সেই দণ্ড প্রজাদের মঙ্গল বিধান করে[184]। কৌটিল্য বলেছেন, অপরাধানুসারে শত্রু ও পুত্রের প্রতি সমদৃষ্টিতে প্রযুক্ত দণ্ড ই ইহলোক ও পরলোক-কে রক্ষা করতে পারে[185]। মনু বলেছেন, আততায়ীবধে কোন দোষ নেই।

---

[179] বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যথেন্দ্রোপ্যথ বর্ষতি ।
তথাপিবর্ষেৎ স্বং রাজ্যং কামমিন্দ্রব্রতং স্মৃতম্ ।। মৎস্য. ২২৬.১০

[180] অষ্টৌ মাসান্ যথাদিত্যস্তোযং হরতি রশ্মিভিঃ ।
তথা হরেৎ করং রাষ্ট্রান্নিত্যমর্কব্রতং হি তৎ ।। মৎস্য. ২২৬.১১

[181] প্রবিশ্য সর্ব্বভূতানি যথা চরতি মারুতঃ ।
তথা চারৈঃ প্রবেষ্টব্যং ব্রতমেতদ্ধি মারুতম্ ।। মৎস্য. ২২৬.১২

[182] দণ্ডপ্রণযনার্থয রাজা সৃষ্টঃ স্বযম্ভুবা। মৎস.,

[183] তস্যার্থে সর্বভূতানাং গোপ্তারম্ ধর্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোমযং দণ্ডমসৃজৎ পূর্বমীশ্বরঃ।। মনু. ৭.১৪

[184] সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্বা রঞ্জযতি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশযতি সর্বতঃ।। মনু. ৭.১৯

[185] দণ্ডো হি কেবলো লোকং পরং চেমং চ রক্ষতি ।

আততায়ীরূপে গুরু, বালক, বৃদ্ধ, বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ যেই আসুক রাজা তাকে নির্বিচারে তাকে বধ করবেন[186]। যাজ্ঞবল্ক্যও বলেছেন, শাস্ত্রানুযায়ী প্রণীত দণ্ড রাজার স্বর্গ, কীর্তি ও জয়ের কারণ হয়। সহোদর ভ্রাতা, পুত্র, পূজনীয় ব্যক্তি, শ্বশুর কিংবা মাতুল - স্বধর্মভ্রষ্ট হলে কেউ রাজার দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না। যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তির যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করেন এবং বধযোগ্য ব্যক্তির বধাদেশ দেন, তিনি বহুদক্ষিণক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন[187]।

বিচারব্যবস্থা : প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে প্রজাপালন রাজার (মতান্তরে ক্ষত্রিয়ের) পরম ধর্ম বলে উল্লিখিত। পালনের অর্থ হল রক্ষণ। সেই রক্ষণ কখনো দুষ্ট ও শিষ্টজনের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদর্শনপূর্বক সম্ভব নয়। কাজেই দুষ্টের দমন পূর্বক শিষ্টের পালন রাজার কর্তব্য। কিন্তু দুষ্টের দমন করতে গেলে সর্বপ্রথম দুষ্ট কে, তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আর সেই দুষ্ট পরিজ্ঞানার্থেই বিভিন্ন শাস্ত্রে রাজাকে বিচার বা ব্যবহারদর্শনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[188]। প্রজাপালনের জন্য তাই প্রত্যহ রাজাকে ব্যবহারদর্শন বা বিচার করতে বলা হয়েছে। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* আচারাধ্যায়ে বলা হয়েছে - রাজা স্বয়ং সভ্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন[189]। এই গ্রন্থেরই ব্যবহারাধ্যায়ে রাজাকে বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে সাথে নিয়ে বিচারদর্শনের নিমিত্ত সভায় প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে অপরাপর সভ্য এবং *প্রাড্বিবাক* নিযুক্তির কথাও বলা হয়েছে[190]। *মনুসংহিতায়* ব্রাহ্মণগণ ও মন্ত্রিবর্গ সহ রাজার বিচারসভায় প্রবেশের কথা আছে [191]।

কিন্তু এই বিচার শুরু হবে তখন, যখন কোন ব্যক্তি শাস্ত্রবিগর্হিত পথে অন্যায্যভাবে কারও দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রাজার কাছে বা বিচারালয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানাবে। অভিযোগের সারবত্তা থাকলে অভিযোগকারী (বাদী) এবং অভিযুক্ত (বিবাদী)- উভয় পক্ষকে বিচারালয়ে আহ্বান করে উভয়ের বক্তব্য শোনা হবে এবং বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ দর্শাতে বলা হবে। প্রমাণ দ্বারা নিজ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হলে বিচারে জয়লাভ সম্ভব, অন্যথায় পরাজয় সুনিশ্চিত।

পুরাণগুলির মধ্যে *অগ্নিপুরাণে* বিচারব্যবস্থা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। উল্লেখ্য, ব্যবহারের প্রকারভেদ নিয়ে এই পুরাণের আলোচনা প্রায় *নারদস্মৃতির* অনুরূপ। *অগ্নিপুরাণানুসারে* এই ব্যবহার *চতুষ্পাৎ, চতুঃস্থান, চতুঃসাধন, চতুর্হিত, চতুষ্কারী, অষ্টাঙ্গ,*

রাজ্ঞা পুত্রে চ শত্রৌ চ যথাদোষং সমং ধৃতঃ ।। অর্থশাস্ত্র, ৩.১.১১

[186] মনু, ৮.৩৫০-৫১

[187] অর্ধম্মদণ্ডনং স্বর্গকীর্ত্তিলোকবিনাশনম্।
সম্যক্ চ দণ্ডনং রাজ্ঞঃ স্বর্গকীর্ত্তিজয়াবহম্।।.....
ইষ্টং স্যাৎ ক্রতুভিস্তেন সহস্রশতদক্ষিণৈঃ।। যাজ্ঞ, ১.৩৫৭-৫৯

[188] মিতাক্ষরা, যাজ্ঞ, ২.১

[189] ব্যবহারান স্বয়ং পশ্যেৎ সভ্যৈঃ পরিবৃত্যোত্থহম্ । যাজ্ঞ, ১.৩৬০

[190] ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বির্দ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ।।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ.... যাজ্ঞ, ২.১-৩

[191] মনু, ৮.১

অষ্টাদশপদ, শতশাখ, ত্রিযোনি, দ্ব্যভিযোগ, দ্বিদ্বার, দ্বিগতিবিশিষ্ট [192]। আবার মানুষে মানুষে যে যে বিষয় নিয়ে সাধারণভাবে বিবাদ জাত হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার অষ্টাদশ প্রকার। ঋণাদানাদি অষ্টাদশপ্রকার বিবাদপদের আলোচনায় আবার *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির* সঙ্গে *অগ্নিপুরাণের* সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে, এই ব্যবহার অষ্টাদশ প্রকার হলেও মনুষ্যগণের ক্রিয়াভেদে তা শতশাখাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। রাজাকে জ্ঞানী, শত্রুমিত্রের প্রতি সমদর্শী, লোভহীন, ব্রাহ্মণদ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করার পরামর্শ *অগ্নিপুরাণে* দেওয়া হয়েছে[193]।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় উক্ত হয়েছে - অপরাধীদের দণ্ডদান করলে যজ্ঞফলপ্রাপ্তি হয় জেনে রাজা সসভ্য প্রতিদিন বিচার করবেন এবং স্বধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দণ্ডদানের মাধ্যমে পুনরায় ধর্মপথে প্রতিষ্ঠাপিত করার চেষ্টা করবেন[194]। বিবাদে পরাজিত ব্যক্তিকে দৈহিক দণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক দণ্ডেও দণ্ডিত করা হত। অপরাধানুসারে শাস্ত্রে উত্তমসাহস দণ্ড, মধ্যমসাহস দণ্ড এবং অধমসাহস দণ্ড দানের বিধান দেওয়া হয়েছে। *যাজ্ঞবল্ক্যমতে,* অশীত্যধিক সহস্র পণ হল উত্তমসাহস দণ্ড, তার অর্ধেক হল মধ্যমসাহস দণ্ড এবং তারও অর্ধভাগ হল অধমসাহস দণ্ড। মতান্তরে, সার্দ্ধ দ্বিশত পণ হলে প্রথম সাহস দণ্ড, পাঁচশত পণে মধ্যম সাহস দণ্ড এবং সহস্র পণে উত্তম সাহস দণ্ড বলে বিবেচিত হয়। অপরাধীর প্রতি প্রযুক্ত অর্থদণ্ড ছিল রাজকোষে অর্থাগমের অপর একটি উৎস। এছাড়াও অপরাধানুযায়ী ধিগ্দণ্ড বা বাগ্দণ্ডও দেওয়া হত[195]। *যাজ্ঞবল্ক্যমতে,* রাজা অপরাধের মাত্রা, দেশ, কাল, পাত্র, বল, কর্ম এবং ধনাদি বিবেচনা করে অপরাধীদের দণ্ড বিধান করবেন[196]।

---

[192] ব্যবহারং প্রবক্ষ্যামি নয়ানয়বিবেকদম্।
চতুষ্পাচ্চ চতুস্থানশ্চতুঃসাধন উচ্যতে।।
চতুর্হিতশ্চতুর্ব্যাপী চতুষ্কারী চ কীর্ত্ত্যতে।
অষ্টাঙ্গোহষ্টাদশপদঃ শতশাখস্তথৈব চ।।
ত্রিযোনির্দ্ব্যভিযোগশ্চ দ্বিদ্বারো দ্বিগতিস্তথা।
ধর্ম্মশ্চ ব্যবহারশ্চ চরিত্রং রাজশাসনম্।। অগ্নি., ২৫৩.১-৩

[193] ব্যবহারাণ্ নৃপঃ পশ্যেজ্ জ্ঞানিবিপ্রৈরকোপনঃ
শত্রুমিত্রসমাঃ সভ্যা অলোভাঃ শ্রুতিবেদিন।। অগ্নি., ২৫৩.৩২

[194] কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জানপদাংস্তথা।
স্বধর্ম্মচলিতান্ রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি।। যাজ্ঞ, ১.৩৬১

[195] সাশীতিঃ পণসাহস্রী দণ্ড উত্তমসাহসঃ।
তর্দদ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ।।.....
বয়ঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতযেৎ।। যাজ্ঞ, ১.৩৬৬-৬৮

[196] জালসূর্য্যমরীচিস্থং এসরেণুরজঃস্মৃতম্ ।
ত্যেষ্টৌ লিক্ষাতু তাস্তিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে ।।
জ্ঞাত্বাপরার্ধং দেশঞ্চ কালং বলমথাপি বা ।
বয়ঃ কর্ম্ম চ চিত্তঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতযেৎ ।। যাজ্ঞ. ১.৩৬২-৬৩

অষ্টাদশ প্রকার বিবাদপদের প্রত্যেকটিতেই সুনির্দিষ্ট দণ্ডের বিধান আছে। তবে বর্ণানুসারে দণ্ডের তারতম্য ঘটত, যেমন ব্রাহ্মণকে শারীরিক দণ্ডদান ছিল নিষিদ্ধ। আর্থিক দণ্ডদানের ক্ষেত্রও ছিল সীমিত। ব্রাহ্মণের অপরাধের শাস্তি মূলতঃ ছিল দেশ থেকে নির্বাসন। তবে এর ব্যতিক্রমও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। মনু বলেছেন-চৌর্যকর্মের দোষ-গুণ বিষয়ে অভিজ্ঞ শূদ্র যদি চুরি করে, তাহলে যে চুরির যে দণ্ড তার আটগুণ পাপ এবং তজ্জনিত দণ্ড তার হবে। এরকম বৈশ্যের ষোলগুণ, ক্ষত্রিয়ের বত্রিশগুণ দণ্ড হবে। কিন্তু সম অপরাধে ব্রাহ্মণের দণ্ড হবে চৌষট্টিগুণ কিংবা একশ'গুণ বা একশ আটাশগুণ-যেহেতু চৌর্যাপরাধের দোষ-গুণ বিষয়ে তিনি সব জানেন[197]।

রাজাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে লঘু পাপে গুরু দণ্ড অথবা গুরু পাপে লঘু দণ্ড প্রদান করা না হয়। তাই নির্দিষ্ট বিধান মেনে দণ্ড প্রয়োগ করবেন। যেমন – যদি কেউ চোর চুরি না করলেও মিথ্যা ভাবে রাজার কাছে 'আমার চুরি গেছে' এইরূপ নালিশ করে, তাহলে তাকে সেই পরিমাণ অর্থ জরিমানা করবেন। কোনও ব্যক্তি যে পরিমাণ অর্থ অন্যায্যভাবে দাবি করবেন, তাকে তার দ্বিগুণ অর্থ জরিমানা করবেন বা দ্বিগুণ দণ্ড প্রয়োগ করবেন। কেউ কূট সাক্ষ্য বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড প্রদান করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকে একই দোষের জন্য শাস্তি দেবেন না, নির্বাসিত করবেন[198]।

যদি কোনও ব্যক্তি ন্যাস বা গচ্ছিত সম্পদ হরণ করে, তাহলে গচ্ছিত সম্পদের সমান মূল্য দণ্ড হিসেবে প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি ন্যাস হরণ করে এবং যে ব্যক্তি ন্যাস না রেখেও তা প্রার্থনা করে তাদের উভয়কেই চোরের ন্যায় দণ্ড প্রদান করবেন অথবা গচ্ছিত সম্পদের দ্বিগুণ অর্থ দণ্ডরূপে দেওয়াবেন। যদি কোনও ব্যক্তি অজান্তে অন্যের দ্রব্য চুরি করে তাহলে তা কোনও দোষের নয় কিন্তু জেনে বিক্রয় করলে চোরের দণ্ড প্রদান করবেন। যদি কেউ মূল্য গ্রহণ করেও শিল্পকর্ম না করে অথবা অঙ্গীকার করেও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাহলে এক সুবর্ণ দণ্ড দেবেন। ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ পেয়েও ভবন নির্মাণ না করলে অষ্ট কৃষ্ণল দণ্ড দেবেন। অকালে ভৃত্যকে ত্যাগ করলেও অষ্ট কৃষ্ণল দণ্ড দেবেন। কোনও কিছু ক্রয় বা বিক্রয় করে যদি কেউ সন্তুষ্ট না হয়, প্রত্যার্পণ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে দশ দিনের মধ্যে তা করতে হবে অন্যথায় ফেরৎ হবে না। এরূপ স্থলে রাজা মধ্যস্থতা করলে রাজাকে ছয়শত পণ দণ্ড হিসাবে দিতে হবে[199]।

---

[197] মনু, ৮.৩৩৭-৮

[198] চৌরেরমুষিতে যস্তু মুষিত্যোস্মীতি ভাষতে ।
তৎ প্রদাতরি ভূপালে স দণ্ড্যস্তাবদেব তু ।।
যো যাবদ্বিপরীতার্থং মিথ্যা বা যো বদেৎ তু তম্ ।
তৌ নৃপেণ হ্যধর্ম্মজ্ঞৌ দাপ্যৌ তদ্দিগুণং দমম্ ।। অগ্নি. ২২৭.৬-৭

[199] নিক্ষেপস্য সমং মূল্যং দণ্ড্যো নিক্ষেপভুক্ তথা ।
আদদদ্ধি দদচ্চৈব রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্ ।

স্বামীকে তার দোষ না বলে যদি কোনও ব্যক্তি কন্যাকে বিবাহ দেন, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে দুইশত দণ্ড প্রদান করবেন তা সে কন্যা দত্ত হোক বা না হোক। আবার দত্ত কন্যার পুনরায় দান করলে দানকর্ত্তাকে উত্তম সাহস দণ্ড প্রদান করবেন। যদি কোনও ব্যক্তি, কোনও বস্তু একজনের সঙ্গে শর্তবদ্ধ হয়েও পরে অধিক দাম পাওয়ার লোভে অপর ব্যক্তিকে বিক্রয় করেন তাহলে তাকে ছয়শত দণ্ড প্রদান করবেন। ধেনুস্বামী যদি ভক্তের অর্থ গ্রহণ করেও তাকে ধেনুপ্রদান না করেন তাহলে রাজা ঐ ধেনুস্বামীর শত দণ্ড বিধান করবেন। যদি কোনও ব্যক্তি ভয় প্রদর্শন করে অন্যের গৃহ, ক্ষেত, উদ্যান হরণ করে তাহলে পাঁচশত দণ্ড প্রদান করবেন। আর যদি ঐ সকল দ্রব্য অজান্তে হরণ করে তাহলে দুইশত দণ্ড প্রদান করবেন[200]। কারও মর্য্যাদাহানি করলে সকল বর্ণের মানুষকে প্রথম সাহস দণ্ড প্রদান করবেন। অগ্নিপুরাণে এক অপরাধে বর্ণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড বিহিত হয়েছে। ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করলে ক্ষত্রিয়ের শত দণ্ড, বৈশ্যের দ্বিশত দণ্ড কিন্তু ঐ একই কাজের জন্য শূদ্রের প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের অভিশংসনের জন্য ব্রাহ্মণের পঞ্চাশৎ দণ্ড,বৈশ্যের অর্ধপঞ্চাশৎ এবং শূদ্রের দ্বাদশ দণ্ড বিহিত হয়েছে। আর যদি শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের ন্যায় ধর্মের উপদেশ দান করেন তাহলে শূদ্রের দ্বিগুণ সাহস দণ্ড হয়ে থাকে। যদি কোনও ব্যক্তি নিজে পাপাচরণ করে সাধুজনকে অপমানিত করে তাহলে ঐ ব্যক্তিকে উত্তম সাহস দণ্ড প্রদান করবেন। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি স্বীকার করে যে – 'আমি প্রমাদবশতঃ এই কাজ করেছি' তাহলে অর্দ্ধদণ্ড হবে। পিতা-মাতা-গুরুজনদের অবমাননা করলে অথবা গুরুর পথ না ছাড়লে শতদণ্ড প্রদান করবেন[201]।

ব্রাহ্মনদের প্রতি অপরাধে প্রযুক্ত দণ্ড : সকল বর্ণের প্রজাদের পালন যদিও রাজার ধর্ম, তবু বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসেবে ব্রাহ্মণের জন্য বিশেষ বিধান ছিল। অগ্নিপুরাণে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অত্যাচারিত হলে রাজাকে কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। যদি কোনও নিম্ন বর্ণের ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি কোনও অঙ্গ দ্বারা অপরাধ করেছে বলে প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাৎ রাজা তার সেই অঙ্গ ছেদন করবেন। দর্পবশতঃ যদি কেউ ব্রাহ্মণকে অপশব্দ প্রয়োগ করে

বরে দোষানবিখ্যাপ্য যঃ কন্যাং বরযেদিহ ।।
স তু দণ্ড্যঃ শতং রাজ্ঞা সুবর্ণং বাপ্যরক্ষিতা।
ধনুঃশতং পরীণাহো গ্রামস্য তু সমন্ততঃ।। অগ্নি. ২২৭.৮-১৯

[200] স তু দণ্ড্যঃ শতং রাজ্ঞা সুবর্ণং বাপ্যরক্ষিতা ।
ধনুঃ শতং পরীণাহো গ্রামস্য তু সমন্ততঃ ।।
তত্রাপরিবৃতে ধান্যে হিংসিতে নৈব দণ্ডনম্ ।
গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভাষযা হরন্ ।। অগ্নি. ২২৭.১৯-২১

[201] শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিযো দণ্ডমর্হতি ।
বৈশ্যশ্চ দ্বিশতং রাম শূদ্রশ্চ বধমর্হতি ।। ...
মাতরং পিতরং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং শ্বশুরং গুরুম্ ।
আকারযঞ্ছতং দণ্ড্যঃ পন্থানঞ্চাদদদগুরোঃ ।। অগ্নি. ২২৭.২৩-২৮

অথবা থুথু নিক্ষেপ করে তাহলে ঐ ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয় কেটে দেবেন। কেউ অপমূত্রণ করলে মেঢ, অপশব্দ প্রয়োগ করলে গুহ্য ও উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করলে অধোদেশ রাজা কর্তন করবেন[202]।

পশুপক্ষীদের ওপর অপরাধে প্রযুক্ত দণ্ড :রাজা নিজ রাজ্যের পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষাদিও যত্নসহকারে রক্ষা করবেন। যদি কেউ পশু-পক্ষী বা বৃক্ষের ক্ষতি করে তাহলে তাদেরও দণ্ড প্রয়োগ করবেন। এবিষয়ে *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – যদি কোনও ব্যক্তি গো, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু হত্যা করে তাহলে সেই ব্যক্তির অর্দ্ধহস্ত ও অর্দ্ধপাদ ছেদন করবেন। আর যদি কেউ বৃক্ষকে ফলহীন করে তাহলে রাজা তাকে এক সুবর্ণ দণ্ড প্রদান করবেন[203]।

জাতীয় সম্পদহানিতে প্রযুক্ত দণ্ড : রাজ্যের উন্নতির জন্য রাজা সড়ক, সীমানা, জলাশয় ইত্যাদির নির্মাণ করেন। এগুলি জাতীয় সম্পদ রূপে কথিত। যদি কেউ এই জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে তাহলে রাজা তাকে দণ্ড প্রদান করবেন। *অগ্নিপুরাণে* পাওয়া যায় – যদি কেউ পথ-ঘাট, জলসীমানা, প্রাচীর ইত্যাদি নষ্ট করে তাহলে রাজা তাকে দ্বিগুণ স্বর্ণ দণ্ড দেবেন। কূপ হতে কেউ ঘট ও রজ্জু হরণ, কূপ ছিন্ন করা বা কোনও প্রাণিকে তাড়না করলে মাষ দণ্ড প্রদান করবেন। কিন্তু যদি কেউ দশ কুম্ভ অপেক্ষা অধিক সম্পদ হরণ করে তাহলে তাকে বধ করবেন এবং একাদশ গুণ অধিক দণ্ড প্রদান করবেন[204]। *মনুসংহিতাতেও* এবিষয়ের উল্লেখ আছে।

দণ্ডের সুপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের ফল :

প্রজা, শত্রু প্রমুখ সকলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে দণ্ড প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। এই দণ্ড প্রয়োগের ফল সম্পর্কে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে – শাস্ত্রানুসারে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা দণ্ড সকল প্রজাকে অনুরক্ত করে আর অবিবেচনা পূর্বক প্রযুক্ত দণ্ড সকল প্রকার সম্পদ নষ্ট করে। যে রাজা সুষ্ঠু ভাবে দণ্ড প্রণয়ন করেন, তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম দ্বারা উন্নতি লাভ করেন কিন্তু ছলান্বেষী রাজা, ক্রোধী ও বিষয়াভিলাষী রাজা দণ্ডের অপপ্রয়োগ দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দণ্ড যেহেতু মহাতেজ স্বরূপ তাই শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকের ধারণের

---

[202] অন্ত্যজাতির্দ্বিজাতিন্তু যেনাঙ্গেনাপরাধ্নযাৎ ।
তদেব চ্ছেদযেৎ তস্য ক্ষিপ্রমেবাবিচারযন্ ।।...
উৎকৃষ্টাসনসংসস্থ নীচস্যাধোনিকৃন্তনম্ ।
যো যদঙ্গঞ্চ রুজযেৎ তদঙ্গং তস্য কর্ত্তযেৎ ।। অগ্নি. ২২৭.২৯-৩১

[203]অর্দ্ধপাদকরাঃ কার্য্যা গোগজাশ্বোষ্ট্রঘাতকা ।
বৃক্ষন্তু বিফলং কৃত্বা সুবর্ণং দণ্ডমর্হতি ।। অগ্নি. ২২৭.৩২

[204] দ্বিগুণং দাপযেচ্ছিন্নে পথি সীম্নি জলাশযে ।
দ্রবাণি যো হরেদ্ যস্য জ্ঞানত্যোজ্ঞানত্যোপি বা ।।
ধান্যং দশভ্যঃ কুম্ভেভ্যো হরত্যোভ্যধিকং বধঃ । অগ্নি. ২২৭. ৩৩-৩৫

অযোগ্য হয়। তাই তার দণ্ড প্রয়োগ করা উচিত নয়। অন্যথায় সবান্ধব এই দণ্ডের কারণে বিনষ্ট হয়ে থাকে। রাজা যদি জ্ঞানী অমাত্যাদি সহায়হীন হন, মূর্খ, লোভী হন তাহলে যথার্থ দণ্ড প্রয়োগ করতে পারে না। অপরপক্ষে অর্থ ও দেহাদিতে শুদ্ধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানী ব্যক্তিই দণ্ডের যথার্থ প্রয়োগ করতে পারেন।[205]

[205] সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসীক্ষ্য প্রনীতস্তু বিনাশয়তি সর্বত।। মনু., ৭.১৯
তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্ধতে।
কামাত্মা বিষম ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে।। .....
শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা।। মনু., ৭.২৭-৩১

তৃতীয় অধ্যায়

পররাষ্ট্রনীতির রূপায়ণে রাজার ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায়

পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণে রাজার ভূমিকা

পররাষ্ট্র অধিগ্রহণার্থে বিজিগীষু রাজাকে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। এই উদ্দেশে মন্ত্রীদের(ধী-সচিব)সঙ্গে তিনি সন্ধি-বিগ্রহাদি ষাড়্গুণ্য বিষয়ে প্রত্যহ পরামর্শ করবেন এবং গোপনে তাদের প্রত্যেকের সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করে তাদের মতামত শুনে নিজের তথা দেশের সার্বিক হিতসাধন হয় - এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। রাজা সতর্ক থাকবেন যাতে শত্রুরা কোনও ভাবেই স্বপক্ষীয় ছিদ্র জানতে না পারে, কিন্তু শত্রুর ছিদ্র জানার চেষ্টা তিনি করে যাবেন। যেভাবে কচ্ছপ নিজের অঙ্গসমূহকে গোপন করে রাজাও তেমনি অমাত্যাদি অঙ্গসমূহকে বশীভূত করে তাদের থেকে উদ্ভূত ছিদ্রসমূহকে যত্ন সহকারে গোপন করবেন। রাজা পররাষ্ট্র গ্রহণের জন্য বকের ন্যায় একাগ্রচিত্তে চিন্তা করবেন, সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করবেন এবং বৃকের ন্যায় শত্রুর অসতর্কতার সুযোগে তার বিনাশ সাধন করবেন। কিন্তু যদি নিজে অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং পরাজয় নিশ্চিত জানেন তাহলে শশকের ন্যায় পলায়ন করে বৃহত্তর শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করার পরামর্শ রাজাকে দেওয়া হয়েছে।

রাজার পররাষ্ট্রনীতির রূপায়ণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে রাজমণ্ডল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে একজন বিজিগীষু রাজাকে যত্ন সহকারে মধ্যম বর্গের নৃপতির আচরণ ও গতিবিধি, অপর বিজিগীষু রাজার আচরণ, উদাসীন রাজা ও শত্রুর গতিবিধিও চিন্তা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ বিজিগীষু, অরি, মধ্যম এবং উদাসীন এই চারটি রাজমণ্ডলের মূল প্রকৃতি। এই চারজন *অমাত্য, দুর্গ, রাষ্ট্র, অর্থ ও দণ্ড* – এই পাঁচটি দ্রব্যপ্রকৃতির মূল বলে এদের মূলপ্রকৃতি বলে। এছাড়া *মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরি-মিত্রমিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার এবং আক্রন্দাসার* – এই আটটি হল শাখাপ্রকৃতি। কাজেই চারটি মূলপ্রকৃতি এবং এই আটটি মিলে মোট বারোটি রাজপ্রকৃতি আছে। এই রাজপ্রকৃতির প্রত্যেকের আবার *অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ ও দণ্ড* নামে অপর পাঁচটি দ্রব্যপ্রকৃতি মিলিতভাবে মোট ষাটটি দ্রব্যপ্রকৃতি। অতএব বারোটি রাজপ্রকৃতি এবং ষাটটি দ্রব্যপ্রকৃতি মিলিতভাবে মোট বাহাত্তরটি[206]। বিজিগীষু রাজার অনন্তরবর্তী রাজাকে অরি বলে জানতে হবে। সেই অরির সেবাকারীও

---

206 মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতম্।
উদাসীনপ্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ।।
এতাঃ প্রকৃতযো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ।।
অমাত্যরাষ্ট্রদুর্গার্থদণ্ডাখ্যাঃ পঞ্চ চাপরাঃ।
প্রত্যেকং কথিতা হ্যেতাঃ সংক্ষেপেণ দ্বিসপ্ততিঃ।। মনু. ৭.১৫৫-৫৭

অরি বলেই জ্ঞাত হয়। অরির অনন্তরবর্তী প্রকৃতিকে মিত্র এবং অরি ও মিত্রের অনন্তরিত প্রকৃতি উদাসীন। অর্থাত্ শত্রুর পরবর্তী এবং বিজিগীষু রাজার মধ্যবর্তী ভূমির রাজাকে মিত্র বলে; সেই শত্রু এবং মিত্র রাজার পরবর্তী রাজাকে উদাসীন বলে জানতে হবে। মধ্যম, অরি প্রভৃতি রাজাদের *সাম, দান,ভেদ, দণ্ড* এই উপায়গুলির পৃথক পৃথক প্রয়োগ এবং একসঙ্গে সমস্ত উপায় প্রয়োগ করে বশে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[207]। বিজয় অভিলাষী রাজা বিরুদ্ধাচরণকারীদের সামাদি উপায় দ্বারা বশীভূত করেন। কিন্তু যদি বিজয় বিরোধী শত্রুরা সামাদি দ্বারা বশীভূত না হয় তাহলে বলপূর্বক লঘু-গুরুক্রমে দণ্ড দ্বারা বশীভূত করবেন। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের মধ্যে সাম ও দণ্ড রাষ্ট্রবৃদ্ধিতে সহায়ক বলে পণ্ডিতেরা সর্বদা এই দুইয়ের প্রশংসা করেন[208]।

ষাড়গুণ্য বর্ণনা :

রাজা রাজ্যের স্থায়িত্ব, প্রজামঙ্গল এবং নিজের যশোলাভের জন্য (খ্যাতি, বিচক্ষণতা তুলে ধরার জন্য) যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন তার অন্যতম হল ষাড়গুণ্য। সেগুলি হল-সন্ধি , *বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়*।এদের মধ্যে সন্ধি ও বিগ্রহ-ই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত[209]। ষাড়গুণ্য সম্বন্ধে *অগ্নিপুরাণপুরাণে* খুব সামান্য আলোচনা পাওয়া যায়। এই ষাড়গুণ্যের প্রয়োগ এবং বিভাগ সম্বন্ধে *কামন্দকীয় নীতিসার, মনুসংহিতা* গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

সন্ধি : পররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সন্ধির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ করার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি চাই। একদিকে রাজার সৈন্যবাহিনীর শক্তিহীনতা, সামন্তবর্গের ক্ষোভ, অমাত্য বিক্ষোভ, প্রজা-অসন্তোষ, অন্যদিকে প্রতিপক্ষ রাজার শক্তি এবং সার্বিকভাবে দেশ-কাল ইত্যাদি পর্যালোচনা সাপেক্ষে কখনও কখনও সন্ধি

---

207 অনন্তরমরিং বিদ্যাদরিসেবিনমেব চ।
অরেরনন্তরং মিত্রমুদাসীনং তযোঃ পরম্।।
তান্ সর্বানভিসন্দধ্যাৎ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।
ব্যস্তৈশ্চৈব সমস্তৈশ্চ পৌরুষেণ নযেন চ।। মনু. ৭.১৫৮-৫৯

208 এবং বিজযমানস্য যেহস্য স্যু পরিপন্থিনঃ।
তানানযেদ্ বশং সর্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।।
যদি তে তু ন তিষ্ঠেরুপায়ৈঃ প্রথমৈস্ত্রিভিঃ।
দণ্ডেনৈব প্রসহ্যৈতাঞ্জনকৈর্বেশমানযেৎ।।
সামাদীনামুপায়ানাং চতুর্ণামপি পণ্ডিতাঃ।
সামদণ্ডৌ প্রসংসন্তি নিত্যং রাষ্ট্রাভিবৃদ্ধযে।। মনু. ৭.১০৭-১০৯

209 সন্ধিশ্চ বিগ্রহশ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবঃ সংশ্রযশ্চ ষডগুণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।। অগ্নি. ২৩৪.১৭

অপরিহার্য হয়ে ওঠে। *অগ্নিপুরাণপুরাণে* এবিষয়ে বলা হয়েছে -- সমাধানের জন্য পণবদ্ধ বা অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া বা উভয় পক্ষের মধ্যে আপোস করাকেই সন্ধি বলে[210]।

কামন্দকীয়নীতিসারে বলা হয়েছে - যদি রাজা বলবান শত্রু কর্তৃক নিগৃহীত হন এবং কোনও রূপ প্রতিকার না থাকে তাহলে রাজা সন্ধি করবেন। তবে মুখে সন্ধির কথা বললেও সময়ের অপেক্ষায় থেকে কাল বিলম্ব করবেন।[211] *মনুসংহিতায়* উল্লিখিত হয়েছে, তৎকালীন ফলপ্রদানকারী, এবং ভবিষ্যতে ফলপ্রদানকারী বিচারে সন্ধি দ্বিবিধ - *সমানযানকর্মাসন্ধি* এবং *অসমানযানকর্মাসন্ধি*[212]। *কামন্দকীয়নীতিসারে কপাল-সন্ধি, উপহার-সন্ধি, সন্তান-সন্ধি, সঙ্গত-সন্ধি, উপন্যাস-সন্ধি* ইত্যাদি ষোড়শ প্রকার সন্ধির কথা বলা হয়েছে। সেগুলি আবার অবান্তর ভেদে বহুবিধ হয়[213]। *কামন্দকীয়নীতিসারে* বলা হয়েছে – পারস্পরিক উপকার, মৈত্র, বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং উপহার এই চার প্রকার সন্ধিই পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। *মৈত্র-সন্ধি* ছাড়া অন্য যত সন্ধি আছে সবই উপহার-সন্ধির ভেদ মাত্র।[214]

কাদের সাথে সন্ধি নিষিদ্ধ : রাজা কাদের সাথে সন্ধি করবেন না সে বিষয়ে *কামন্দকীয়নীতিসারে* বলা হয়েছে – বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, ভীরু, লোভী, বল-ব্যসন সঙ্কুল ইত্যাদি কুড়ি প্রকার ব্যক্তির সাথে সন্ধি করা বিধেয় নয়[215]। রাজা বলবান্ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তদপেক্ষা অধিক বলবান্ নরপতির কাছে অবরোধ মোচনের জন্য সাহায্য চাইবেন। বৃহস্পতি বলেছেন – যুদ্ধে জয়লাভ যেহেতু সন্দেহের বিষয় তাই রাজা

---

210 পণবন্ধঃ স্মৃতঃ সন্ধিঃ। অগ্নি. ২৩৪.১৮

211 বলীযসা হভিযুক্তস্তু নৃপোহনন্যপ্রতিক্রিয।
আপন্ন সন্ধিমন্বিচ্ছেৎ কুর্বাণ কালযাপনম্।। কাম., ৯.১

212 সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রযঞ্চ ষডগুণাংশ্চিন্তযেৎ সদা।।
আসনং চৈব যানম্ চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।
কার্যং বীক্ষ্য প্রযুঞ্জীত দ্বৈধং সংশ্রযমেব চ।।
সন্ধিং তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্ রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানাসনে চৈব দ্বৈধং সংশ্রযমেব চ।।
সমানযানকর্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।
তদাত্বাযতিসংযুক্তঃ সন্ধির্জ্ঞেযো দ্বিলক্ষণঃ।। মনু. ৭.১৬০-৬৩

213 তু. অর্থশাস্ত্র. ৭.৩

214 পরস্পরোপকারশ্চ মৈত্রঃ সম্বন্ধজস্তাথা।
উপহারশ্চ বিজ্ঞেযাশ্চত্বারস্তে চ সন্ধয।। কাম., ৯.২০

215 বালো বৃদ্ধো দীর্ঘ রোবস্থথা জ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ
ভিরুকো ভিরুকজনো লুব্ধো লুব্ধজনস্তথা।।.....
অদেশস্থো বহুরিপুর্যুক্তঃ কালেন যশ্চ নঃ।
সত্যধর্মব্যপেতশ্চ বিংশতিঃ পুরুষা অমী।। কাম.নী. ৯.২৩-২৬

সম-বলশালী রাজার সাথেও সন্ধি করবেন।[216] তাছাড়া কখনও কখনও যুদ্ধে উভয়পক্ষের বিনাশও হয়[217]। তাই সন্ধি কাম্য। *অগ্নিপুরাণপুরাণে*ও সম-বলশালী রাজার সঙ্গে সন্ধির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।[218]

শত্রুর সাথে সন্ধি : হিমালয়ের শীতল জল ক্ষতের উপর পড়লে অল্প হলেও পীড়া দান করে। তাই বিজিগীষু রাজা বিপদে পড়লে, তার শত্রু অল্প হলেও তার সাথেই সন্ধি করবেন কিন্তু কখনও হীন বা অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে *সন্ধি* করবেন না। কারণ, হীন ব্যক্তি সুযোগ বুঝে বিজিগীষু রাজাকে প্রহার করে।[219]

বিগ্রহ : রাজা যদি দেখেন সন্ধি করে কোনও লাভ নেই বা বিপক্ষ সন্ধি মানছে না তখন বিগ্রহ অবলম্বন করবেন। এবিষয়ে অগ্নিপুরাণপুরাণে বলা হয়েছে – বিবিধ ভাবে শত্রুর ছোট/বড় ক্ষতি বা অপকার করাই বিগ্রহ[220]। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, সময়ে হোক বা অসময়ে - কার্যসিদ্ধির জন্য স্বয়ংকৃত এবং মিত্রের অপকার নিবারণার্থে কৃত – এই ভেদে বিগ্রহ দুই প্রকার[221]। *কামন্দকীয়নীতিসারে* বলা হয়েছে – দুই পক্ষ পরস্পরের অপকার করলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ফলে বিগ্রহ বা যুদ্ধ ঘটে।[222] সেখানে বিগ্রহের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে – শত্রু কর্তৃক স্ত্রী, রাজ্য, মান, ধনসম্পদ, যান ইত্যাদি হরণের চেষ্টা হলে রাজা বিগ্রহ করবেন। বিগ্রহ উপশম কিভাবে হতে পারে সে প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। রাজ্য, স্ত্রী, স্থান প্রভৃতি হরণের ফলে যে যুদ্ধ হয় তার প্রশমন হয় দান (কোষ, অশ্বাদি) এবং দম (গুপ্তদণ্ড বা আত্মসংযম) দ্বারা। আবার স্বার্থ ও ধর্মহানিতে যে যুদ্ধ হয় তাও দান এবং দম দ্বারাই প্রশমিত হয়। অপমান হেতু যুদ্ধ হলে

---

216 সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাপি সন্ধিশ্চো বিযেযা যুধি।
ন হি সংশযিতং কুর্যাদিত্যুবাচ বৃহস্পতি।। কাম., ৯.৫৯

217 নাশো ভবতি যুদ্ধেন কদাচিদুভযোরপি।
সুন্দোপসুন্দাবন্যোন্যং সমবির্যৌ হতৌ ন কিম্?।। কাম.৯.৬১

218 সমেন সন্ধিঃ। অগ্নি. ২৩৪.২০

219 বিহীনোহপি সুসন্ধোহপি ব্যাসনে রিপুরাগতঃ।
পতন্ দুনোতি হিমগত্তোযবিন্দুরিব ক্ষতে।।
ন সন্ধিমিচ্ছেদ্ধীনৈশ্চ তত্র হেতুরসংশযঃ।
তস্য বিশ্রম্ভমালভ্য প্রহরেৎ তং গতস্পৃহঃ।। কাম.৯.৬২-৬৩

220 অপকারস্তু বিগ্রহঃ। অগ্নি. ২৩৪.১৮

221 স্বযংকৃতশ্চ কার্যার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ।। মনু,৭.১৬৪

222 অমর্ষোপগৃহীতানাং মন্যুসন্তপ্তচেতসাম।
পরস্পরাপকারেণ পুংসাং ভবতি বিগ্রহঃ।। কাম., ১০.১

রাজা সম্মান প্রদর্শন করে উপশম করবেন। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন কারণে সৃষ্ট হওয়া *বিগ্রহ দান, দণ্ড, ভেদ* ইত্যাদি দ্বারা প্রশমন করবেন।[223]

বিগ্রহের প্রকার ভেদ : *কামন্দকীয়নীতিসারে* অল্প ফলপ্রদ, নিষ্ফল, তৎকালে দোষজনক, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে দোষজনক ইত্যাদি ষোল প্রকার বিগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে[224]।

যান : জয়েচ্ছু রাজা সর্বদা দুর্বল শত্রুরাজ্য জয় করার জন্য উৎসুক থাকেন। যখন বিগ্রহ দ্বারা শত্রু বিধ্বস্ত তখন রাজা সেই রাজ্যকে আক্রমণ করেন। *অগ্নিপুরাণপুরাণে* উক্ত হয়েছে, শত্রু- বিজয়ের উদ্দেশে যে যাত্রা করা হয় তাই যান[225]। মনুর মতে, একাকী যুদ্ধযাত্রা এবং মিত্র রাজার সঙ্গে মিলিত ভাবে যাত্রা ভেদে যান দ্বিবিধ[226]।

কামন্দকীয়নীতিসারেও উৎকৃষ্ট বল ও বীর্য যুক্ত রাজা জয়াভিলাষী হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেই তাকে যান বলে উল্লেখ করেছেন। নীতিনিপুণ পণ্ডিতগণ *কামন্দকীয়তে বিগৃহ্য-যান, সন্ধ্যায় যান, সম্ভূয়-যান, প্রসঙ্গ-যান এবং উপেক্ষা-যান* এরূপ পাঁচ প্রকার যান উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলি বিশদে বর্ণনাও করা হয়েছে।[227]

আসন : বিগ্রহ সহকারে যুদ্ধযাত্রার ফলে জয় লাভ করে নিজ রাজ্যে অবস্থান করাকেই *অগ্নিপুরাণপুরাণে* আসন বলে উক্ত হয়েছে[228]। *মনুসংহিতায়* উক্ত হয়েছে,

---

[223] রাজ্যস্ত্রীস্থানদেশানাং দানেন চ দমেন চ।
বিগ্রহস্য তু যুক্তিজ্ঞৈরিতি প্রশমনং স্মৃতম্।।
এতদেব তু বিজ্ঞেযং স্বার্থধর্মবিঘাতজে।
বিষযধ্বংসজে শত্রোর্বিষযপ্রতিপীড়নম্ঃ।। কাম., ১০.৬-৭

[224] ভূম্যনন্তরজাতং তু মণ্ডলক্ষোভজং তথা।
চর্তুভুজং বৈরাজাতং বাহুদন্তিসুতাহব্রবীৎ।।.....
আযত্যাং ফলসংযুক্তং তদাত্বে নিস্ফলং তথা।
ইতীমং ষড়োষবিধং ন কুর্যাদেব বিগ্রহম্।। কাম., ১০.১৮-২৩

[225] জিগীষোঃ শত্রুবিষযে যানং যাত্রাভিধীযতে। অগ্নি., ২৩৪.১৮

[226] একাকিনশ্চাত্যযিকে কার্যে প্রাপ্তে যদৃচ্ছযা।
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে।। মনু. ৭.১৬৫

[227] উৎকৃষ্ট বলযবীর্যস্য বিজিগীষো র্জযৈষিণঃ।
গুণানুরক্তপ্রকৃতের্যাত্রা যানমিতি স্মৃতম্।।
বিগৃহ্য সন্ধায তথা সম্ভূযাথ প্রসঙ্গতঃ।
উপেক্ষা চেতি নিপুণৈর্যানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।। কাম. ১১.১-২

[228] বিগ্রহেণ স্বকেদেশে স্থিতিরাসনমুচ্যতে। অগ্নি. ২৩৪.১৯

বর্তমান জন্ম বা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের দ্বারা সকল সম্পদ ক্ষয় পাওয়ার কারণে আসন এবং সমৃদ্ধ হলেও মিত্র রাজার অনুরোধে আসন – এইভাবে আসন দ্বিবিধ[229]।

শত্রুরাজা এবং বিজিগীষু রাজা যদি সমশক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তাহলে কেউ কাউকে জয় করতে না পেরে প্রকৃত সময়ের অপেক্ষায় যুদ্ধের যে নিবৃত্তি তাই আসন নামে পরিচিত। *কামন্দকীয়নীতিসার* গ্রন্থে *বিগৃহ্যাসন, সন্ধায়াসন, সম্ভূয়াসন* ইত্যাদি পাঁচ প্রকার বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং তাদের বিশদ বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।[230]

দ্বৈধীভাব : শত্রুর ক্ষমতা বুঝে বল প্রয়োগ করে তাদের নাশ বা প্রয়াণ ঘটানোকেই *অগ্নিপুরাণপুরাণে* দ্বৈধীভাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে[231]।

কাকের দৃষ্টি যেমন কোন্ দিকে থাকে তা যেমন বলা যায় না তেমনি দুই বলবান্ শত্রুর মধ্যে কেবল কথার দ্বারাই 'আমি ও আমার রাজ্য আপনার হ'ল বা আমি আত্মসমর্পণ করলাম' - এরূপ বললেও মনের মধ্যে দ্বিধা থাকে। উভয়পক্ষই যদি আক্রমণ করে তাহলে যত্নপূর্বক আত্মরক্ষা করা এবং নিকটবর্তী বলবান্ শত্রুর সেবা করা উচিত। এই দ্বৈধীভাব স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র ভেদে দ্বিবিধ।[232] *মনুর* মতে, কার্যসিদ্ধির জন্য একস্থানে সেনাপতির হস্তী-অশ্বাদি নিয়ে অবস্থান করা এবং অন্যত্র দুর্গে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজার অবস্থান – এই ভাবে দ্বৈধীভাব দ্বিবিধ[233]।

সংশ্রয় : যদি এমন হয় যে, রাজা শত্রুর সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা সম্পর্কে, যুদ্ধে জয় নিশ্চিত কিনা ইত্যাদি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তাহলে তিনি উদাসীন থাকবেন অথবা মধ্যস্থ পন্থা অবলম্বন করেন যা *অগ্নিপুরাণপুরাণে* সংশ্রয় নামে পরিচিত[234]। সংশ্রয়ও দ্বিবিধ

---

[229] ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্বকৃতেন বা।
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্।। মনু. ৭.১৬৬

[230] পরস্পরস্য সামর্থ্যাবিঘাতাদাসনং স্মৃতম্।
অরেশ্চ বিজিগীষোশ্চ তৎ পঞ্চবিধমুচ্যতে।।
অন্যোন্যা ক্রান্তিকরণং বিগৃহ্যাসনমুচ্যতে।
অরিংবিগৃহ্যাবস্থানং বিগৃহ্যাসনমুচ্চতে।। কাম., ১১.১৩-১৪

[231] বলার্দ্ধেন প্রযাণস্তু দ্বৈধীভাবঃ স উচ্যতে। অগ্নি. ২৩৪.১৯

[232] বলিনোর্দ্বিষতোর্মধ্যে বাচাত্মানং সমর্পযন্।
দ্বৈধীভাবেন বর্ত্তেত কাকক্ষিবদলক্ষিতঃ।। কাম. ১১.২৪

[233] বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্যার্থসিদ্ধয।
দ্বিবিধং কীর্ত্যতে দ্বৈধং ষাডগুণ্যগুণবেদিভিঃ।। মনু. ৭.১৬৭

[234] উদাসীনো মধ্যমো বা সংশ্রযাৎ সংশ্রযঃ স্মৃতঃ। অগ্নি. ২৩৪.২০

– শত্রুর দ্বারা পীড়িত হয়ে সেই পীড়া নিবারণের জন্য অন্য রাজাকে আশ্রয় করা এবং সর্বত্র প্রচারের উদ্দেশে আশ্রয়গ্রহণ[235]।

কামন্দকীয়নীতিসারে বলবানের কাছে আশ্রয় গ্রহণের নাম সংশ্রয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলবান শত্রুর দ্বারা উচ্ছেদ নিশ্চিত জানলে, প্রতিকারের কোনও উপায় না থাকলে দুর্বল রাজা নিজ বংশীয় সত্যবাদী, সজ্জন, বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করবেন। যে ব্যক্তি পরের আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে সংশ্রয়ী বলে[236]। আশ্রয়লাভের পর সংশ্রয়ী আশ্রয়দাতাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, তার ভাবে ভাবিত হবেন, তাঁর কার্যের অনুকরণ করবেন ইত্যাদি সংশ্রয়ী ব্যক্তির বৃত্তি রূপে উল্লিখিত।

কাদের উপর ষাড়গুণ্য প্রয়োগ করবেন :

শাসন পরিচালনার কাজে ষাড়গুণ্য প্রয়োগ রাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু কাদের উপর কখন কোনটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সে বিষয়ে *অগ্নিপুরাণপুরাণে* বলা হয়েছে – রাজা যখন জানবেন যে যুদ্ধের শেষে তার জয় নিশ্চিত এবং বর্তমানে ক্ষতি অল্প হবে তখন রাজা সন্ধি করবেন। যখন নিজেকে কোশসম্পদ দ্বারা বলবান এবং অমাত্যাদি অনুরক্ত বলে মনে হবে তখন যুদ্ধযাত্রা করবেন। বিশুদ্ধ শত্রুকে ক্ষমতাবলে জয় করবেন। আবার স্বসৈন্য আনন্দিত, ধনাদি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং শত্রু সৈন্য হীনবল হবে তখনও রাজা যুদ্ধযাত্রা করার পরামর্শ *মনুসংহিতায়* দেওয়া হয়েছে। যদি দেখেন শত্রুর বর্ম্মচ্ছেদ করতে সক্ষম তখন রাজা 'আসন' আশ্রয় করবেন, যদি বাহনাদি ও সৈন্যবলে দুর্বল বলে মনে করেন তাহলে শত্রুরাজাকে উপঢৌকনাদি দ্বারা সান্তনা দান পূর্বক আসন অবলম্বন করার পরামর্শ *মনুসংহিতায়* দেওয়া হয়েছে। আর অশুদ্ধ শত্রুর ক্ষেত্রে যুদ্ধ দ্বারা পরাস্ত করবেন। শত্রু যদি বলবান এবং অশুদ্ধ হয় তাহলে রাজা দ্বৈধীভাব আশ্রয় করবেন। বলবান দ্বারা বিগৃহিত হওয়ার পর সংশ্রয় হলে তা অধম আচরণ বলে উক্ত হয়[237]। মনুর মতে রাজা যদি শত্রুসৈন্যকে সর্বতোভাবে বলবান্ বলে মনে করবেন তখন সৈন্যকে দ্বিধাবিভক্ত করবেন এবং নিজ কার্য সম্পাদন করবেন। কিন্তু শত্রুসৈন্য দ্বারা পরাজয় আশঙ্কা করেন তাহলে অবিলম্বে কোনও ধার্মিক রাজাকে আশ্রয় করবেন। কিন্তু এমন বিপদের সময়ও যদি রাজার এই আশ্রয় গ্রহণকে দোষ যুক্ত বলে মনে হয় তাহলে তিনি নির্ভয়ে যুদ্ধই করবেন[238]।

---

[235] অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানস্য শত্রুভিঃ।
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশ্রযঃ স্মৃতঃ।। মনু. ৭.১৬৮

[236] তদ্দর্শনোপাস্তিকতা নিত্যং তদ্ভাবভাবিতা।
তৎকারিতা প্রশ্রযিতা বিত্যং সংশ্রযিণঃস্মৃতম্।। কাম., ১১.২৯

[237] আসীনঃ কর্ম্মবিচ্ছেদং শক্তং কর্তুং রিপোর্যদা।
অশুদ্ধপার্ষ্ণিশ্চাসীত বিগৃহ্য বসুধাধিপঃ।। অগ্নি. ২৩৪.২২-২৫

[238] যদাবগচ্ছেদাযত্যামাধিক্যং ধ্রুবমাত্মনঃ।

এইরূপ সংশ্রয়ী রাজার পক্ষে যান ব্যবহার কেবল অর্থব্যয়, ক্ষয় ও আয়াসকর বলে প্রতিপন্ন হয়।

উপায়সমূহ : প্রাচীন ভারতে প্রজাবর্গকে অনুরক্ত রাখা, অমাত্যাদি রাজ্যের অঙ্গগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনা করা, প্রশাসনের অবলম্বনরূপ সহায়, অনুজীবী, দূত প্রভৃতি কর্মচারীবৃন্দকে তুষ্ট এবং বশীভূত রাখা এবং সর্বোপরি বহির্দেশীয় ও অন্তর্দেশীয় শত্রুদের বশে রাখার জন্য রাজাকে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হত। যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে রাজা সকলকে বশে রাখার চেষ্টা করতেন সেগুলি 'উপায়' নামে খ্যাত। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে এই উপায়গুলির সংখ্যা এবং প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, *পুরাণ*গুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। মনু খুব বিস্তৃত আলোচনা না করলেও একথা বলেছেন, রাজার উন্নতির পরিপন্থী যারা তাদের রাজা সামাদি উপায় প্রয়োগে বশীভূত করার চেষ্টা করবেন[239] এবং তাঁর মতে উপায়-চতুষ্টয়ের মধ্যে সাম এবং দণ্ড প্রশংসনীয়[240]। *অগ্নিপুরাণপুরাণ, মৎস্যপুরাণ এবং কামন্দকীয়নীতিসারে* সাত প্রকার উপায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি রাজাকে সুশাসক, বিচক্ষণ, প্রজাহিতৈষী এবং সর্বোপরি দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে সাহায্য করে। *অগ্নিপুরাণপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও কামন্দকীয়নীতিসারে সাম, ভেদ, দান, দণ্ড, মায়া, উপেক্ষা এবং ইন্দ্রজাল* এই সাতটি উপায় কথিত হয়েছে[241]। *মৎস্যপুরাণে* নামতঃ সাত প্রকারের উল্লেখ থাকলেও *সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডেরই* আলোচনা দৃষ্ট হয়। *অগ্নিপুরাণপুরাণ এবং কামন্দকীয়নীতিসারে* সাতটি উপায়েরই বর্ণনা পাওয়া যায়।

সাম : উপায় সমূহের অন্যতম ও প্রথম উপায় হল সাম। সাম হল এমন উপায় যেখানে অনুরোধ, উপদেশ দানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যার সমাধান করা। রাজা তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের বশে রাখার জন্য সর্বপ্রথম সাম-উপায়টির প্রয়োগ করবেন।

তদাত্বে চাল্পিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমমাশ্রযেৎ।।.....
যদি তত্রাপি সম্পশ্যেদ্দোষং সংশ্রযকারিতম্।
সুযুদ্ধমেব তত্রাপি নির্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ।। মনু. ৭.১৬৯-১৭৬

239 এবং বিজযমানস্য যেহস্য স্যু পরিপন্থিনঃ।
তানানযেদ্ বশং সর্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।। মনু, ৭.১০৭

240 সামাদীনামুপাযাংনাং চতুর্ণামপি পণ্ডিতাঃ।
সামদণ্ডৌ প্রশংসন্তি নিত্যং রাষ্ট্রাভিবৃদ্ধযে।। মনু,7.109

241 সাম ভেদস্তথা দানং দণ্ডশ্চ মনুজেশ্বর।
উপেক্ষা চ তথা মাযা ইন্দ্রজালঞ্চ পার্থিব।। মৎস্য. ২২২.২
ক) তু. সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদ-দণ্ডৌ তথাপরৌ।
মাযোপেক্ষেন্দ্রজালঞ্চ উপাযাঃ সপ্ত...।। অগ্নি. ২২৬.৫-৬

মৎস্যপুরাণ ও অগ্নিপুরাণপুরাণানুসারে 'সাম' তথ্য এবং *অতথ্য* ভেদে *দ্বিবিধ*[242]। তার মধ্যে সৎকুলজাত, ব্রাহ্মণ, ধার্মিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই তথ্য সাম প্রযুক্ত হবে অন্যথায় সাধুজনের আক্রোশ উৎপন্ন হয়। অপরদিকে শত্রু বা রাক্ষসাদির জন্য অতথ্য সাম প্রয়োগ করবেন রাজা। সাম প্রয়োগ দ্বারা রাক্ষসদেরও বশে আনা যায় কিন্তু অসাধু ব্যক্তিদের কখনও বশে আনা যায় না বলে *মৎস্যপুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে[243]।

কামন্দকীয়নীতিসারে উক্ত হয়েছে, পন্ডিতগণ সামকে পাঁচ প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন – *পরস্পরের উপকার করা, পরস্পরের গুণকীর্তন করা, পরস্পরের সম্বন্ধ প্রকাশ করা, ভবিষ্যতের শুভ সূচনা করা, এবং মধুর বাক্যে* 'আমি তোমারই' বলে আত্মসমর্পণ।

যাদের প্রতি রাজা সাম প্রয়োগ করবেন বলে স্থির করবেন তাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে তৃষ্ণার্তনয়নে অবলোকন করে মধুর বাক্যে বলবেন, কারণ যে বাক্য লোকের উদ্বেগ উৎপন্ন করে না তাই সাম। *সুনৃত, সান্ত্ব, প্রিয় ও স্তব* – এইগুলির প্রতিটির নামই সাম। 'আমি তো তোমারই কেনা' এই রূপ শত্রুর অভিত বস্তু দান করে পরে সেই শত্রুকে ভেদ করবেন। জল পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করে যেমন পর্বত বিদারণ করে, তেমনই বিদ্বানগণ সাম-প্রয়োগ করে কার্যসিদ্ধি করার পক্ষপাতী। সাম প্রয়োগ করেই দেবতা ও দানবগণ অমৃতলাভের জন্য সমুদ্রমন্থন করেছিলেন, অপরপক্ষে প্রভৃতি সামের বিরুদ্ধাচরণ করেই দুর্যোধন হত হয়েছিলেন।[244]

দান : উপায় সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠ হল দান[245]। সমস্যা সমাধানার্থে বা প্রজাসাধারণকে স্ববশে আনার জন্য রাজা দান-নামক উপায়ের প্রয়োগ করে থাকেন। *অগ্নিপুরাণানুসারে* দানের দ্বারা মিত্র, পরিজন এমনকি শত্রুকেও জয় করা যায়। আবার *অগ্নিপুরাণ* ও *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে – এই দান সুপ্রযুক্ত হলে রাজা উভয় লোক জয় করতে পারেন অর্থাৎ স্বর্গলোক ও মর্ত্যলোক দানের দ্বারাই রাজার বশ্যতা স্বীকার করে।

---

[242]দ্বিবিধং কথিং সাম তথ্যঞ্চাতথ্যমেব চ। মৎস্য. ২২২.৩
ক) *তু.* অগ্নি. ২২৬.৬

[243] তত্রাপ্যতথ্যং সাধুনামাক্রোশায়ৈব জায়তে।
মহাকুলীনা ঋজবো ধর্ম্মনিত্যা জিতেন্দ্রিযা।। অগ্নি. ২২৬.৭

[244] প্রবিশন্নিব চেতাংসি দৃষ্ট্বা সাধু পিবন্নিব।
স্রবন্নিবামৃতং সাম প্রযুঞ্জীত প্রিযংবচ।.....
ক্ষীরাব্ধীঃ মথিতঃ সাম্না খলাযামরদানবৈঃ।
নিজঘ্নিরে ধার্তরাষ্ট্রাঃ সাম প্রদ্বেষিণোহচিরাৎ।। কাম., ১৮.১৫-২০

[245] সর্ব্বেষামপ্যুপাযানাং দানং শ্রেষ্ঠতমং মতম্।
সুদত্তেনেহ ভবতি দানেনোভযলোকজিৎ।। মৎস্য. ২২৪.১

এমন কোনও ব্যক্তি নেই, যে দানের দ্বারা বশীভূত হয় না[246]। দানী ব্যক্তি সুসংহত শত্রুকেও বশ করতে পারেন বলে *অগ্নিপুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে[247]।

সৎপাত্রে দানের মাধ্যমেই রাজা প্রজাদের মন জয় করেন, তাঁর যশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। *'দান'* হল সেই উপায় যা রাজার কৃতকর্মকে পুত্রবৎ এগিয়ে নিয়ে যায়[248]। কিন্তু শুধু দানই যথেষ্ট নয়, *মৎস্যপুরাণে* রাজাকে প্রকৃষ্ট পৌরুষ এবং বীরত্বের অধিকারী হওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[249]।

কামন্দকীয়নীতিসারে সামের ন্যায় দানও পাঁচ প্রকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল – *প্রাপ্ত অর্থের উত্তম বা মধ্যম বা অধম দান, গৃহীত ধনের অনুমোদনপূর্বক প্রতিদান, অপূর্ব-দ্রব্যের দান, শত্রু স্বয়ং যাতে ধনগ্রহণ করে তার প্রবৃত্তি দেওয়া এবং দেয় ধনের মকুব।*

নীতিজ্ঞ পণ্ডিত দানের দ্বারা দারুণ-যুদ্ধকে প্রশমিত করেন। দানবেন্দ্র বৃষপর্বা দানের দ্বারাই শুক্রাচার্যের ক্রোধ প্রশমিত করেছিলেন। শান্তিকামী ব্যক্তি বলবান লোককে অনুরোধ করার সাথে সাথে দানও করবেন, অন্যথা তার বিনাশ সাধিত হয়।[250]

ভেদ : *সাম, দান* – এই দুই উপায় প্রয়োগ করেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় অথবা শত্রুকে বশীভূত করতে না পারা যায়, তাহলে রাজা 'ভেদ' নামক উপায়ের আশ্রয় নেবেন। এর দ্বারা রাজার প্রতি বিরূপ বা শত্রুমনোভাবাপন্ন লোকদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের নিঃসঙ্গ ক'রে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা বাধ্য হয়ে রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। কাদের উপর রাজা ভেদ নীতি প্রয়োগ করবেন সে বিষয়ে *মৎস্যপুরাণ* ও *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – যারা পরস্পর ক্রোধান্বিত, বিদ্বিষ্ট, ভীত, অবমানিত এবং প্রতিশোধপরায়ণ রাজা সেই সকল ব্যক্তির উপরই ভেদ প্রয়োগ করবেন[251]। রাজা বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত অপরাধের উল্লেখ করে ভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবেন। রাজা ক্রমাগত এই ভেদনীতি প্রয়োগ করে থাকেন, অন্যথায় শত্রুদের সঙ্গে

---

[246] ন সোস্তি রাজন্ দানেন বশগো যে ন জাযতে। মৎস্য. ২২৪.২

[247] দানবানেন শক্নোতি সংহতান্ ভেদিতুং পরান্।। অগ্নি. ২২৬.১৩

[248] দানং শ্রেযস্করং পুংসাং দানং শ্রেষ্ঠতমং পরম্।
দানবানেন লোকেষু পুত্রত্বে ধ্রিযতে সদা।। মৎস্য. ২২৪.৭

[249] ন কেবলং দানপরা জযন্তিভূলোকমেকং পুরুষ প্রবীরাঃ।
জযন্তিতে রাজসুরেন্দ্রলোকং সুদুর্জ্জযং যো বিবুধাধিবাসঃ।। মৎস্য. ২২৪.৮

[250] দারুণং বিগ্লহং বিদ্বান্ দানেন প্রশমং নয়েৎ।
ইন্দ্রোপচারে শুক্রস্য দানেন সমমীযিবান্।। কাম.১৮.২১

[251] পরস্পরন্তু যে দুষ্টাঃ ক্রুদ্ধা ভীতাবমানিতা।
তেষাং ভেদং প্রযুঞ্জীত ভেদসাধ্যা হি তে মতাঃ।। মৎস্য. ২২৩.১

মোকাবিলা করা কঠিন হয়। ভেদ্য ব্যক্তির মুখ থেকে অথবা অন্য কোনও ব্যক্তির মুখ থেকে ভেদ বার্তা শ্রবণ করলেও নিজে বিচার না করে তা অনুমোদন করবেন না। আবার সদ্য যে ব্যক্তিদের উপর ভেদ প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করবেন না। কারণ তারা ভালোর মুখোশ পরে রাজার পরোক্ষ ক্ষতি করতে পারে।

রাজ্যে যদি অন্তঃকোপ এবং বহিঃকোপ উৎপন্ন হয় তাহলে রাজা অন্তঃকোপ বিনাশ করার উপর বেশী নজর দেবেন। কারণ অন্তঃকোপের ফলেই রাজার বিনাশ হয় বলে মৎস্য ও *অগ্নিপুরাণপুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে[252]। অন্তঃকোপের উৎস *রাজমহিষী, রাজপুত্র, সেনাপতি, মন্ত্রী, অমাত্য* প্রমুখ রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকা ব্যক্তি এবং বহিঃকোপগুলি *সামন্ত, নগরপাল* প্রমুখের দ্বারা উৎপন্ন হয় বলে *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে[253]। এই বহিঃকোপ যতই ভয়ানক হোক না কেন যদি অন্তঃকোপ উৎপন্ন না হয় তাহলে রাজা সহজেই বহিঃকোপ জয় করতে পারেন। তাই কোপ সকল দমন করার জন্য রাজার পক্ষে ভেদ প্রয়োগ জরুরি। কিন্তু এই ভেদ নীতির প্রয়োগকালে রাজাকে সতর্ক থাকতে হবে। শত্রুপক্ষের জ্ঞাতিদের মধ্যে তিনি ভেদ প্রয়োগ করবেন, কারণ পৃথক পৃথক অবস্থায় থাকা যষ্টির ন্যায় ভেদগ্রস্ত শত্রুকে অনায়াসে নিহত করা যায়[254]। কিন্তু নিজ জ্ঞাতিদের সর্বদা মান, যশ ও অর্থ দ্বারা স্বপক্ষে রাখবেন, কারণ জ্ঞাতিদের উপর ভেদ প্রয়োগ রাজার পক্ষে ক্ষতিকর। *কামন্দকীয়নীতিসারেও* জ্ঞাতিভেদের ফলে রাজার বিনাশ হয় বলে উল্লেখ করে করা হয়েছে।

উভয়পক্ষের বেতনগ্রাহী দূত দ্বারা প্রবিষ্ট হয়ে শত্রুপক্ষকে কিঞ্চিৎ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে রাজা ভেদ প্রয়োগ করবেন। এই ভেদ আবার চাররকম ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যারা বেতন পায়না তাদের লোভ দেখিয়ে, ভীত ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়ে, যারা ক্রোধী তাদের হঠাৎ ক্রোধ উৎপন্ন করে এবং যারা সম্মানীয় ব্যক্তি তাদের অবমানিত করে রাজা ভেদ প্রয়োগ করবেন। রাজা পররাষ্ট্রের মন্ত্রী, অমাত্য ও পুরোহিতদের ভেদ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। রাজপুত্র প্রবল বলশালী হলেও কোনওভাবে তার ভেদ সাধন

---

[252] অন্তঃকোপা বহিঃকোপা যত্র স্যাতাং মহীক্ষিতাম্।
অন্তঃকোপা মহাংস্তত্র নাশকঃ পৃথিবীক্ষিতাম্।। মৎস্য. ২২৩.৭

[253] সামন্তকোপো বাহ্যস্তু মন্ত্রামাত্যাত্মজাদিকঃ।
অন্তকোপঞ্চোপশামাং কুর্ব্বন শত্রোশ্চ তৎ জাযতে।। অগ্নি. ২২৬.১১

[254] রক্ষ্যশ্চৈব প্রযত্নেন জ্ঞাতিভেদস্তথাত্মনঃ।
জ্ঞাতযঃ পরিতপ্যন্তে সততংপরিতাপিতাঃ।। মৎস্য ২২৩.১৩
ক) বস্থং হি মেধাবী তৎকুলীনং বিকারযেৎ।
বিকৃতস্তু কুলীনস্তু পুমানভ্যন্তরোণিতঃ।। কাম।, ১৮.২৯

করতে পারলে সমস্ত ভেদ করা যায়। শত্রুরাজার অমাত্য ও যুবরাজ তার দুই হাত, মন্ত্রী হল তার চক্ষু। তাই এদের যে কোনো একজনকে ভেদ করলেই শত্রুরাজার বিনাশ হয়।[255]

দণ্ড : উপায় সমূহের মধ্যে সর্বাধিক কার্যকরী হল দণ্ড। *মৎস্যপুরাণে* উল্লিখিত আছে - *সাম, দান, ভেদ প্রয়োগ* করেও যে সকল ব্যক্তিকে বশে আনা যায় নি, তাদের বশে আনার জন্য ও কঠোর হাতে দমনের জন্য রাজা দণ্ডনীতি প্রয়োগ করবেন[256]। কিন্তু এই দণ্ড শাস্ত্রানুসারে প্রয়োগ করা রাজার একান্ত কর্তব্য। কে *বানপ্রস্থাশ্রমী, কে সন্ন্যাসী, কে জ্ঞানী, কে ধর্মজ্ঞ* ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করে রাজাকে দণ্ড প্রয়োগ করতে হয়, কারণ দণ্ডেই সমগ্র জগত প্রতিষ্ঠিত[257]। তাই কাদের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা উচিত নয় সে সম্বন্ধে *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে – স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত *ব্যক্তি, আশ্রমবাসী ও বর্ণাশ্রম পালনকারী* ব্যক্তিদের প্রতি রাজা দণ্ড প্রয়োগ করবেন না। রাজা নিজের *গুরু, পূজ্য ব্যক্তি* কিংবা সমাজে মহান বলে বিবেচিত ব্যক্তিদেরও দণ্ড দ্বারা বশে আনার চেষ্টা করবেন না[258]। অবিবেচনাপ্রসূত দণ্ড রাজার অমঙ্গল ডেকে আনে। *মৎস্যপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – দণ্ড প্রয়োগ করার সময় রাজাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোনওভাবে নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ড না পায়, রাজা এরূপ করলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবি এবং এই পাপে ঐ রাজা রাজত্ব হারিয়ে নরক গমন করে[259]। *মনুসংহিতায়ও* সমভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মনুসংহিতায় উক্ত হয়েছে যেখানে শ্যামবর্ণ ও লোহিতচক্ষুবিশিষ্ট দণ্ড বিরাজ করে, সেখানে প্রজাবর্গ শোকাবিষ্ট হয় না[260]। *মৎস্যপুরাণেও* উক্ত হয়েছে – যে রাজ্যে শ্যামবর্ণ, লোহিতাক্ষ দণ্ড প্রযুক্ত হয় সেখানে প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। কিন্তু

---

[255] অলব্ধ বেতনো লুব্ধো মানী চাথাব মানিতঃ।
ভিন্দ্যাচ্চতুর্বিধান্ ভেদান্ প্রবিশ্যো ভয়বেতনৈঃ।।....
অমাত্যো যুবরাজশ্চ ভুজাবেতৌ মহীপতেঃ।
মন্ত্রী নেত্রং হি ভিন্যেহস্মিন্নেকস্মিন্নপি তদ্বধঃ।। কাম., ১৮.২৪-২৮

[256] ন শক্যা যে বশে কর্ত্তুমুপাযত্রিতযেন তু।
দণ্ডেন তান্ বশীকুর্য্যাদ্দণ্ডো হি বশকৃণ্ণৃণাম্।। মৎস্য.২২৫.১

[257] স্বদেশে পরদেশে বা ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদান্।
সমীক্ষ্য প্রণযেদ্দণ্ডং সর্ব্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্।। মৎস্য . ২২৫.৪

[258] আশ্রমী যদি বা বর্ণী পূজ্যো বাথ গুরুর্মহান্।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোস্তি যঃ স্বধর্ম্মেণ তিষ্ঠতি।। মৎস্য. ২২৫.৫

[259] অদণ্ড্যান্ দণ্ডযন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডযন্।
ইহ রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টো নরকঞ্চ প্রপদ্যতে।। মৎস্য. ২২৫.৬
ক) *তু.* ত্রযাসাধ্যং সাধযেৎ তং দণ্ডেন চ কৃতেন চ।
দণ্ডে সর্ব্বং স্থিতং দণ্ডো নাশযেদ্দুস্পনীকৃতঃ।। অগ্নি. ২২৬.১৩

[260] যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি।। মনু,৭.২৫

যেখানে রাজা দণ্ড প্রণয়ন করেন না সেখানে বৃদ্ধ, বনিতা, স্ত্রী, বিধবা ও শিশুরা মাৎস্যন্যায়ের স্বীকার হয়ে থাকেন[261]। জলাশয়ে যেরূপ বড় মাছ ছোট মাছকে ভক্ষণ করে সেরূপ বলবান ব্যক্তিদের দ্বারা দুর্বল লোক আক্রান্ত হয়ে থাকে। দেব, দানব, পশু, পাখি এবং সকল প্রাণীর প্রতি যদি যথাযোগ্য দণ্ড বিধান না করা হয়, তাহলে তারা মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করে[262]। মানুষ যেমন কষ্টসাধ্য কাজের জন্য ব্রহ্মা, বিধাতা, পূষা প্রমুখ কোনও শান্ত দেবতার যেমন পূজা করেন না পরন্তু ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, যম, বিষ্ণু প্রমুখ ক্রোধান্বিত ও দণ্ডদাতা দেবতাদের পূজা করে থাকেন[263]। এই দণ্ডই রাজ্যের সকল প্রজাকে ন্যায়পথে থাকতে বাধ্য করে, দণ্ডের ভয়েই সবাই পাপকার্য থেকে বিরত থাকে। দণ্ডকে পাপীরা ধর্ম বলে মনে করে। তারা কেউ যমদণ্ডের, কেউ রাজদণ্ডের, আবার কেউ রাজদণ্ড ও যমদণ্ড উভয় দণ্ডের ভয়ে সকল পাপকার্য ত্যাগ করে।একারণেই লোকে প্রসিদ্ধি আছে – সবিকছুই দণ্ডে প্রতিষ্ঠিত[264]। তাই রাজাকে বিচারপূর্বক দণ্ড কঠোর ও নরম দু'ভাবেই প্রয়োগ করতে হবে।

পন্ডিতদের মতে বধ, অর্থহরণ ও ক্লেশপ্রদান – দণ্ড এই তিনপ্রকার। রাজা উৎসাহসম্পন্ন, উপযুক্ত দেশকাল সমন্বিত এবং সহায়সম্পন্ন হলে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তীক্ষ্নদণ্ড দ্বারা শত্রুর বিনাশ সাধন করবেন। নিজের বল যথাযথ পরীক্ষা করে বলবান্ শত্রুর প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ করবেন, পুরাকালে যেমন পরশুরাম একা ক্ষত্র-জাতির বিনাশ করেছিলেন[265]।

বধদণ্ড : প্রকাশ এবং অপ্রকাশ ভেদে বধ দুই প্রকার। যে সকল ব্যক্তি হত্যাকারী, অপরের বিদ্বেষ উৎপন্নকারী, পীড়া-উৎপাদনকারী তাদের প্রতি রাজা প্রকাশ্যে বধ দণ্ড

---

[261] যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি।।
বাল-বৃদ্ধাতুর যতি-দ্বিজ-স্ত্রী-বিধবা-যতঃ।
মাৎস্যন্যায়েন ভক্ষ্যেরণ যদি দণ্ডং ন পাতযেৎ।। মৎস্য. ২২৫.৮-৯

[262] দেবদৈত্যোরগণনাঃ সর্ব্বে ভূত-পতত্রিণঃ।
উৎক্রামযেযূর্মর্য্যাদাং যদি দণ্ডং পাতযেৎ।। মৎস্য. ২২৫.১০

[263] বিষ্ণুং দেবগণাংশ্চান্যান্ দণ্ডিনঃ পূজযন্তি চ।
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।। মৎস্য. ২২৪.১৪

[264] দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ।
রাজদণ্ডভযাদেব পাপাঃ পাপং ন কুর্ব্বতে।।
যমদণ্ডভযাদেকে পরস্পর ভযাদপি।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে সর্ব্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্।। মৎস্য. ২২৫.১৫-১৬

[265] উৎসাহ দেশকালৈস্তু সংযুক্ত সুসহায়বান্।
যুথিষ্ঠীর ইবাত্যর্থং দণ্ডেনাস্তন্নযেদরীন্।।
আত্মনঃ শক্তিমুদ্বীক্ষ্য দণ্ডমভ্যধিকং নযেৎ।
একাকী সত্ত্বসম্পন্নো রামঃ ক্ষর্তং পুরাহবধীৎ।। কাম., ১৮.৪৩-৪৪

প্রদান করবেন। অপরপক্ষে যে সকল লোক মৃত হলে জনসাধারণ উদ্বিগ্ন হয়, রাজার প্রিয়পাত্র এবং ক্ষমতাসম্পন্ন বলে রাজকার্য্যে বাধা দান করে তাদের গোপনে বিষপ্রয়োগ বা অস্ত্রাঘাত করে হত্যা করবেন, যাতে কেউ জানতে না পারে। পন্ডিত, বিচক্ষণ, নীতিবিশারদ রাজা কেবল ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেই বধদণ্ড প্রয়োগ করেন না।[266]

উপেক্ষা : রাজা নিজ রাজ্যের শত্রুদের বশীভূত করার সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্রের শত্রুদের প্রতিও উপায়সমূহ প্রয়োগ করে তাদের দমন করবেন। পররাষ্ট্রে প্রযুক্ত উপায়গুলির মধ্যে অন্যতম উপেক্ষা। রাজা কখন শত্রুকে উপেক্ষা করবেন অথবা কখন সচেতন ভাবে তাদের মোকাবিলা করবেন সেবিষয়ে *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে – যদি রাজা দেখেন যুদ্ধ করার মত কেউ নেই, কোনও ক্ষতিকারক শত্রু নেই অথবা কোনও শত্রুকে সাম-দানাদির দ্বারা বশে আনা অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয় তখন সেরূপ শত্রুকে উপেক্ষা করবেন। আবার যদি দেখেন যে শত্রুর দ্বারা রাজার সামান্যতম ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এবং রাজাও তার কিছু করতে পারবে না তখন রাজার উপেক্ষা করণীয়[267]। উপেক্ষাকুশল ব্যক্তি অন্যায়কার্য, ব্যসন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে নিবারণ না করা – এই তিনপ্রকার উপেক্ষা নির্দেশ করেছেন।[268]

মায়া : অপ্রধান ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত উপায়গুলির মধ্যে মায়া অন্যতম। এই উপায়ে রাজা বিবিধ অনৃত বা অসত্য কার্যকলাপ করে থাকেন। যেমন – বিপুল কৃত্রিম উল্কা প্রস্তুত করে শত্রু শিবিরের মাথার উপর পক্ষিদের পুচ্ছ লাগিয়ে প্রদর্শন করেন যাতে শত্রুরা উল্কাপাত হচ্ছে মনে করে। বিবিধ কুহক দ্বারা শত্রুদের উদ্বেগ জাগ্রত করবেন। কখনও ব্রাহ্মণ তাপসদের দ্বারা শত্রুদের বিনাশ কীর্ত্তন করবেন। যুদ্ধকালে 'আমাদের মিত্রবল উপস্থিত হয়েছে' এরূপ প্রচার করবেন। শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিলে সৈন্য দ্বারা নিঃশঙ্কে প্রহার করবেন। শত্রুর মৃত্যুর পর *ক্ষ্বেড়ন ও কিলকিলা* শব্দ উৎপন্ন করবেন[269]।

---

[266] প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ বধঃ দ্বিবধ ইর্ষতে।
প্রকাশদণ্ডান্ কুর্বীত লোক দ্বিষ্টাংস্তথা রিপুন্।।
যৈরুদ্বেজেতেহ লোকো যে চৈব নৃপবল্লভাঃ ।
বাধন্তে ব্যাধিকং যে চ তেষুপাংশুঃ প্রবর্ততে।। কাম., ১৮.১০-১১

[267] যদা মন্যতে নৃপতী... কার্য্যা রিপুর্ভবেৎ।। অগ্নি. ২৩৪. ৪-৭

[268] অন্যায়ে ব্যসনে যুদ্ধে প্রবৃত্তস্যানিবারণম্।
ইত্যুপেক্ষাসু কুশলৈরুপেক্ষা ত্রিবিধা স্মৃতা।। কাম., ১৮.৫৭

[269] ... উৎপাতৈরনৃতৈশ্চরন্।
শক্রোরুদ্বেজনং শত্রোঃ শিবিরস্থস্য পক্ষিণঃ।।
এবং ব্রূযাদ্রণে প্রাপ্তে ভগ্নাঃ সর্ব্বে পরে ইতি।
ক্ষ্বেডাঃ কিলকিলাঃ কার্য্যা বাচ্যঃ শত্রোর্হতস্তথা।। অগ্নি. ২৩৪.৮-১৩

মানুষী এবং অমানুষী ভেদে মায়া দ্বিবিধ। দেবতা, প্রতিমা বা বস্তুর রূপ ধারণকারী মনুষ্যগণ, স্ত্রীবেশধারী পুরুষ, রাত্রিতে অদ্ভুতদর্শন, বেতাল, উল্কা ইত্যাদির রূপধারণকারী – এইগুলি মানুষী মায়া বলে রাজা জানবেন। এই মানুষী মায়া দ্বারা ভীম কীচককে বধ করেছিল[270]। অপরপক্ষে ইচ্ছানুসারে রূপ পরিবর্তন, *শাস্ত্র, অস্ত্র, জলবর্ষণ, মেঘ-পর্বত-বায়ুর* উৎপত্তি ইত্যাদি অমানুষী মায়া বলে রাজারা জানবেন[271]।

ইন্দ্রজাল : সামাদি প্রধান উপায়গুলি ছাড়াও যে সকল উপায় রাজা প্রাচীনকাল থেকে প্রয়োগ করে আসছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হল ইন্দ্রজাল। রাজা সুযোগ বুঝে এই উপায় প্রয়োগ করবেন। এই উপায় দ্বারা রাজা শত্রুদের কাছে উপস্থাপন করবেন যে তাঁর সঙ্গে দেবতাগণ তুরঙ্গ সেনা নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাহায্য করতে এবং শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। এছাড়াও অগ্নিপুরাণ ও *কামন্দকীয়নীতিসারে* উল্লেখ পাওয়া যায় যে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন পূর্বক রাজা শত্রু শিবিরের উপরে কাল্পনিক ভাবে রক্তবৃষ্টি এবং শত্রুদের মস্তক ছিন্ন ইত্যাদি উদ্বেগ জনক ঘটনাগুলি সৃষ্টি করবেন[272] যার ফলে শত্রু ভীত হয়ে রাজার বশ্যতা স্বীকার করে[273]।

যাত্রাকাল কথন :

একজন সফল, বিচক্ষণ, প্রজাহিতৈষী রাজা সকল কর্ম সঠিক সময়ে করে থাকেন। কার্যকাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে যে কোনও রাজাই বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। তাই রাজা সঠিক সময়ে, পরিস্থিতি বুঝে, বিজ্ঞলোকের পরামর্শ নিয়ে তবেই যুদ্ধযাত্রা, পরদেশ যাত্রা, ভ্রমণ ইত্যাদি সম্পাদন করবেন। সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মূল অবয়বটি

---

[270] দেবতাপ্রতিমাস্ত স্ত সুষিরান্তর্গেতৈর্নৈরৈঃ।
পুমান্ স্ত্রীবস্ত্রসংবিতো নিশি চাদ্ভূতদর্শনম্।।
বেতালো ক্ব পিশাচানাং দেবানাঞ্চ সুরুপতা।
ইত্যাদি মায়া বিজ্ঞেযা মানুষী মানুষৈশ্চরন।। কাম.১৮.৫৩-৫৪

[271] কমতো রূপধারিত্বং শাস্ত্রাস্ত্রাশ্মাম্বুবর্ষণম্।
তমোনিলীনতা চৈব ইতিমায়া হ্যমানুষী।। কাম.১৮.৫৫

[272] দেবাজ্ঞাবৃহিতো রাজা সন্নদ্ধঃ সমরং প্রতি।
ইন্দ্রজালং প্রবক্ষ্যামি ইন্দ্রং কালেন দর্শযেৎ।।
চতুরঙ্গং বলং রাজা সহাযার্থং দিবৌকসাম্।
বলস্তু দর্শযেৎ প্রাপ্তং রক্তবৃষ্টিং চরোদ্রিপৌ।।
ছিন্নানি রিপুশীর্ষাণি প্রাসাদাগ্রেষু দর্শযেৎ। অগ্নি. ২৩৪.১৪-১৬

[273] মেঘান্ধাকারবৃষ্ট্যগ্নিপর্বতাদ্ভুতদর্শনম্।
দুরস্থানাঞ্চ সৈন্যানাং দর্শনং ঘ্বজশালিনাম্।।
ছিন্ন পার্টিতঃভিন্যানাং সংস্কৃতানাঞ্চ দর্শনম্।
ইতীন্দ্র জালং দ্বিষতো ভীত্যার্থমুপকল্পয়েৎ।। কাম. ১৮.৬০-৬১

ধরে রাখতে শত্রুজয় ও পররাজ্য আক্রমণ একটি শিল্পকলা। রাজা পররাজ্যের উপর সর্বদা নজর রাখবেন এবং অনুকূল পরিস্থিতির অপেক্ষা করবেন।

যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত সময় :

যুদ্ধের উপযুক্ত সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে -- রাজা যদি দেখেন রাজ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে, সামন্তগণ কর্তৃক শত্রু পরাভূত হয়েছে, যখন দেখবেন নিজের প্রভূত যোদ্ধা ও বল সঞ্চিত আছে অথবা যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতির পরও সমগ্র রাজ্যে আর্থিক অবস্থা পূর্বের ন্যায় ফেরাতে সমর্থ তখন তিনি যুদ্ধযাত্রা করবেন[274]। রাজার সপক্ষে যতজন সামন্ত আছেন তার থেকেও অধিক সংখ্যক মূলধন রাজ্যের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মজুত রাখা রাজার কর্তব্য। কিন্তু সামন্তগণ রাজার পক্ষ অবলম্বন না করলে কখনও যুদ্ধযাত্রা করবেন না[275]।

রাজা সারা বছর যুদ্ধ করবেন, না বছরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধযাত্রা করবেন, সেবিষয়ে *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে – সারা বছর প্রকৃতি অনুকূল থাকে না, তাই বছরের নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধযাত্রা করা কর্তব্য। যেমন, চৈত্রমাস এবং অগ্রহায়ণ-মাসে যুদ্ধযাত্রা করা শ্রেয়। চৈত্রমাসে প্রচণ্ড গরমের শেষে এবং শরৎকালের অবসানে যুদ্ধযাত্রা ভালো[276]। তবে যদি দেখেন দৈব, অন্তরীক্ষ কিংবা ভৌম প্রভৃতি উৎপাতে শত্রুগণ পীড়িত, হস্তপাদাদি ষড়বিধ ইন্দ্রিয় বিকলতায় অস্থির তাহলে তখনও যুদ্ধযাত্রা করতে পারেন। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, রাজা নিজের চতুরঙ্গ বলের ক্ষমতা অনুসারে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত অগ্রহায়ণ বা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে যুদ্ধযাত্রা করবেন। এছাড়া যদি অন্য সময় নিজের জয় নিশ্চিত জানেন অথবা শত্রুরাজার অমাত্যাদি তার বিরুদ্ধে বলে জানেন তখন বিগ্রহ ঘোষণা পূর্বক যুদ্ধযাত্রা করবেন। তবে এই যুদ্ধযাত্রার সময় রাজা নিজ রাজ্যের দুর্গ, রাজধানী, প্রধান প্রধান স্থানগুলি রক্ষার সুবন্দোবস্ত করে, যাত্রার উপযোগী বাহন নির্বাচন করে, উপযুক্ত অস্ত্র সংগ্রহ করে, শত্রুরাজ্যের ভৃত্যদের নিজ বশে আনার পর চর নিযুক্ত করে সকল প্রকার মার্গ অনুকূল জেনে তবেই যুদ্ধে রওনা হবেন[277]।

---

[274] যদা মন্যেত নৃপতিরাক্রন্দেন বলীযসা।
পার্ষ্ণিগ্রাহাভিভূত্যোরিস্তদা যাত্রা প্রযোজযেৎ।। মৎস্য. ২৪০.১
যোধান্ মত্বা প্রভূতাংশ্চ প্রভূতঞ্চ বলং মম।
মূলরক্ষা সমর্থ্যোস্মি তদা যাত্রাং প্রযোজযেৎ।। মৎস্য. ২৪০.৩

[275] অশুদ্ধ পার্ষ্ণিনিপতির্ন তু যাত্রাং প্রযোজযেৎ।
পার্ষিগ্রাহাধিকং সৈন্যং মূলে নিক্ষিপ্য চ ব্রজেৎ।। মৎস্য. ২৪০.৪

[276] চৈত্র্যাং বা মার্গশীর্ষ্যাং বা যাত্রাং যাযান্নরাধিপঃ।
চৈত্র্যাং পশ্চ্যেচ্চ নৈদাঘং হন্তি পুষ্টিঞ্চ শারদীম্।। মৎস্য. ২৪০.৫

[277] মার্গশীর্ষে শুভে মাসি যাযাদ্ যাত্রাং মহীপতিঃ।

যুদ্ধযাত্রার নিয়ম :

নিজ রাজ্যের চতুর্দিক ছোট বড় রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে রাজা কোন্ দিকে আগে যুদ্ধযাত্রা করবেন সে প্রসঙ্গে *মৎস্যপুরাণে* কখনও দৈব-দুর্বিপাক অনুযায়ী, কখনও বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে অগ্রসর হতে বলা হয়েছে। যেদিকে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড পতিত হবে, বজ্র পতিত হবে, উল্কাপাত দ্বারা ভূকম্প তৈরী হয় অথবা যেদিকে কেতু উদিত হবে সেই দিকে রাজা যুদ্ধযাত্রা করবেন। আবার যে রাজ্যে বা শত্রুকুলে দুর্ভিক্ষ, পীড়া, গৃহবিবাদ, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আত্মবিচ্ছেদ ইত্যাদি অনাচার দেখা দেবে, সেই রাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করবেন[278]। অথবা যেদিকে রাজ্যে মক্ষিকা, ছারপোকা প্রভৃতি কীটের উপদ্রব দেখা দেয়, যে দেশ গর্ত্ত–কর্দমময়, লোকেরা নাস্তিক, অমঙ্গলভাষী, স্ব-স্ব কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগী এবং যে রাজ্যের রাজা রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, সেই রাজ্যকে অবিলম্বে দখল করবেন[279]। যে রাজ্যের সেনাপতি সেনাদের উপর ক্রুদ্ধ, সৈন্যদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের অভাব রয়েছে, রাজা নিজে ব্যসনাসক্ত সেই রাজাকে অবশ্যই পরাজিত করবেন। যে রাজার সৈন্যদের অস্ত্রাভাব রয়েছে, যাদের অঙ্গ স্পন্দিত হয়, যারা দুঃস্বপ্ন দর্শন করেন সেই সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন[280]।

কিন্তু কেবল অন্য রাজ্যের দুর্বলতা দেখলে হবে না, রাজা যদি দেখেন নিজ সৈন্যগণ যুদ্ধে উৎসাহী, যোদ্ধাগণ অনুরক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট তবেই যুদ্ধযাত্রা করবেন। এছাড়াও কিছু দৈব লক্ষণ বিষয়েও রাজাকে সতর্ক হতে বলা হয়েছে - শুভাশুভ অঙ্গ কম্পিত হলে, দুঃস্বপ্ননাশক কোনও লক্ষণ লক্ষিত হলে, *জন্ম-সম্পৎ-ক্ষেপ* প্রভৃতি ছটি নক্ষত্র শুদ্ধ ও

ফাল্গুনং বাথ চৈত্রং বা মাসৌ প্রতি যথাবলম্।।
অন্যেষ্বপি তু কালেষু যদা পশ্যেদ্ ধ্রুবং জযম্।
তদা যাযাদ্ বিগৃহ্যৈব ব্যসনে চোত্থিতে রিপোঃ।।
কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকঞ্চ যথাবিধি।
উপগৃহ্যাস্পদঞ্চৈব চারান্ সম্যগ্ বিধায চ।।
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং ষডবিধঞ্চ বলং স্বকম্।
সাম্পরাযিককল্পেন যাযাদরিপুরং শনৈঃ।। মনু. ৭ .১৮২-৮৫

[278] জলন্তী চ তথৈবোল্কা দিশং যাঞ্চ প্রপদ্যতে।
ভূকম্পোল্কা দিশং যাতি যাঞ্চ কেতুঃ প্রসূযতে।।
নির্ঘাতশ্চ পতেদযত্র তাং যাযাদ্বসুধাধিপঃ।
সবলব্যসনোপেতং তথা দুর্ভিক্ষপীড়িতম্।। মৎস্য. ২৪০.৮-৯

[279] সম্ভূতান্তরকোপঞ্চ ক্ষিপ্রং প্রাযাদরিং নৃপঃ।
সূকামাক্ষীকবহুলং বহুপঙ্কং তথাবিলম্।। মৎস্য. ২৪০.১০

[280] বিদ্বিষ্ট নাযকং সৈন্যং তথা ভিন্নং পরস্পরম্।
ব্যসনাশক্ত নৃপতিং বলং রাজাভিযোজযেৎ।।
সৈনিকানাং ন শস্ত্রাণি স্ফুলন্ত্যঙ্গাণি যত্র চ।
দুঃস্বপ্নানি চ পশ্যন্ত বলং তদভিযোজযেৎ।। মৎস্য. ২৪০.১২-১৩

গ্রহগণ অনুকূল থাকলে এবং নক্ষত্রগণনা দ্বারা যুদ্ধকাল শুভ জানলে তবেই যুদ্ধযাত্রা করবেন[281]।

এরপর পূজার্চনা দ্বারা ইষ্ট দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান করে এবং দেশ-কাল অনুকূল জেনে নিজ পৌরুষ -বলে যুদ্ধযাত্রা করবেন। কারণ, স্থলভাগে অত্যন্ত বলশালী হস্তীও জলে কুমিরের কাছে পরাস্ত হয়, আর কুমির স্থলে হস্তীর কাছে পরাজিত হয়। রাত্রিতে যেমন কাক উলুকের শিকার হয় এবং দিনের বেলা কাকের দ্বারা উলুক পরাভূত হয়। তাই দেশ-কাল বিবেচনা করে শত্রু অপেক্ষা শক্তিশালী হলে তবে যুদ্ধযাত্রা করবেন[282]।

সৈন্যবাহিনী :

রাজা চতুরঙ্গ সেনাবিশিষ্ট হয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন পরিবেশে সেই সৈন্যদের পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে যুদ্ধে প্রেরণ করবেন। রাজার সৈন্যগণ পারদর্শী ও সর্ববিধ গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তার বাহিনীতে বর্ষাকালের জন্য অনেক পদাতিক ও হস্তীবাহিনী থাকে। হেমন্তকালে এবং শিশিরের সময় অশ্বারোহী ও রথারূঢ় সৈন্য থাকবে। গ্রীষ্মকালের জন্য গর্দ্দভ, উষ্ট্রবহুল সেনা এবং বসন্ত ও শরৎকালে রাজা চতুরঙ্গ সেনাই ব্যবহার করবেন। যে রাজার বহু পদাতিক সৈন্য থাকে তিনি শত্রুর প্রতি ভয়ানক আক্রমণ হানতে পারেন। শত্রুগণ যদি বৃক্ষাবৃত হন তাহলে রাজা সেই স্থলে অথবা যে স্থল অল্প কর্দমাক্ত সেখানে হস্তীবাহিনী নিয়ে গমন করবেন। আর যদি শত্রুগণ সড়কপথে অবস্থান করে তাহলে অশ্ব ও রথারূঢ় সৈন্য নিয়ে গমন করবেন[283]।

যে সকল সৈন্য রাজাকে সকল প্রকার বিপদে সাহায্য করে তাদের রাজা দানাদি দ্বারা পালন করবেন। বর্ষাকালে উষ্ট্র ও গর্দভ নিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুর কাছে বন্দী রাজাকে

---

[281] শরীর স্ফুরণে ধন্যে তথা দুঃস্বপ্ননাশনে।
নিমিত্তে শকুনে ধন্যে জাতে শত্রু পুরং ব্রজেৎ।।
ঋক্ষেষু ষটসু শুদ্ধেষু গ্রহেধনুগুণেষু চ।
প্রশ্নকালে শুভে জাতে পরান্ যাযান্নরাধিপঃ।। মৎস্য. ২৪০.১৫-১৬

[282] এবন্তু দৈবসম্পন্নস্তথা পৌরুষসংযুতঃ।
দেশকালোপপন্নান্তু যাত্রাং কুর্যান্নরাধিপঃ।।
স্থলে নক্রস্তু নাগস্য তস্যাপি সজলে বশে।
উলুকস্য নিশি ধ্বাঙ্ক্ষঃ স চ তস্য দিবাবশে।। মৎস্য. ২৪০.১৭-১৮

[283] এবং দেশঞ্চ কালঞ্চ জ্ঞাত্বা যাত্রাং প্রযোজযেৎ।
পদাতিনাগবহুলাং সেনাং পাবৃষি যোজযেৎ।।
অভিযোজ্যো ভবেৎ তেন শত্রুর্বিষমমাশ্রিতঃ।
গম্যে বৃক্ষাবৃতে দেশে স্থিতঃ শত্রুং তথৈবচ।।
কিঞ্চিৎপঙ্কে তথা যাযাদ্বহুনাগো নরাধিপঃ।
রথাশ্ববহুলো যাযাচ্ছত্রুং সমপথস্থিতম্।। মৎস্য. ২৪০.১৯-২৩

যারা প্রাণের বিনিময়েও মুক্ত করার চেষ্টা করে, সেই সকল সৈন্যই রাজার প্রিয় এবং সেই সৈন্যদের নিয়ে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান জেনে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মতানুসারী হয়ে তবেই রাজা যুদ্ধ করবেন।

রণকৌশল : যুদ্ধে জয়লাভের জন্য রণকৌশল জানা রাজার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। রাজা শত্রুর পথ অবরোধ করে অবস্থান করবেন, শত্রুরাজ্য ধ্বংস করবেন, সেরাজ্যের খাদ্যশস্য, জল, জ্বালানি ইত্যাদি নষ্ট করবেন। শত্রুরা যে সকল পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি ব্যবহার করে তা নষ্ট করে দেবেন, দুর্গের প্রাচীর, পরিখা নষ্ট করে দেবেন, দুর্গকে জলশূন্য করে দেবেন, শত্রুদের অতর্কিতে আক্রমণ করবেন, বিবিধ শব্দ উৎপন্ন করে শত্রুদের ভয় দেখাবেন। শত্রুপক্ষের কোনও অমাত্য বা রাজ্যার্থীকে নিজ বশে আনবেন এবং তাদের মাধ্যমে শত্রুরাজার ক্রিয়াকলাপ জেনে নিশ্চিন্তে যুদ্ধযাত্রা করবেন[284]।

কিন্তু রাজাকে মনে রাখতে হবে যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। শত্রুরাজাও জয়লাভ করতে পারেন তাই সাম, দান ও ভেদ এই উপায় দ্বারা পররাষ্ট্রকে জয় করার চেষ্টা করবেন। সর্বদা যুদ্ধের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করবেন না। কিন্তু যদি দেখেন এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা রাজাকে বশে আনা অসম্ভব তখন যুদ্ধযাত্রা করবেন[285]।

ব্যূহ রচনা : যুদ্ধযাত্রাকালে শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য সৈন্যদের সঠিক বিন্যাস প্রয়োজন। রাজা যুদ্ধযাত্রা করে শত্রু জয় করার জন্য যে পদ্ধতিতে সৈন্যসজ্জা করেন তাকে ব্যূহ বলে। রাজাকে শরাসনে উপবিষ্ট হয়ে হস্তিতে আরোহণপূর্বক অদৃশ্য শত্রুরাজ্যে প্রবেশ ও তাদের প্রকৃতি কল্পনা করার নির্দেশ *অগ্নিপুরাণে* দেওয়া হয়েছে। যোদ্ধাগণ সংখ্যায় অল্প হলে তাদের জোটবদ্ধ করে, বহু যোদ্ধা হলে যথেচ্ছ ব্যবহার করে এবং বহু সৈন্যের সঙ্গে অল্প সৈন্যের লড়াই হলে সূচীমুখ অনীক কল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া

---

[284] উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীডযেৎ।
দূষযেচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্।।
ভিন্দাচ্চৈব তডাগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দযৈচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসযেত্তথা।।
উপজপ্যানুপজপেদ্ বুধ্যেতৈব চ তৎকৃতম্।
যুক্তে চ দৈবে যুধ্যেত জযপ্রেপ্সুরপেতভীঃ।। মনু. ৭.১৯৫-৯৭

[285] সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথ বা পৃথক্।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ন যুদ্ধেন কদাচন।।
অনিত্যো বিজযো যস্মাদ্ দৃশ্যতে যুধ্যমানযোঃ।
পরাজযশ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্ যুদ্ধং বিবর্জযেৎ।।
ত্রযাণামপ্যুপাযানাং পূর্বোক্তানামসম্ভবে।
তথা যুধ্যেত সম্পন্নো বিজযেত রিপূন্ যথা।। মনু. ৭.১৯৮-২০০

হয়েছে[286]। এই ব্যূহ প্রাণ্যঙ্গরূপ এবং দ্রব্যরূপ এই দুই প্রকার[287] বলে *অগ্নিপুরাণে* নির্দেশিত হয়েছে এবং সেখানে *গরুড়ব্যূহ, মকরব্যূহ, চক্রব্যূহ, শ্যেনব্যূহ, সর্বতোভদ্রব্যূহ, সূচীব্যূহ* ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যূহ রচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচপ্রকারে সৈন্যগণকে সজ্জিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[288] সকল ব্যূহেই দুটি পক্ষ ও দুটি অনুপক্ষ থাকবে এবং তাদের রক্ষার জন্য তৃতীয়ভাগে কিছু সৈন্য কল্পনা করার কথা বলা হয়েছে। একভাগে, নয়ত দুইভাগে যুদ্ধ করার পরামর্শ *অগ্নিপুরাণপুরাণে* দেওয়া হয়েছে[289]। রাজাকে স্বয়ং যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হলে যেমন সমূহ বৃক্ষ নাশ হয় তেমনই রাজার বিনাশ হলে সমস্ত সেনার বিনাশ হতে পারে। তাই রাজাকে সৈন্যদের পিছনে এককোশ দূরে অবস্থান করে যোদ্ধাগণের ভগ্ন সংস্কার করার কথা বলা হয়েছে[290]। রাজা, তার সেনাপতি ও যোদ্ধাগণকে সৈন্যদের মধ্যে সংহত ও বিরলভাবে স্থাপন না করে, অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরস্পর সংমর্দ্দ না হয় এমনভাবে তাদেরকে ব্যূহের স্থাপন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[291]। শত্রুদের ভেদ করতে চাইলে এই সংহত যোদ্ধাদের সাহায্যেই ভেদ করবেন। অপরপক্ষে শত্রুও ভেদ করতে পারে জেনে রাজাকে নিজ সৈন্যদের সংহত রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে[292]।

অগ্নিপুরাণে রাজার দ্বারা যুদ্ধে ব্যবহৃত হস্তীর পাদরক্ষার জন্য চারটি রথ, রথের রক্ষার জন্য চারটি অশ্ব, অশ্বের রক্ষার জন্য চারজন চর্ম্মী নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া

---

[286] গৃহীত্বা সশরং চাপং গজাদ্যারুহ্য বৈ ব্রজেৎ।।
দেশে ত্বদৃশ্যঃ শত্রুনাং কুর্যাৎ প্রকৃতিকল্পনাম্।
সংহতান্ যোদয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্।।
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পনাং বাহুভিঃ সহঃ। অগ্নি, ২৩৬.২৬-২৮

[287] ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ। অঃপুঃ, ২৩৬.৮

[288] গরুড়ো মকরব্যূহশ্চক্র শ্যেনস্তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ।।
মণ্ডলঃ সর্বোতভদ্রঃ সূচীব্যূহশ্চ তে নরাঃ।
ব্যূহানামথ সর্ব্বেষাং পঞ্চধা সৈন্যকল্পনা।। অগ্নি, ২৩৬.২৯-৩০

[289] দ্বৌ পক্ষাবনুপক্ষৌ দ্বাববশ্যং পঞ্চমং ভবেৎ।
একেন যদি বা দ্বাভ্যাং ভাগাভ্যাং যুদ্ধ মাচারেৎ।।
ভাগত্রয়ং স্থাপয়েৎতু তেষাং রক্ষার্থমেব চ। অগ্নি, ২৩৬.৩০-৩১

[290] মূলচ্ছেদো বিনাশঃ স্যান্ন যুদ্ধেচ্চ স্বয়ং নৃপঃ
সৈন্যস্য পশ্চাৎ তিষ্ঠৎ তু ক্রোশমাত্রে মহীমতিঃ।।
ভগ্নসন্ধারণং তত্র যোধানাং পরিকীত্তিতম্।। ঐ, ২৩৬.৩৩-৩৪

[291] ন সংহতান্ ন বিরলান্ যোধান্ ব্যূহে প্রকল্পয়েৎ।
আয়ুধানান্তু সম্মোর্দ্দো যথা ন স্যাৎ পরস্পরম্।। ঐ ২৩৬.৩৫

[292] ভেত্তুকামঃ পরানীকং সংহতৈরেব ভেদয়েৎ
ভেদরক্ষ্যাঃ পরেণাপি কর্ত্তব্যা সংহহতাস্তথা।।
ব্যূহং ভেদাবহং কুর্য্যাৎ পরব্যূহেষু চেচ্ছায়া।। ঐ, ২৩৬.৩৬

হয়েছে। ব্যূহের অগ্রভাগে *চর্ম্মী, পশ্চাৎ ধন্বী, ধন্বীর পশ্চাতে অশ্ব ও রথ এবং রথের পশ্চাতে কুঞ্জরসৈন্য* স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে[293]। ভীত সৈন্যকে অগ্রভাগে বর্জন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কারণ ভীরু সৈন্যগণ পুরোভাগ বিদারিত করে। তাই শূরগণকে সম্মুখে রেখে তাদের উৎসাহিত করবেন[294]। যুদ্ধে নিহত বা আহত সৈন্যদের *আনয়ন, তোয়দানাদি, গজের প্রতিযুদ্ধ* প্রভৃতি কাজ পত্তিদের। শত্রুভেদাভিলাষী হলে নিজ সৈন্যদের রক্ষা এবং সংহতদের ভেদ করা চর্ম্মীদের কাজ, যুদ্ধে প্রতিপক্ষ বা শত্রুপক্ষকে বিমুখ করা ধন্বীদের কাজ বলে *অগ্নিপুরাণপুরাণে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সংহত ব্যক্তিদের দূরে অপসারণ, যান ও শত্রুসৈন্যদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির মত কাজগুলি রথকর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে[295]।

মনুসংহিতায়ও রাজাকে তার সৈন্যদের *দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ বা গরুড়ব্যূহে* সজ্জিত করে যাত্রা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেদিকে শত্রুর ভয় বেশী সেদিকে সৈন্য বেশী নিযুক্ত করবেন এবং নিজে পদ্মফুলের কোরকের ন্যায় সৈন্যাবৃত হয়ে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকবেন[296]। অল্প সৈন্য হলে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করবেন, বহু সৈন্য হলে বিস্তৃত ভাবে যুদ্ধ করবেন। সূচী বা বজ্র যে কোনও একটির ন্যায় ব্যূহ রচনা করবেন।

যুদ্ধে নিষিদ্ধ কর্ম : রাজা এবং যে কোন সৈন্যের পক্ষেই যুদ্ধে কিছু রীতিনীতি মেনে চলা উচিত। যুদ্ধ করতে করতে শত্রুকে কখনও গুপ্ত অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা যাবে না। কর্ণ্যাকার ফলকবিশিষ্ট, বিষমিশ্রিত এবং আগ্নেয় ফলকবিশিষ্ট বাণ দ্বারাও শত্রুকে বধ করা যাবে না। রাজা রথারূঢ় থাকাকালীন ভূমিতে অবতীর্ণ রথহীন শত্রুকে বধ করবেন না। তাছাড়া *ক্লীব, জোড় হাতে দণ্ডায়মান, মুক্তকেশ, উপবেশনকারী* অথবা যে বা যারা বলবে ‘

---

[293] গজস্য পাদরক্ষার্থাশ্চত্বারস্তু তথা দ্বিজ।
রথস্য চাশ্বাশ্চত্বারঃ সমান্তস্য চ চর্ম্মিণঃ।
ধন্বিনশ্চর্ম্মির্ভস্তুল্যাঃ পুরস্তাচ্চর্ম্মিনো রণে।
পৃষ্ঠতো ধন্বিনঃ পশ্চাধ্বন্বিনাং তুরগা রথাঃ
রথাণাং কুঞ্জরাঃ পশ্চাদ্দাতব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতা। অগ্নি, ২৩৬.৩৭-৩৯

[294] কর্ত্তব্যং ভীরুসঙ্ঘেন শত্রুবিদ্রাবকারণম্
দারয়ন্তি পুরস্তাৎ তু ন দেয়া ভীরবঃ পুরঃ।। অগ্নি, ২৩৬.৪১

[295] সংহতানাং হতানাঞ্চ রণাপনয়নক্রিয়া।
প্রতিযুদ্ধং গজানাঞ্চ তোয়দানাদিকঞ্চ যৎ.....
ভেদনং সংহানাঞ্চ চর্ম্মিনাং কর্ম্ম কীর্ত্তিতম্
বিমুখীকরণং যুদ্ধে ধন্বীনাঞ্চ তথোচ্যতে।।
দরাপ করণং যানং।।।ঐ, ২৩৬.৪৪-47

[296] দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যাযাত্তু শকটেন বা।
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুডেন বা।।
যতশ্চ ভযমাশঙ্কেত্ততো বিস্তারযেদ্ বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বযম্।। মনু. ৭.১৮৭-৮৮

আমি / আমরা আপনার অধীন' তাদের বধ করবেন না। রাজা কখনও *নিদ্রিত, নিরস্ত্র, উলঙ্গ, যুদ্ধসজ্জাহীন, যুদ্ধ পরিত্যাগকারী, দর্শক* অথবা অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করবেন না। আবার যুদ্ধ করতে গিয়ে অস্ত্র শেষ অথবা ভেঙে যাওয়ায় বিপন্ন, শোকার্ত, অত্যন্ত আহত, ভীত ব্যক্তিকে ক্ষত্রিয় ধর্ম মেনে হত্যা করবেন না[297] - এইরূপ *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* ও *মনুসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে।

মিত্রের প্রকার ও স্বরূপ :

রাজ্য পরিচালনার মতো কঠিন কাজ করতে গিয়ে রাজা নিজের অজান্তেই অনেক শত্রু তৈরী করে নেন। এই সকল শত্রুকে জয় করতে হলে বিচক্ষণতার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর সহায়তা প্রয়োজন। তাই মিত্র চিনে নেওয়া রাজার একান্ত জরুরী কর্তব্য। এই মিত্র তিন প্রকার - *ক)পিতৃ-পৈতামহ মিত্র* অর্থাৎ জন্মসূত্রে পিতা পিতামহাদি ক্রমে যে সকল মিত্র বা আত্মীয় রাজা পেয়েছেন, খ) *শত্রুর শত্রু* অর্থাৎ রাজার যে শত্রু হয়, তার শত্রুর সঙ্গে রাজার মিত্রতা তৈরী হয় কারণ দুজনেরই লক্ষ্য একই, গ) *কার্যবশতঃ হিতার্থী* অর্থাৎ রাজা কার্যবশতঃ কারও মঙ্গলসাধন করলে, সেই ব্যক্তি রাজার তৃতীয় প্রকার মিত্র হয়। এদের মধ্যে পূর্ব পূর্বোক্ত মিত্র শ্রেয়ঃ বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ কার্যবশতঃ মিত্র অপেক্ষা শত্রুর শত্রু শ্রেয়, আবার শত্রুর শত্রু অপেক্ষা পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে আগত মিত্র শ্রেয়[298]। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, রাজা হিরণ্য ও ভূমি লাভের মাধ্যমে তেমন সমৃদ্ধ হতে পারেন না, কিন্তু বর্তমানে হীনবল হলেও আগামীদিনে সমৃদ্ধ বন্ধু লাভ করে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন। যে সকল মিত্র ধার্মিক, কৃতজ্ঞ, সন্তুষ্ট এবং অনুরক্ত, স্থির ও ক্ষিপ্রকারী – তিনি বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য[299]। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়*ও মিত্রলাভের গুরুত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে।

---

[297] ন কুটৈরায়ুধৈর্হন্যাদ্ যুধ্যমানো রণে বিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ।।
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্।।
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।।
নাযুধব্যসনপ্রাপ্তম্ নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমনুস্মরন্।। মনু. ৭. ৯০-৯৩

[298] গুরুবস্তে যথাপূর্ব্বং তেষু যত্নপরো ভবেৎ।
পিতৃপৈতামহং মিত্রমমিত্রঞ্চ তথা রিপোঃ।।
কৃত্রিমঞ্চ মহাভাগ মিত্রং ত্রিবিধমুচ্যতে।
তথাপি চ গুরুঃ পূর্ব্বং ভবেৎ তত্রাপি চাদৃতঃ।। মৎস্য. ২২০.১৭-১৮

[299] হিরণ্যভূমিসংপ্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে।
যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধা কৃশমপ্যাযতিক্ষমম্।।
ধর্মজ্ঞঞ্চ কৃতজ্ঞঞ্চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ।

রিপুর প্রকার ও স্বরূপ :

রাজ্যের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হল শত্রু বা রিপু। তাই রাজা আন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রু জয় করার জন্য সর্বদা প্রয়াসী হবেন। *মৎস্যপুরাণানুসারে* শত্রু তিন প্রকার – *তুল্য, আভ্যন্তর এবং কৃত্রিম।* এদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব ক্রমানুসারে গুরুত্ব বিবেচনা করে বিনাশ করবেন[300]।

অগ্নিপুরাণে উল্লিখিত তিনপ্রকার শত্রু হল – *কুল্য, অনন্তর এবং কৃত্রিম।* কৃত্রিম রিপু অপেক্ষা অনন্তর এবং তদপেক্ষা কুল্য রিপু ভয়ানক। অনন্তর রিপু কৃত্রিম পদবাচ্য হয় অর্থাৎ রাজার কৃতকর্মের দ্বারা এই জন্মেই তৈরী হয়। পার্ষ্ণিগ্রাহ শত্রুর অর্থাৎ পশ্চাৎবর্তী শত্রুর মিত্র এবং শত্রু উভয়ই থাকে। তাই রাজা আগে পার্ষ্ণিগ্রাহ শত্রুকে জয় করবেন। জ্ঞানী পুরুষগণ মিত্র দ্বারা শত্রুকে উচ্ছেদ অথবা জয় করেন। আবার কখনও কখনও মিত্রও শত্রু রূপে পরিগণিত হয়। তাই রাজা স্বয়ং শত্রুর উচ্ছেদ কার্যে যুক্ত থাকবেন[301]। ধর্ম্মবিজয়ী রাজা এভাবে জনগণকে উদ্বিগ্ন ও অবিশ্বস্ত না করে শত্রুকে বশে আনবেন। পণ্ডিতগণের মতে বিদ্বান্, উচ্চবংশজাত, পরাক্রান্ত, চতুর, দাতা, উপকার স্মরণকারী, সুখ-দুঃখে একরূপ থাকে এমন শত্রুকে উচ্ছেদ করা কষ্টকর। তাই এদের কষ্টদায়ক শত্রু বলে। এদের সঙ্গে রাজার সন্ধি করা উচিত[302]।

শুভাশুভ লক্ষণ বিচার :

রাজা সর্বদা রাজ্যের এবং প্রজার কল্যাণের জন্য কার্য করেন। এই কাজ কখনও সফল হয় আবার কখনও ব্যর্থ হয়। পুরাণে বলা হয়েছে, এই ব্যর্থতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে যদি রাজা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লক্ষণ দেখে কার্য না করেন। তাই রাজাকে সকল শুভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হয়। যেমন কাক পক্ষী প্রভৃতি গমন ও শব্দ করা, গো, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীদের কৃত বিভিন্ন লক্ষণগুলি শাস্ত্রানুসারে দেখে শুভ সময়ে কার্য সম্পাদন করার পরামর্শ *অগ্নিপুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরক্তং স্থিরারম্ভং লঘুমিত্রং প্রশস্যতে।। মনু. ৭.২০৮-০৯

[300] কৃত্বা চ বিজযং তেষাং শত্রুন্ বাহ্যংস্ততো জযেৎ।
বাহ্যশ্চ বিবিধা জ্ঞেযাস্তুল্যাভ্যন্তরকৃত্রিমাঃ।। মৎস্য. ২২০.১৬

[301] উপেতস্তু সুহৃজজ্ঞেযঃ শত্রুমিত্রমতঃ পরম্।
মিত্রমিত্রং ততো জ্ঞেযং মিত্রমিত্ররিপুস্ততঃ।।
এতৎ পুরস্তাৎ কথিতং পশ্চাদপি নিবোধ মে।
পার্ষ্ণিগ্রাহস্ততঃ পশ্চাৎ ততস্ত্বাক্রন্দ উচ্যতে।। অগ্নি. ২৩৩.১৫-১৬

[302] প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেব চ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ।। মনু. ৭.২১০

দৈব ও পুরুষকার :

রাজা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করলেও কিছু কাজে অসফল হয়ে থাকেন। কারণ, 'দৈব' নামে একটি কর্ম্মও অনুকূল হতে হয় সফলতা পাওয়ার জন্য। তাই 'দৈব' কী সে বিষয়ে এখানে বলা হচ্ছে। দেহান্তরার্জ্জিত কর্ম্মকে দৈব বলা হয়। অর্থাৎ যে কাজ পুরুষ নিজে করেনি, পূর্বজন্মের অর্জিত পুণ্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে সেগুলিকে দৈবকর্ম বলে। অপরপক্ষে পুরুষ এই জন্মে নিজ প্রচেষ্টায় যে সকল কর্ম সম্পাদন করে তা পুরুষকার বলে অভিহিত। মনীষীগণ এই পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, পুরুষকার দ্বারা দৈব সহায়ও খণ্ডন করা যায়[303]। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিত্য সদাচারযুক্ত, উত্থানশীল, মঙ্গলাচারযুক্ত, এমনকি পূর্বকৃত সকল কর্ম ও সাত্ত্বিকতায় পূর্ণ তাদৃশ পুরুষেরও পৌরুষ বিনা ফলপ্রাপ্তি হয় না। এমনকি মনুষ্যগণ রাজসিক ভাবে সম্পন্ন কর্মের দ্বারা তদনুরূপ ফললাভ করে আবার তামসিক ভাবে সম্পন্ন কর্মের দ্বারা অতিকষ্টে সেই ফললাভ হয়। কিন্তু একই ফল পৌরুষের প্রভাবে অতিসহজেই প্রাপ্ত হয়। তাই মনে করা হয় পৌরুষহীন ব্যক্তিগণই দৈব সহায়ের উপর নির্ভর করে, দৈবকেই প্রধান বলে মনে করে। ফলে তাদের নিকট কালক্রমে দৈবই ফলবতী হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দৈবসম্পদে পুরুষকারই কালক্রমে ফলবতী হয়[304]।

তাই বলা যায় দৈব, পুরুষকার এবং কাল এই তিনটি পদার্থ একত্র হয়ে মানুষের ফললাভে সহায়তা করে[305]। যেমন বৃষ্টির দ্বারা কৃষির ফলসিদ্ধি হয় বলে, যে কোনও সময় বৃষ্টি হলে কখন-ই ফললাভ হয় না, সঠিক সময়ে বৃষ্টির দ্বারা ফলবতী হয়। তেমনি মানুষও ফললাভের জন্য সর্বদা ধর্মসঙ্গত পুরুষকার প্রয়োগ করবেন। পৌরুষ প্রয়োগের দ্বারা ইহকালে ফললাভ না হলেও পরকালে তার ফললাভ নিশ্চিত[306]। অলস- অকর্মণ্য লোক

---

[303] স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জ্জিতম্।
তস্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ।।
প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুত্থানশালিনাম্।। মৎস্য. ২২১.২-৩

[304] যেষাং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সাত্ত্বিকং মনুজোত্তম।
পৌরুষেণ বিনা তেষাং কেষাঞ্চিদ্দৃশ্যতে ফলম্।।
কর্ম্মণা প্রাপ্যতে লোকে রাজসস্য তথা ফলম্।
কৃচ্ছেন কর্ম্মণা বিদ্ধি তামসস্য তথা ফলম্।। মৎস্য. ২২১.৪-৫

[305] তস্মাৎ ত্রিকালং সংযুক্তং দৈবস্তু সফলং ভবেৎ।
পৌরুষং দৈবসম্পত্যা কালে ফলতি পার্থিব।। মৎস্য. ২২১.৭

[306] কৃষের্বৃষ্টিসমাযোগাদ্দৃশ্যন্তে ফলসিদ্ধয়ঃ।
তাস্তু কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন।।
তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যং সধর্ম্মং পৌরুষং নরৈঃ।
বিপত্তাবাপি যস্যেহ পরলোকে ধ্রুবং ফলম্।। মৎস্য. ২২১.৯-১০

যদি দৈবপরায়ণও হয় তাহলেও ইষ্ট ফললাভ হয় না। তবে যদি কোনও ব্যক্তি বা রাজা আলস্য ত্যাগ করে উত্থানশীল, দৈব ও পুরুষকারপরায়ণ হয় তাহলে লক্ষ্মী স্বয়ং তাকে অন্বেষণ করে নেয়[307]।

পরিশেষে বলার, রাজা নিজ রাজ্যে ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করলে যেমন ধর্ম্ম হয়, পররাজ্য অধিগ্রহণ করে প্রজাপালন করলেও অনুরূপ ধর্ম্ম লাভ হবে। যদি রাজা যুদ্ধ দ্বারা কোনও রাজ্য বা দেশ গ্রহণ করেন তাহলে সেই রাজ্যের আচার-ব্যবহার, কুলাচার পরিবর্তন না করে পূর্বের ন্যায়ই রাখবেন[308]।

[307] ত্বক্ত্বালসান্ দৈবপরান্ মনুষ্যস্ম্নুত্থানযুক্তান পুরুষান্ হি লক্ষ্মীঃ।
অন্বিষ্য যত্নাদবৃণুযান্নৃপেন্দ্র তস্মাৎ সদোত্থানবতা হি ভাব্যম্।। মৎস্য. ২২১.১২

[308] য এব ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্বরাষ্ট্রপরিপালনে।
ত্বমেব কৃৎস্নমাপ্নোতি পররাষ্ট্রং বশং নযন্।।
যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোসৌ যদা বশমুপাগতঃ।। যাজ্ঞ. ১.৩৪২-৪৩

উপসংহার

উপসংহার

প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসন বহু বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিরচিত ধর্মশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রসমূহে তার প্রভূত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ যেহেতু অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ এবং গরুড়পুরাণ – এই তিনটি মহাপুরাণের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসন ও রাজার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা প্রস্তুত করা, কাজেই প্রাথমিকভাবে এই তিনটি মহাপুরাণে রাজধর্ম বিষয়ক যে তথ্য পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয়েছে তিনটি মহাপুরাণেই একরকম তথ্য আছে কিনা এবং থাকলেও সর্বত্র সমান গুরুত্ব সহকারে সেই আলোচনা করা হয়েছে কিনা কিংবা কোনও বৈসাদৃশ্য আছে কিনা!

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা চলে, তিনটি মহাপুরাণের মধ্যে নানা বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তেমনি বৈসাদৃশ্যও বর্তমান। উল্লিখিত তিনটি মহাপুরাণের মধ্যে গরুড়পুরাণে রাজধর্মবিষয়ক আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম। অগ্নিপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণে আলোচ্য বিষয়সূচীর সাদৃশ্য থাকলেও সব বিষয় উভয়ত্র সমান প্রাধান্য পায় নি। কোথাও কোথাও উভয় পুরাণের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে হয়ত মনুসংহিতা বা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার হুবহু মিল আছে, কোনও ক্ষেত্রে হয়ত আবার কামন্দকীয়নীতিসারের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, আছে বৈসাদৃশ্যও। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য পুরাণের আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।

আলোচ্য তিনটি পুরাণে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে এবং ধর্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে লব্ধ উপাদানের সঙ্গে পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার শেষে সাধারণভাবে যে তথ্যগুলি উঠে আসে সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

রাজার অভিষেক নিয়ে পুরাণগুলি বিশদে আলোচনা করেছে,ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রগুলি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। পুরাণে উপযুক্ত মুহূর্ত, তিথি অনুআরে রাজার অভিষেকের বিধান দেওয়া হয়েছে, ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রে রাজাকে অভিষিক্ত হতে হবে একথা বলা হলেও এর বেশি কিছু বলা হয়নি। পুরাণে রাজার অভিষেকের নিয়মাবলীর মত উপরেও অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং একাজে ব্রাহ্মণের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য অভিষেককার্যে অমাত্যদেরও বিশেষ ভূমিকা থাকত এবং সেখানে অমাত্যগণের মধ্যে শূদ্র সহ সব বর্ণের মানুষের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকত।

ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের শীর্ষস্থানীয়রূপে রাজার উল্লেখ থাকলেও রাজার ব্যক্তিগত সুরক্ষা প্রসঙ্গে মনুস্মৃতিতে সামান্যই বলা হয়েছে এবং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে এ বিষয়ে কোনও আলোচনা নেই। পুরাণে রাজার সুরক্ষার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে এবং আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মাসান্তে বা অর্ধমাসান্তে বেশ কিছু দ্রব্য ভক্ষণ করতে বলা হয়েছে । খাদ্যাদিতে বিষপ্রয়োগ সম্পর্কে রাজা কিভাবে সতর্ক হবেন সে বিষয়ে পুরাণের বর্ণনার সঙ্গে কামন্দকীয়নীতিসারের অনেকাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

রাজার সুরক্ষার্থে দুর্গ নির্মাণ করার উপদেশ ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রর মত অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণেও দেওয়া হয়েছে। তবে মনুসংহিতার মত ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গের প্রাশস্ত্য পুরাণসমূহে স্বীকৃত হলেও কামন্দকীয়নীতিসারে দুর্গ নির্মাণের আবশ্যকতা স্বীকার করলেও বিশেষ কোনও দুর্গকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি।

প্রজাপালন রাজার পরম ধর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে সমস্ত শাস্ত্রে, পুরাণগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। পিতা যেমন পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ হন, রাজাও তেমন প্রজাদের স্নেহশীল হবেন | প্রজাপালন করলে প্রজাদের পুণ্যের এক ষষ্ঠাংশ এবং রক্ষণ না করলে প্রজাদের অন্যায়কার্যে প্রবৃত্তি হেতু প্রজাদের পাপের এক-ষষ্ঠাংশের ভাগীদার হবেন রাজা। অগ্নিপুরাণে উক্ত হয়েছে, রাজা প্রজামাত্রের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে প্রিয়বাক্য এবং দরিদ্রদের ভরণ পোষণ করবেন। কিন্তু কামন্দকীয়নীতিসারে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রজাপালনকারী রাজাকে বিভিন্ন দেবতার সাথে তুলনা করা হয়েছে দেবতাদের সাথে রাজার কর্মের সাযুজ্য কল্পনা করে।

রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার্থে রাজার পক্ষে কর সংগ্রহ একান্ত আবশ্যক। ধর্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্রাদিতে নানা ধরণের করের উল্লেখ থাকলেও পুরাণে তা পাওয়া যায় না। পুরাণে রাজা কর্তৃক সংগৃহীত করের অর্দ্ধাংশ কোষে রেখে অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণকে দানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, ধর্মশাস্ত্রাদিতে যার উল্লেখ নেই।

রাজার কার্যে সহায়দের ভূমিকা, সহায়দের করণীয়-অকরণীয় বিষয় সম্বন্ধে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সঙ্গে অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের অনেকাংশে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সহায় নিযুক্তির কারণ মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত হলেও মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত হলেও অগ্নিপুরাণে ও গরুড়পুরাণে অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে সহায়দের যে নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা মনুসংহিতা বা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার পাওয়া যায় না। যেমন – প্রতিহার, রক্ষক, সেনাপতি, পাকাধ্যক্ষ ইত্যাদি। আবার যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় পুরোহিতের গুণের কথা বললেও পুরাণে সে বিষয়ে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। গরুড়পুরাণে *সহায়* শব্দের

পরিবর্তে *ভৃত্য* শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনুজীবী নিয়োগ, তাদের আচরণ, করণীয়-অকরণীয় কার্যগুলি সম্বন্ধে কামন্দকীয়নীতিসারের সঙ্গে অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের অনেকাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গরুড়পুরাণে পৃথক ভাবে অনুজীবীদের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

রাজকার্যে মন্ত্রণার প্রয়োজনীয়তা, মন্ত্রণাকালে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের কথা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মনুসংহিতার ন্যায় পুরাণগুলিতেও উক্ত হয়েছে।

পররাজ্য গ্রহণ করে তাদের ওপর রাজার আচরণ কেমন হবে সে সম্বন্ধে মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় উল্লেখ করা হলেও পুরাণগুলিতে এ বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতির জন্য ষাড়গুণ্যর প্রয়োগ, বিভাগ ও প্রয়োজনীয়তার বর্ণনায় মনুসংহিতা ও কামন্দকীয়নীতিসারের সঙ্গে পুরাণগুলির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বহির্দেশীয় শত্রু ও দেশের অভ্যন্তরস্থ শত্রুদের বশে রাখার জন্য সামাদি উপায়সমূহের উপযোগ সব গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে, যদিও উপায়সমূহের সংখ্যা নিয়ে ধর্মশাস্ত্রের সাথে পুরাণের পার্থক্য আছে। উপায় সম্বন্ধে পুরাণগুলির আলোচনায় কামন্দকীয়নীতিসারের ছাপ লক্ষিত হয়। মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও কামন্দকীয়নীতিসারে সাত প্রকার উপায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মৎস্যপুরাণে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড-এই চার প্রকার সম্পর্কেই আলোচনা পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণ ও কামন্দকীয়নীতিসারে অপর তিনটি উপায় অর্থাৎ উপেক্ষা, মায়া ও ইন্দ্রজাল বিষয়েও স্বল্প আলোচনা দৃষ্ট হয়।

রাজ্যের প্রজাদের বশে রাখার জন্য দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও মনুসংহিতার ন্যায় পুরাণগুলিতে দৃষ্ট হয় এবং অনেকাংশে সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধযাত্রার প্রয়োজনীয়তা, সৈন্যসজ্জা বিষয়ে মনুসংহিতার সহিত পুরাণগুলির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ব্যূহ রচনার কথা মনুসংহিতা ও অগ্নিপুরাণে পাওয়া গেলেও মৎস্যপুরাণে দৃষ্ট হয় না।

রাজার দিনলিপি সম্বন্ধে মনুসংহিতা এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় উল্লেখ থাকলেও পুরাণগুলিতে এ বিষয়ে উল্লেখ নেই। কোথাও কোথাও আলোচ্য তিনটি পুরাণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন – রাজ্য থেকে সংগৃহীত করের বন্টনের প্রসঙ্গে।

পুরাণের বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল রাজার অভিষেক বিধি। কামন্দকীয়নীতিসার, মনুস্মৃতি বা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে এবিষয়ে আলোচনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু রাজনীতিপ্রকাশ, রাজধর্মকৌস্তুভ প্রভৃতি পরবর্তীকালের স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে অগ্নিপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণের উদ্ধৃতি সহযোগে রাজার অভিষেক বর্ণনা করা হয়েছে।

অগ্নিপুরাণের বিচার সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বিচারবিষয়ক আলোচনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ বিভিন্ন বিবাদপদের আলোচনায় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বেশ কিছু শ্লোকের হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। পি.ভি. কানে মহোদয় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার বিশ্বরূপ এবং বিজ্ঞানেশ্বরের টীকা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে দুই টীকা রচনার মধ্যবর্তী সময়ে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বিচার সংক্রান্ত আলোচনা অগ্নিপুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অগ্নিপুরাণে ২৫৩ অধ্যায়ের ৩১নং শ্লোকের প্রথম অংশ ব্যতীত প্রথম ৩১টি শ্লোকের সাথে বর্তমানে প্রাপ্ত নারদস্মৃতির শ্লোকের সাদৃশ্য আছে। অনুমান এই শ্লোকগুলি নারদস্মৃতি থেকে অগ্নিপুরাণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ের অনেক বিষয় গরুড়পুরাণে আলোচনা করা হয়েছে। গরুড়পুরাণে ১০৭তম অধ্যায়ে পরাশরস্মৃতির ৩০টি শ্লোকের সারাংশ বর্ণিত হয়েছে।

উক্ত তিনটি মহাপুরাণ ব্যতিরেকে মার্কণ্ডেয়-মহাপুরাণেও প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে এই পুরাণের শুধু সাতাশতম অধ্যায়েই এবিষয়ক আলোচনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এখানে প্রশাসন বিষয়ক তথ্য এতটাই কম যে পূববর্তী অধ্যায়গুলিতে এবিষয়ে বিশদে আলোচনা করার সুযোগ ছিলনা। কিন্তু রাজনৈতিক তথ্যের প্রাচুর্যের কারণে যত না এই গ্রন্থের স্বীকৃতি, এর গুরুত্ব নিহিত আছে অন্যত্র। এখানে মদালসা নামে এক রাজনীতিজ্ঞ নারীচরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি তাঁর শিশুপুত্রকে রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ দান করছেন।

এই গ্রন্থে অত্যন্ত সংক্ষেপে রাজনীতির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং ইন্দ্রিয়জয়ের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। একজন রাজার ইন্দ্রিয়জয়ের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত ব্যসনাসক্তি যেমন পরিহার করা উচিত তেমনি কাম, ক্রোধ , লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুগুলি পরিহারেও যত্নবান হতে হবে। এপ্রসঙ্গে মদালসা পাণ্ডু, ঐল, বেণ, পুরন্দর প্রমুখ কয়েকজন ইতিহাস-খ্যাত রাজার নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা ব্যসনাসক্তি এবং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদির কারণে নিজেদের পতন ডেকে এনেছেন।
অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের মত এই পুরাণেও অর্ক, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতার সঙ্গে রাজার তুলনা করা হয়েছে, যদিও উক্ত দুটি পুরাণে উল্লিখিত কুবের ও অগ্নিদেবতার এবং অগ্নিপুরাণে উল্লিখিত ভগবান হরির উল্লেখ এখানে নেই।
এছাড়া এই পুরাণে রাজাকে কাক, কোকিল, মৌমাছি, কিছু পতঙ্গ, শাল্মলীতরু প্রভৃতির কিছু আচরণ পালন করার এবং পশু,পক্ষী,পতঙ্গ,বৃক্ষ – প্রভৃতি জগতের সব অংশের থেকে কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অন্য পুরাণ গুলির ন্যায়

এই পুরাণেও রাজতন্ত্রের সাফল্য যে রাজার সুরক্ষার উপরেই নির্ভরশীল, তা সবিশেষ প্রতিপাদিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে পুরাণগুলি পঞ্চলক্ষণযুক্ত হোক বা দশলক্ষণযুক্ত তা থেকে পুরাণের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি বা গভীরতা বিচার করা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির বহু বৈচিত্র্যময় উপাদানে সমৃদ্ধ পুরাণের রত্নভান্ডার, যার অন্যতম হল রাজধর্ম বা প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিবরণ। কখনও হয়ত ধর্মশাস্ত্রের বা নীতিশাস্ত্রের অনুরূপ শ্লোক এখানে পাওয়া যায়, কখনও একই শ্লোক উদ্ধৃত হতেও দেখা যায়। কখনও হয়ত রাজা-রাজড়ার কাহিনীর মাধ্যমে রাজনৈতিক উপদেশ এখানে বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু রাজার অভিষেকের মত বিষয়ও পুরাণে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব সংযোজন তো বটেই, উপরন্তু পরবর্তী স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থে পুরাণ থেকে এবিষয়ক তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে যে এবং ধর্মশাস্ত্রাদির তুলনায় পুরাণগুলি রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আচার-আচরণের খুঁটিনাটি বিষয়ের অধিক মনোনিবেশ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

অমরসিংহ. *অমরকোষঃ.* সম্পা:. হর গোবিন্দ শাস্ত্রী. বারণসীঃ চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান. ২০০৮.

কামন্দক. *কামন্দকীয় নীতিসার.* সম্পা:. রাজেন্দ্রলাল মিত্র. কোলকাতাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০০৮.

কামন্দক. *কামন্দকীয় নীতিসার.* সম্পা:. মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় . কোলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার. ১৯৯৯.

কৌটিল্য. *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্.* সম্পা:. আর.পি.কাঙলে. . দিল্লীঃ মোতিলাল বনারসী দাম পাবলিশার্স. ১৯৬৭ (ষষ্ঠ সংস্করণ).

ভট্টাচার্য,ত্রৈলোক্যনাথ. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.ঢাকা: ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা.১৮৮৮.

মনু. *মনুসংহিতা.* সম্পা:. মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় . কোলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার. ১৪১০ (বঙ্গাব্দ).

মনু. *মনুসংহিতা.* সম্পা:. গঙ্গানাথ ঝা. দিল্লীঃ পরিমল পাবলিকেশন. ১৯২৯ (প্রথম সংস্করণ).

যাজ্ঞবল্ক্য. *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা.* সম্পা:. নারায়ণ রাম আচার্য্য . দিল্লীঃ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান. ২০১০ (পুনঃ মুদ্রিত).

বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন. *অগ্নিপুরাণম্.* সম্পা:. পঞ্চানন তর্করত্ন . কোলকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স. ১৩৩২ বঙ্গাব্দ.

---------. *মৎস্যপুরাণম্.* সম্পা:. পঞ্চানন তর্করত্ন . কোলকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স. ১৯৩৫ বঙ্গাব্দ.

----------. *গরুড়পুরাণম্.* সম্পা:.পঞ্চানন তর্করত্ন. কোলকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স. ১৩৯২ বঙ্গাব্দ.

Agni Purāṇa. Ed. Baladeva Upadhayaya. Baranasi : Chaukhambha Sanskrit Samsthan. 1966.

Alterkar. A.S. *State and Government In Ancient India* Banaras: The Nawa Bharat Press : 1949.

Bandhopadhyay, Manabendu. Ed. & Beng. Trans. *Kāutiliyam.* Calcutta: Sanskrit Pustak Bhande. 1404 (B.S)

Das Gupta, S.P. *State Planing in Ancient India: As Recorded In The Arthaśāstra Of Kautilya.* Kolkata : S.P Chatterjee Memorial Foundation. 2003.

Dash, Keshab Chandra. *Methodology in Sanskrit*. Baranasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan. 1992.

Ganapati Sastri, T. Ed. With *'Śrimūlā'* Com. the Arthaśāstra of Kautilya (Part-I). Tribandrum: Government Press. 1924.

Ganguly, D.K. *History and Historians in Ancient in India.* New Delhi: Abhinav Publications. 1984.

Hazra, R.C *Purāṇic Records on Hindu Rites And Customs.* Dacca: The University of Dacca. 1936.

Hopkings, E.W. Ed. *The ordinances of Manu.* Eng. Trans. A.C.Burnell, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1995 (3rd Ed).

Jayaswal, K.P. *Hindu Polity*. Bangalore: The Bangalore Printing And Publishing Co. 1967.

…….. *Hindu Polity*. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Pratisthan. 2005.

Jha, Ganga Natha. Ed. With *Manubhāsya. Mansusmṛti* (Vols. I – IX). MLBD Pub. Ltd. 1999.

…… Ed. With Com. & Eng. Trans. *Mansusmṛti (Part I-III)*. Calcutta: University of Calcutta. 1921, 1924, 1929.

Kane, Pandurang Varman. *History of Dharmaśāstra* (Vol. I). Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute. 1930.

……., *History of Dharmaśāstra* (Vol. II). Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute. 1941.

……, *History of Dharmaśāstra* (Vol. III). Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute. 1946

Kangle, R.P. Ed. & Eng. Trans. *The Kautiliyā – Arthaśāstra*. Delhi : MLBD Publishers. 2006.

Kantawala, S.G. *Legends in Purāṇas.* New Delhi : Rashtriya Sanskrit Sansthan. 1995.

Keith, A.B *A History of Sanskrit Literature.* Great Britain: Oxford University Press. 1928.

Mankad, D.R. *Purāṇic Chronology.* Gujrat : Ganganjala Prakashan. 1947.

Pusalkar, A.D *The Epics And Purāṇas.* Bombay: Bhartiya Vidya Bhawan. 1955.

Sharma, Harischandra. *Ancient Indian Political Thought And Institutions.* Joypur: College Book Depot. 1968

Varma, Viswanath Prasad, *Studies In Hindu Political Thought And Its Metaphysical Foundations.* Delhi: Shri Jaicndra Press. 1954.